ভ্যালেরিয়ান ও লরেলাইন
জলোচ্ছ্বাসের শহর
মেজাইরেস
ক্রিস্টিন
বঙ্গানুবাদ
শরদিন্দু প্রামানিক
মুক্তবাংলা
অরিজিনাল রিলিজ
CALL FOR
NOW
NEW
JCMEZIERES

ভালেরিয়ান ও লরেলাইন

জলোচ্ছ্বাসের শহর
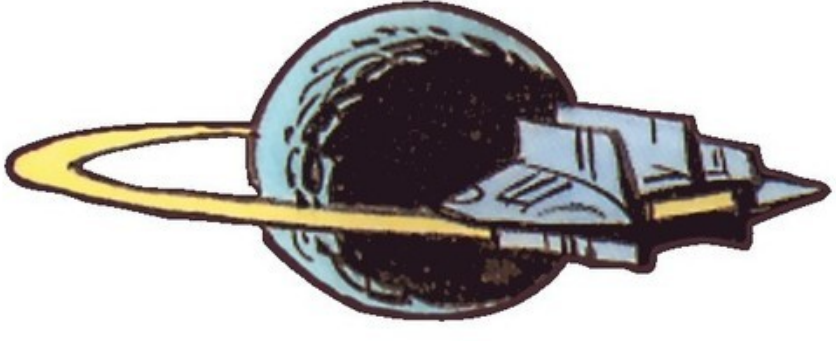
জে.সি.মেজাইরেস ও পি. ক্রিস্টিন

বাংলা : শরদিন্দু প্রামানিক
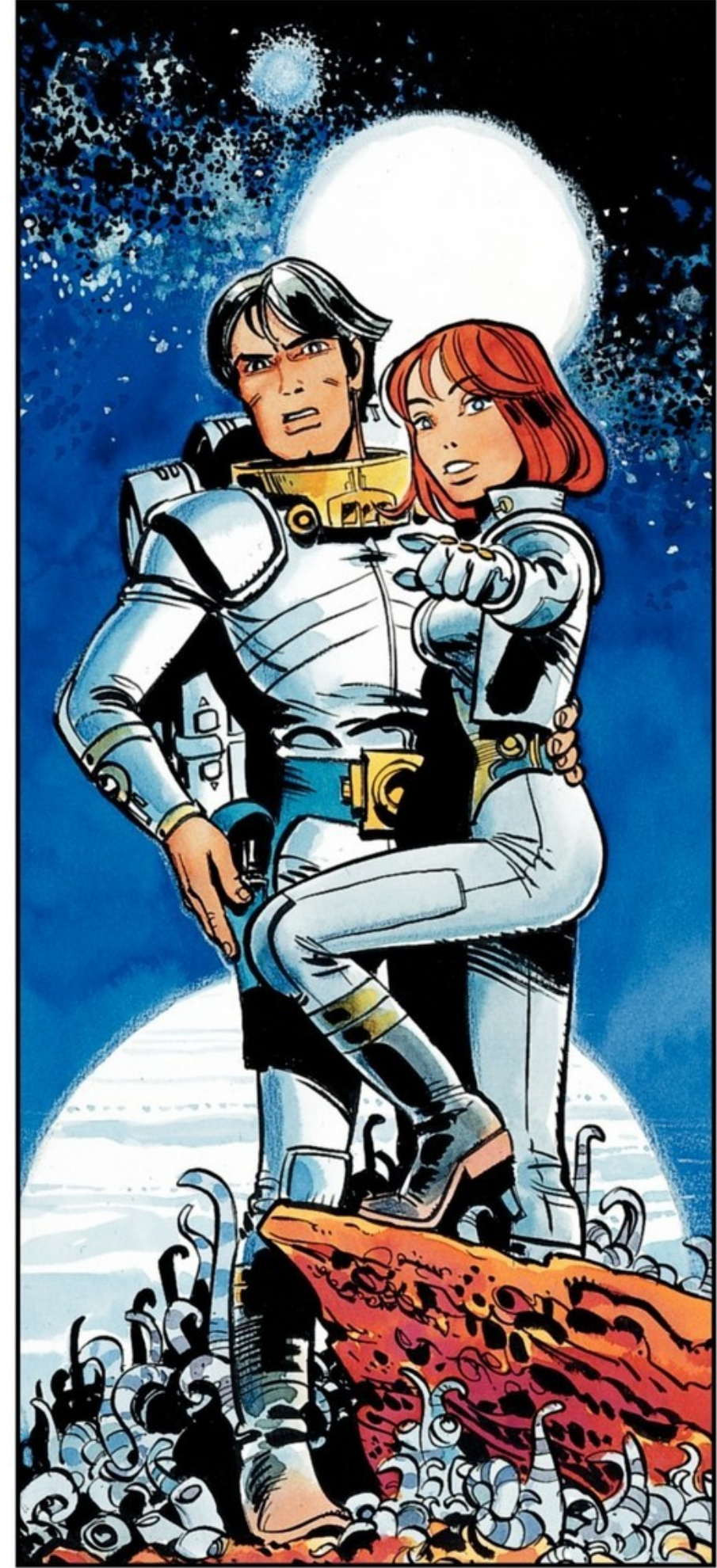
ভবিষ্যতের নগরী - গ্যালাক্সিটি হল তেরান ছায়াপথের রাজধানী। বিজ্ঞানের প্রভুত উন্নতি যেমন দুরযাত্রা ও সময়যাত্রা সহজ করেছে, তেমনি সমাজজীবনেরও পরিবর্তন করেছে।অলস জীবনযাত্রা এসেছে বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে স্থৈত-কালীয় পরিসেবার গুপ্তচরবৃত্তি - যা কিনা ভ্যালেরিয়ান ও লরেলাইনের পেশা তাতেও বিন্দুমাত্র ঘাটতি আসেনি। বরং সময়যাত্রা সহজলভ্য হওয়ার সুবাদে এখন গুপ্তচরদের মহাবিশ্ব ও পৃথিবীর সাম্রাজ্যের পাহারা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসেরও পাহারা দিতে হয়।যাই হোক এই মুহূর্তে আমাদের দুই তরুন-তরুনী শুক্রগ্রহের বিশেষ জলজ-খামারের স্পর্শকাতর অভিযান সেরে ছুটি কাটাচ্ছে।একটা ত্রিমাত্রিক দাবার খেলা জমে উঠেছে; কম্পিউটারটাও তার সাধ্যমত চলছে...

কিছুক্ষনের মধ্যেই স্থৈত-কালীয় পরিসেবার দপ্তরে...

সবই খুব তাড়াতাড়ি ঘটে...দুই সপ্তাহ পরে মহাদেশগুলোকে আর চেনাই যাচ্ছিল না।সব দেশ মুছেই গেল... বৈজ্ঞানিক তথ্যসম্পদ একেবারে চিরকালের মত হারিয়ে গেল...
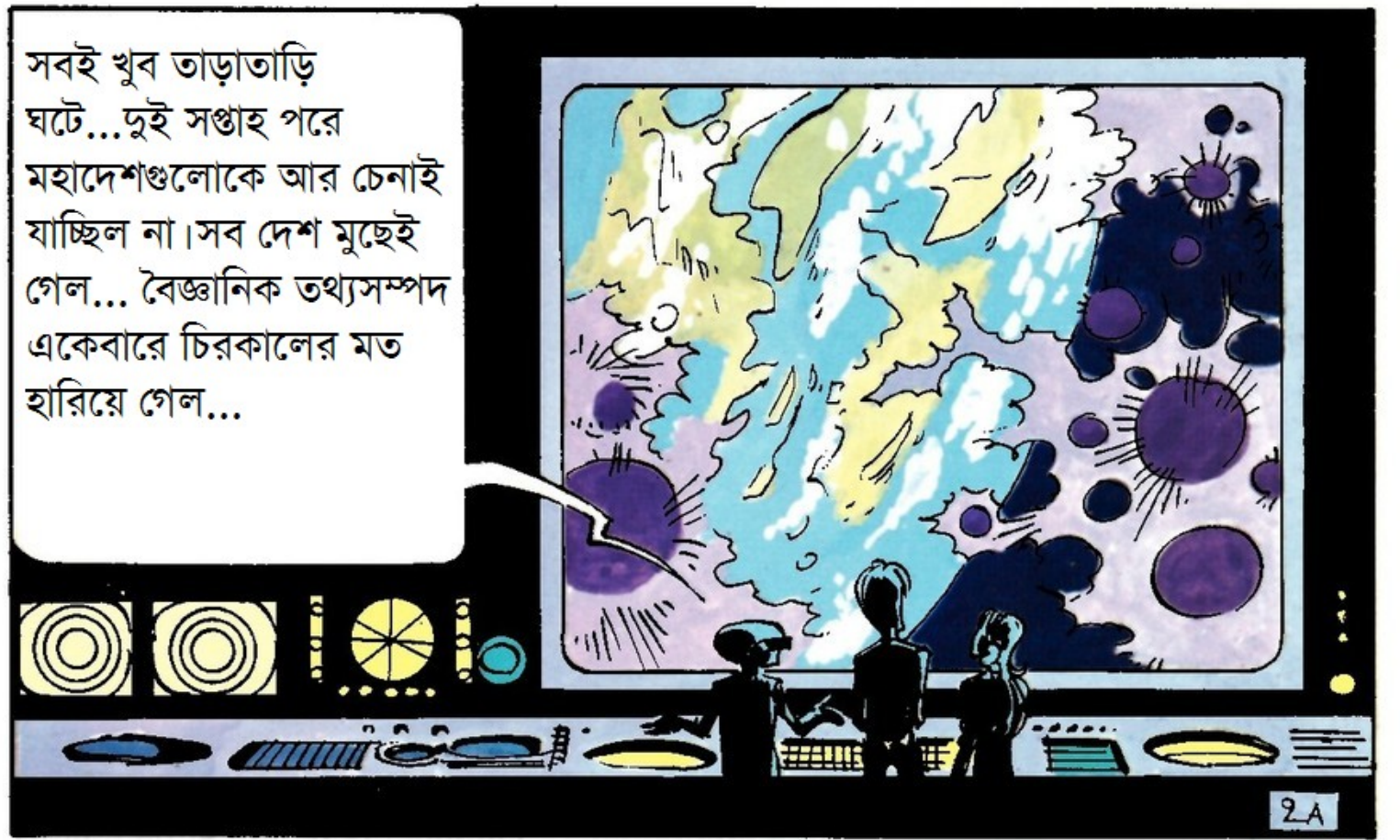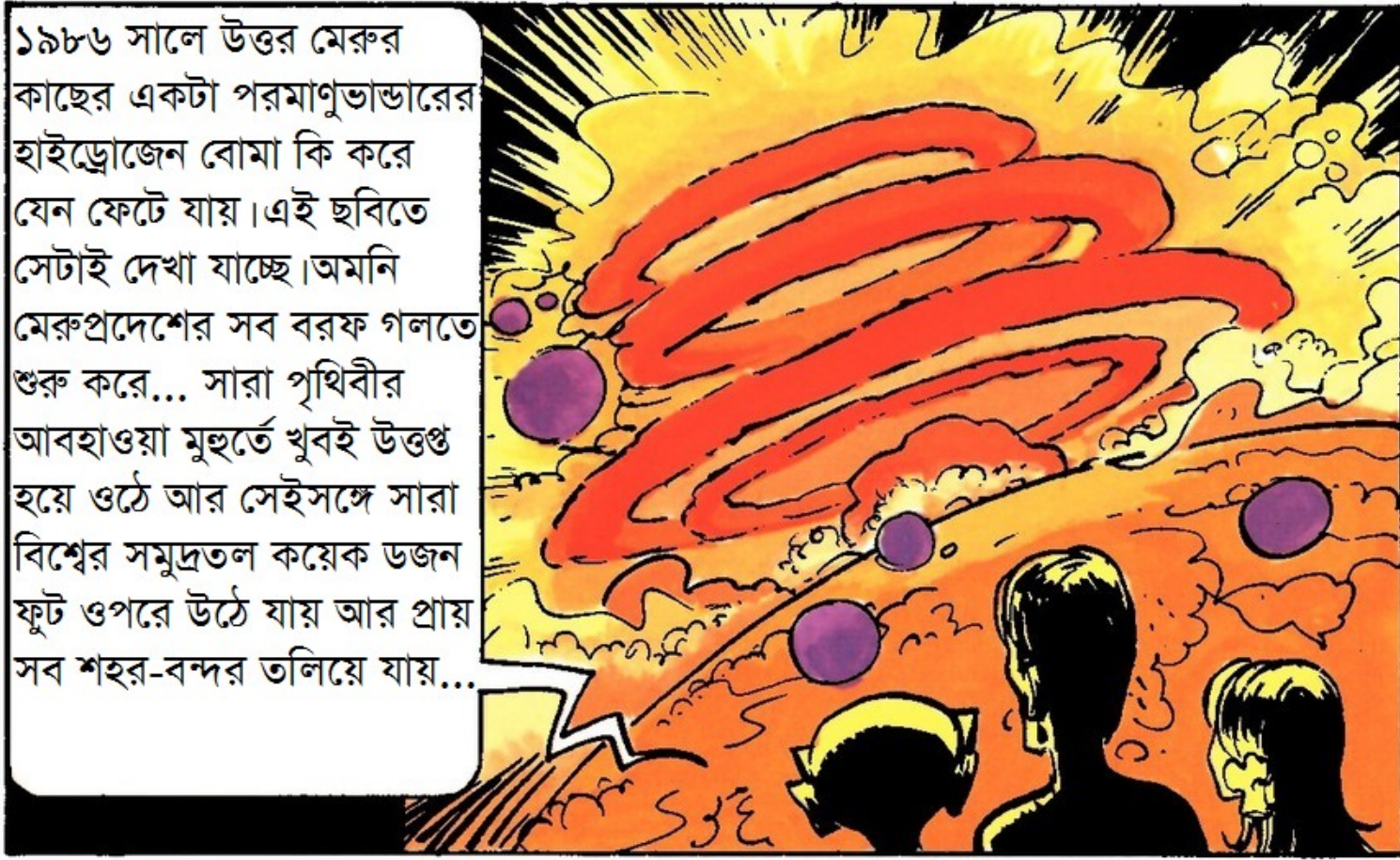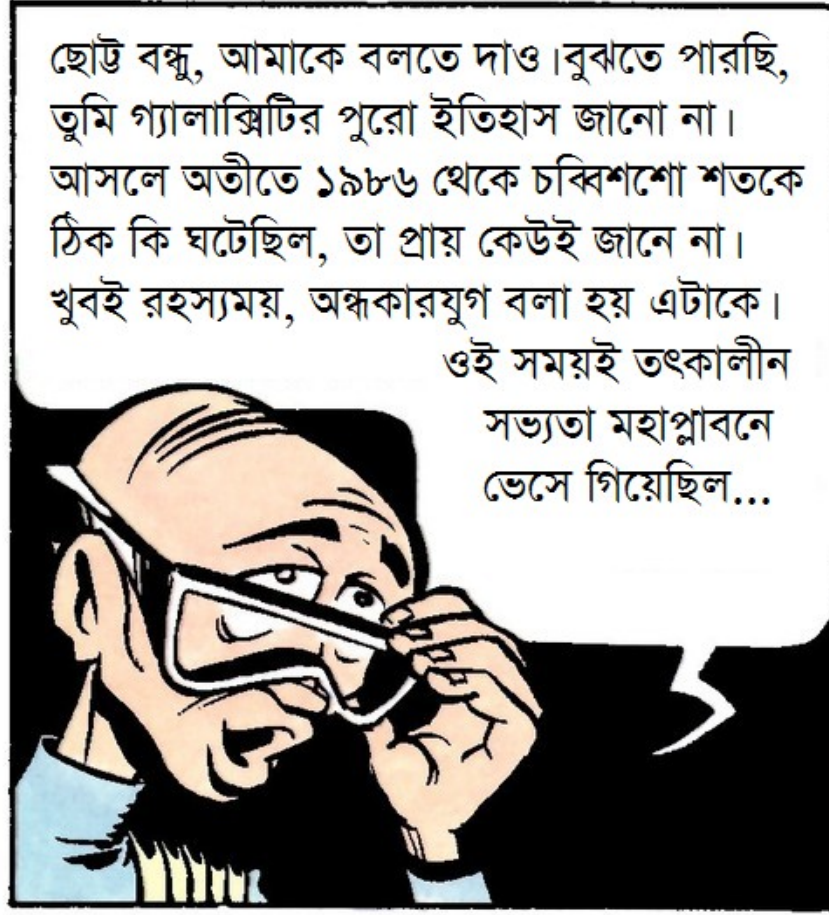
এবং চটজলদি প্রস্তুতি নিয়ে, মুহূর্তের মধ্যে কয়েক শতাব্দী পেরিয়ে ভালেরিয়ানের সময়যান পৌঁছে গেল...
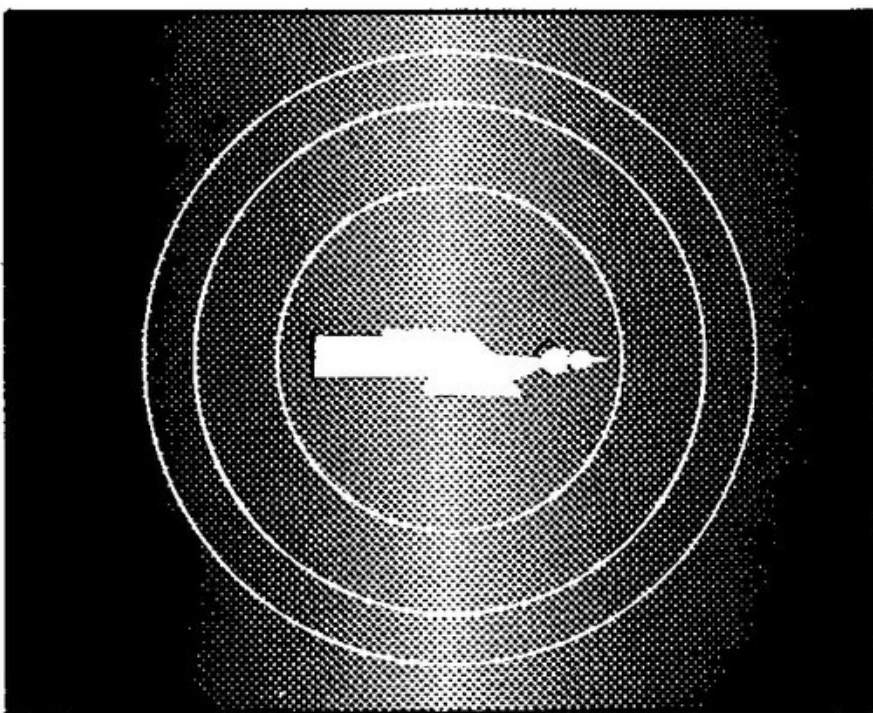
...নিউ ইয়র্ক,১৯৮৬ সালে।
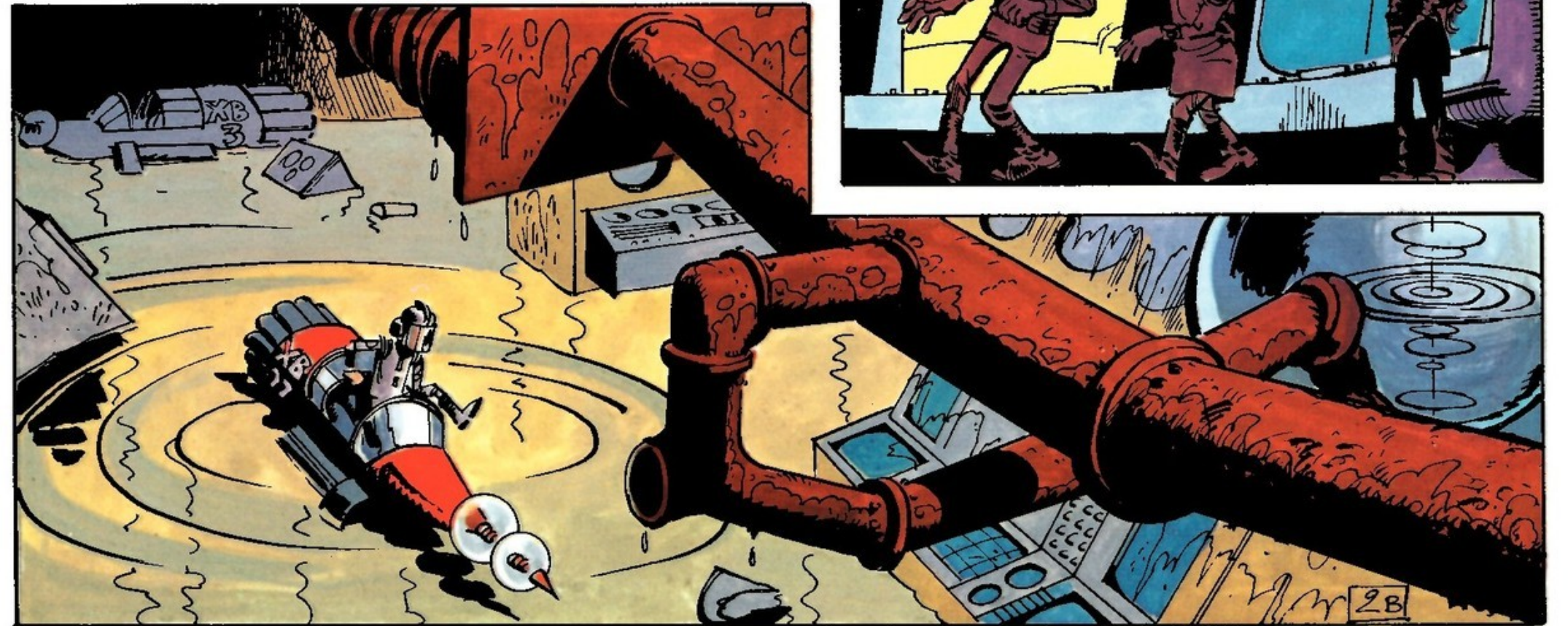
আহা, এখনও রিলেগুলি মাছের চৌবাচ্চা হয়ে ওঠেনি, তবে সেটা হতে আর দেরী নেই দেখছি।আমাকে এখনই বাইরে বেরোতে হবে...

বুউম
সবকিছুই ভিজে স্যাঁতসেতে হয়ে পচে গেছে। আশ্চর্য হচ্ছি, এই শব্দটা আসছে কোত্থেকে...
BOM

!?!
আঃ চমৎকার! রিলে স্টেশন বানানোর কি মোক্ষম জায়গা! এখন আমি বাইরে যাব কি করে? বুদ্ধি খাটাতে হচ্ছে।

এই রে! মুর্তিটা ভেঙ্গে পড়ছে!
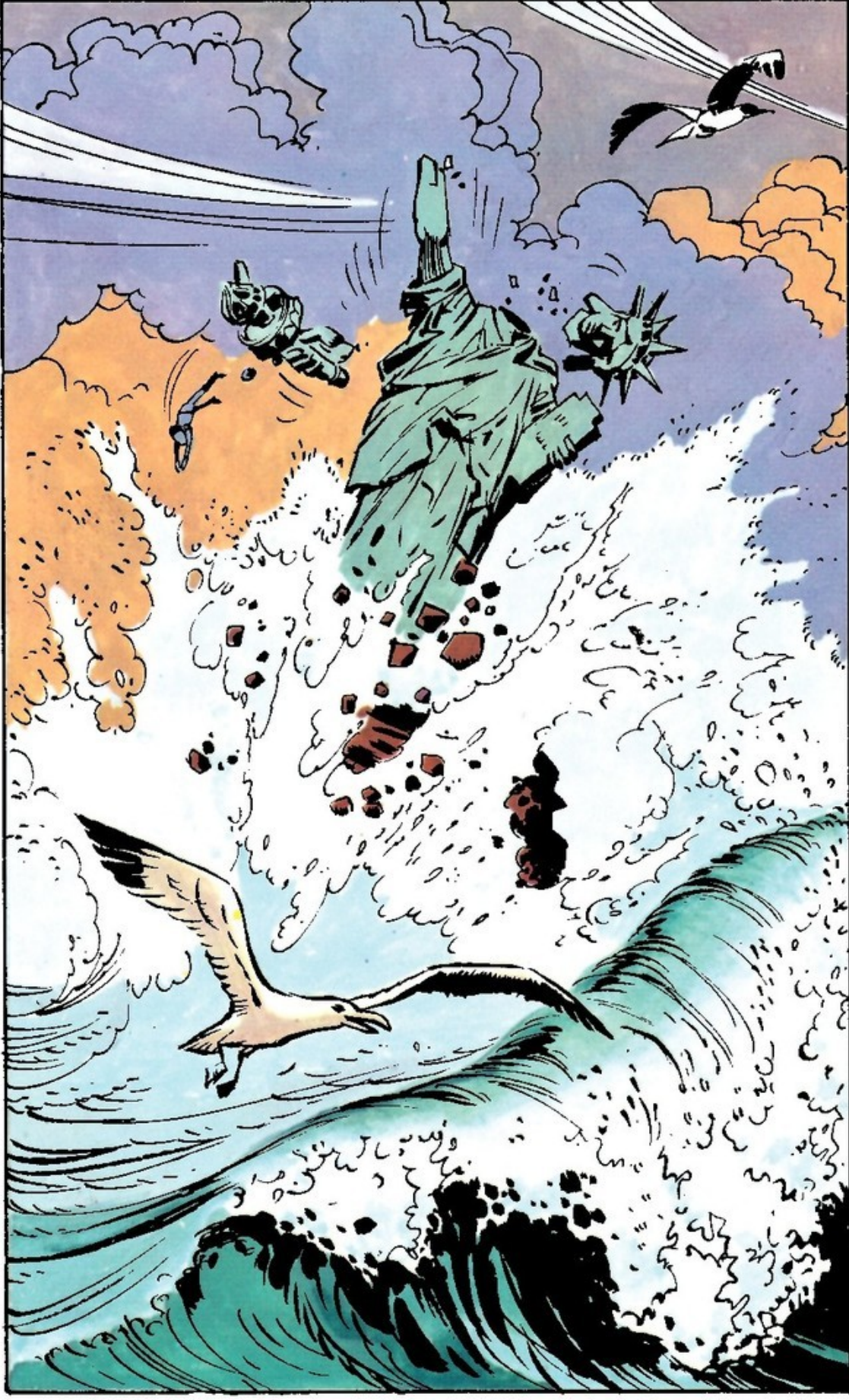
প্রবল জলের আঘাতে অজ্ঞান ভালেরিয়ান নিজের স্যুটের জীবনদায়ী ব্যবস্থাগুলির কল্যানে জোর বেঁচে গেল।
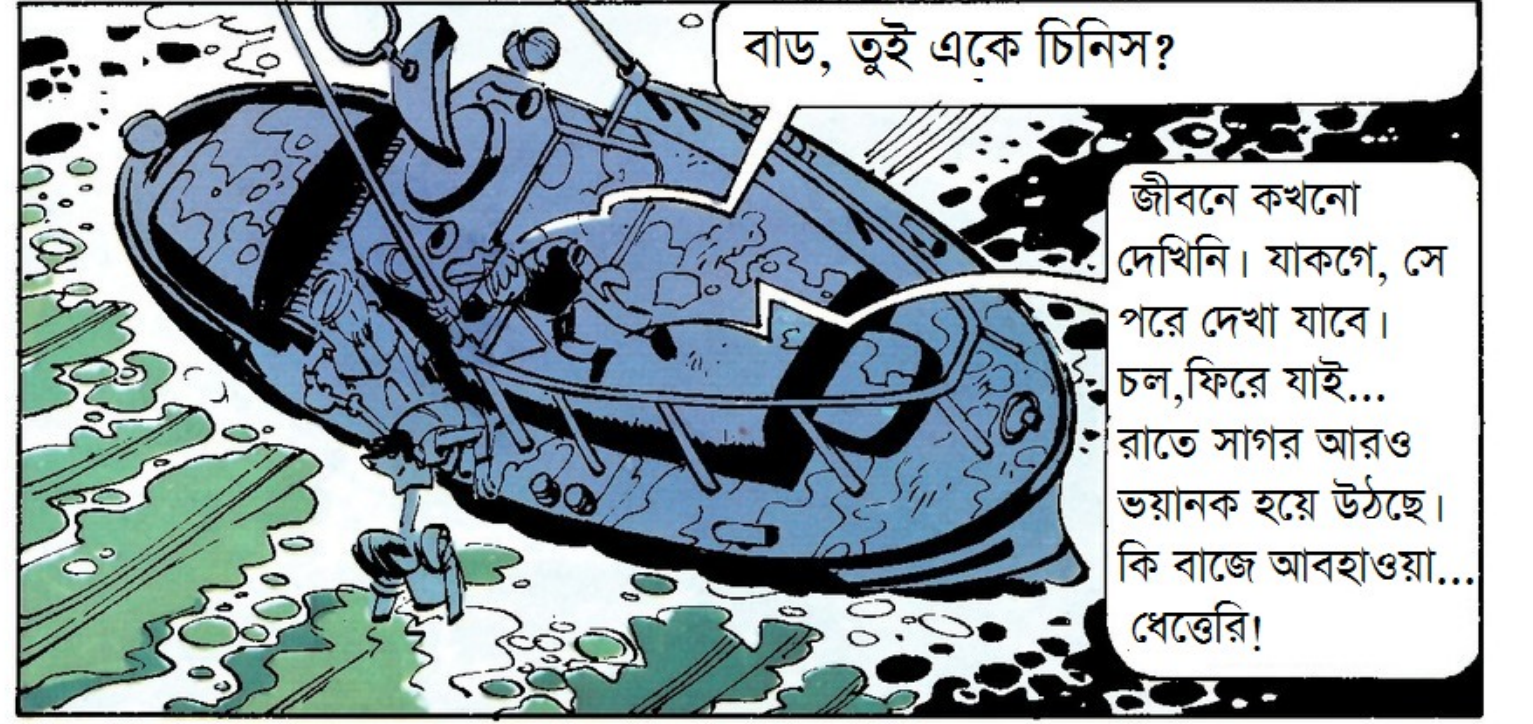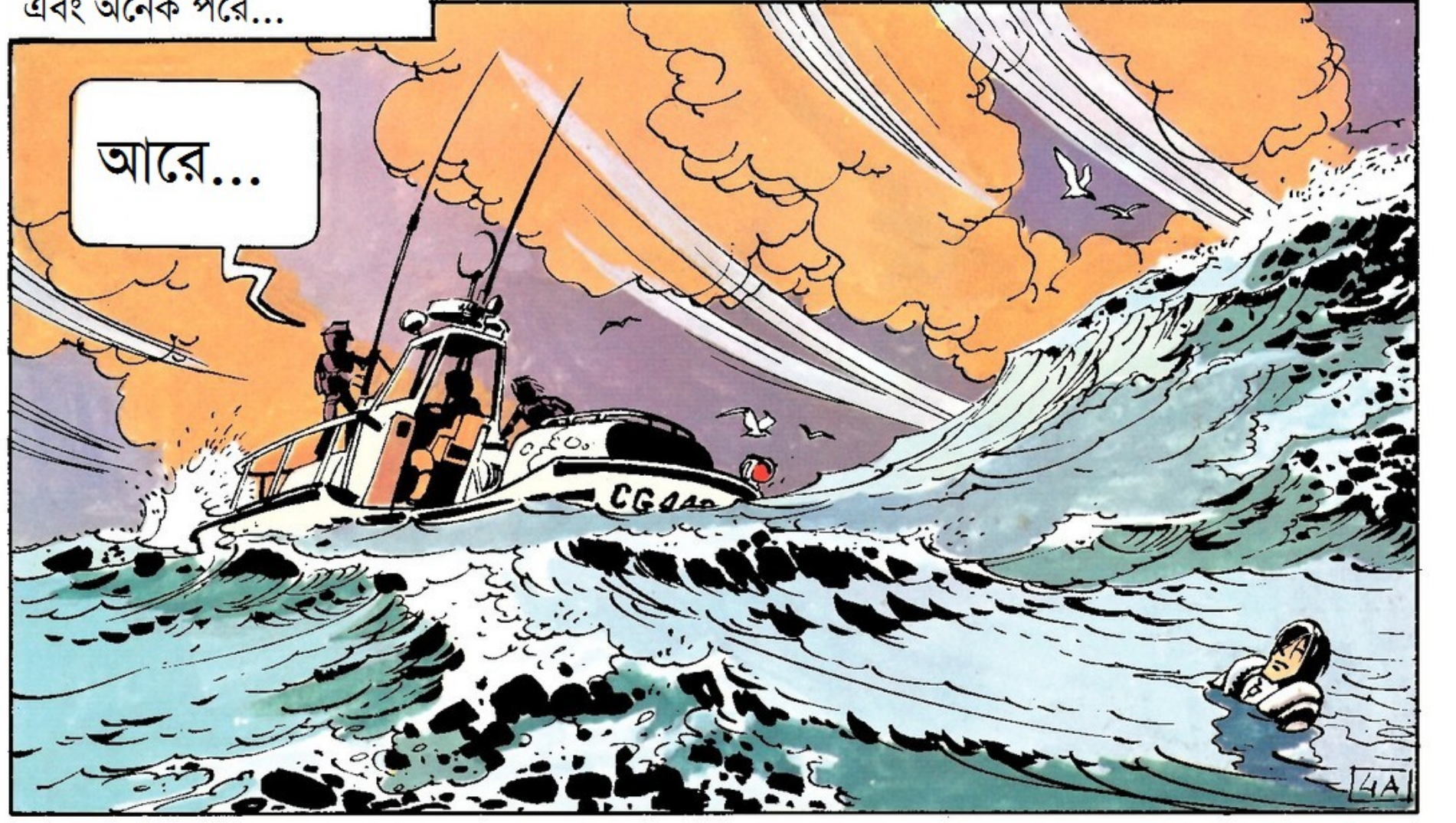
এবং অনেক পরে...

নিউ ইয়র্কের জলমগ্ন রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে লঞ্চটা এই চরম গরমে বেড়ে ওঠা গাছ-গাছালির মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল...
BA

আলফানসো, ওকে বারো তলার ভাঁড়ার ঘরে বেঁধে রেখে এসো।.. ওকে পরে দেখব।কাজ খতম করতে হলে দুমিনিটের মধ্যেই আমাদের বেরোতে হবে...
ঠিক আছে,বাড, আমি এখনই আসছি!
MACY'S
store
5A

পরে...

ও... কি হয়েছিল? ও হ্যাঁ... মুর্তি ভেঙ্গে পড়ল্...ঝাঁপ দিলাম...আর এখন এই আবর্জনার মধ্যে বন্দি...
UP

Coke
COMPANY
EXIT
নিশ্চয়ই কোনো দোকানের খাবার-দাবার বিভাগ...সবই তো আবর্জনা হয়ে গেছে!

কে আমাকে এখানে ফেলে রেখে গেল? আমাকে বেরোতেই হবে...

একটু ধৈর্য্য ধর... তাহলেই কেল্লাফতে...

কয়েক মিনিট পরে...

এই তো হয়ে গেছে! আর মনে হচ্ছে ঠিক সময়েই--কেউ আসছে যেন...
5B

কয়েক মুহূর্ত পরে...কয়েক তলা নীচে...

দুই তলা উপরে...

ওকে গুলি কর!
BRATATATATA
TA
ATATATAC
PiUW
PAC
PiUW
PiUW
ATATAC
PiUW
PAW
CRASH
ছাদ! ছাদ দিয়ে পালানোই ভাল হবে!
that's good
Pop
ENJOY A REAL

ছাদের উপর গজিয়ে ওঠা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে ভালেরিয়ান পালাতে পারল বটে, কিন্তু...
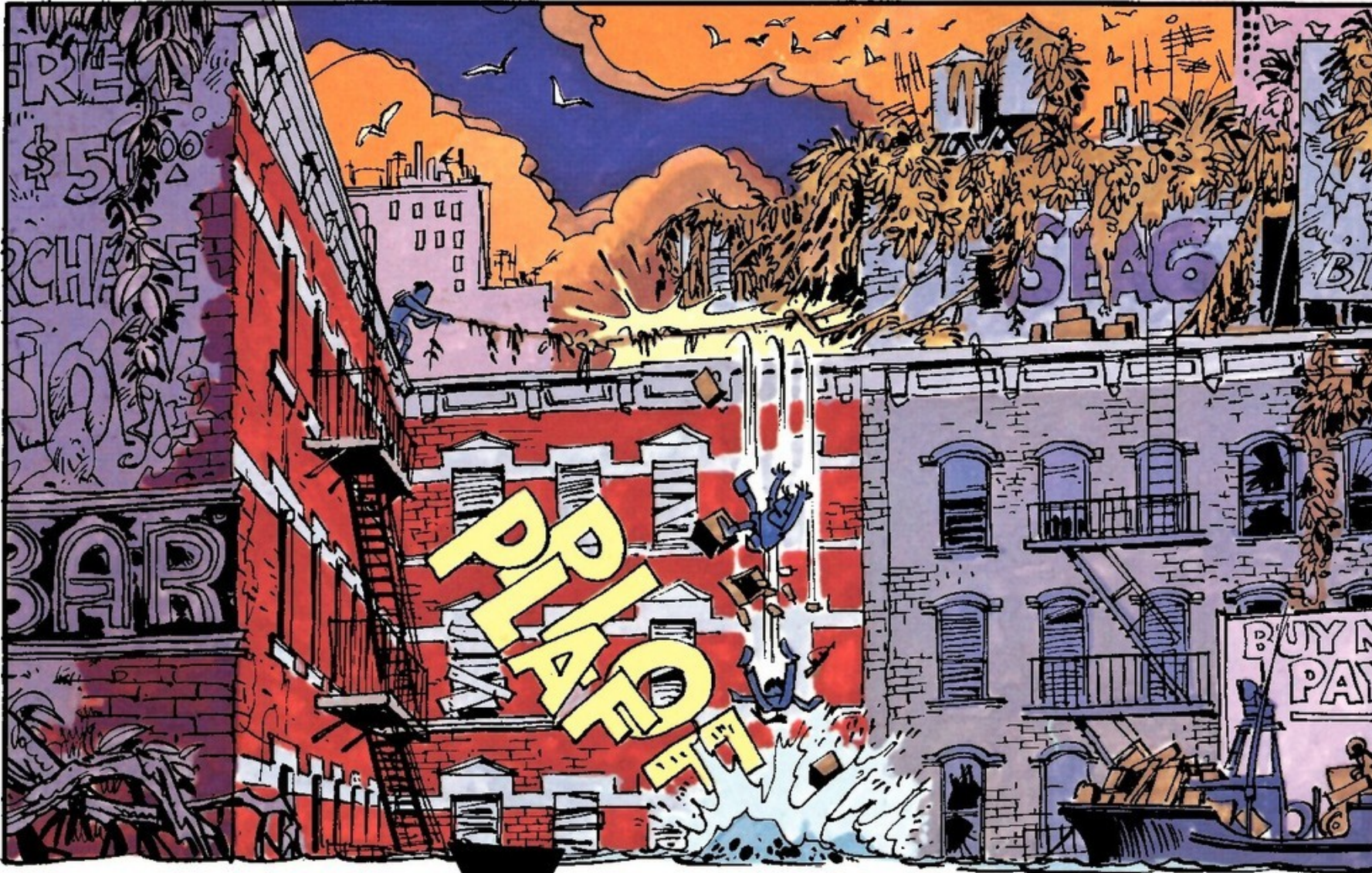
আমার বন্দুক হারিয়ে গেল! কিন্তু আমি এত সহজে হারব না।

আলফানসো, আমাদের আরও দলবল ডাকাই বেশি ভাল।

কিছুক্ষন পরেই...

বেশ হয়েছে! আজকের মত যথেষ্ট করেছি! কাজের কাজ কিছুই হল না।যমবুলের টিকিরও দেখা নেই। গোটা শহরটা জনশূন্য।যারা আমাকে ধরেছিল, তাদের কথা বাদ দিলে...এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংও যেন মৃত।আরে...এটাই তো মধ্য শহরতলির সবচেয়ে উঁচু বাড়ি...মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।

৪B
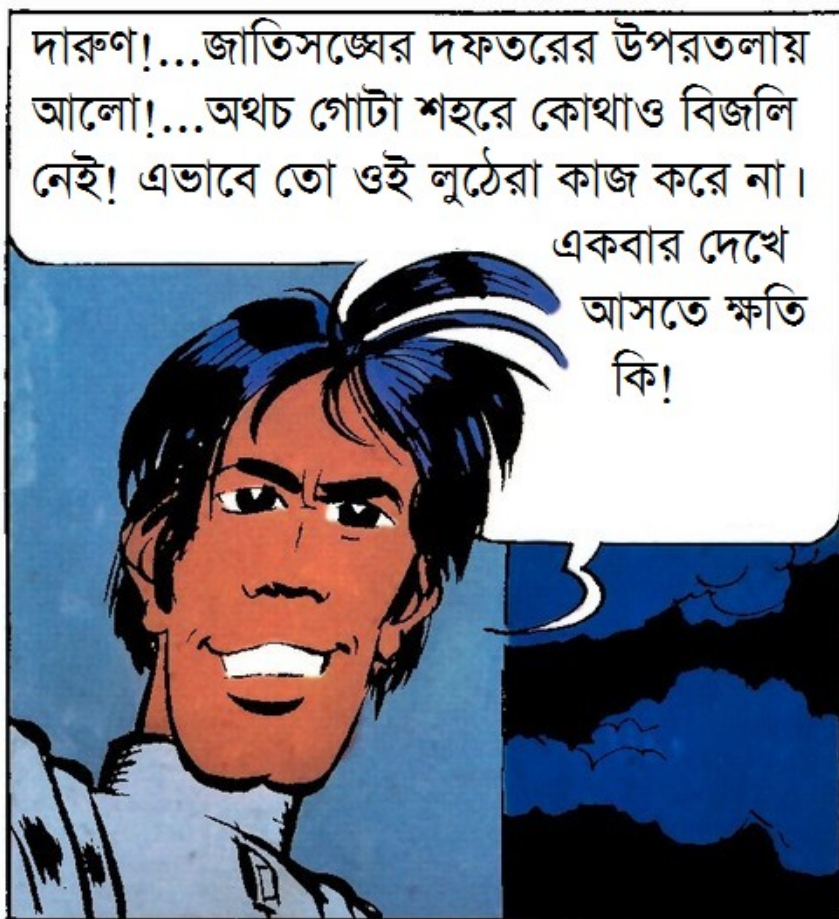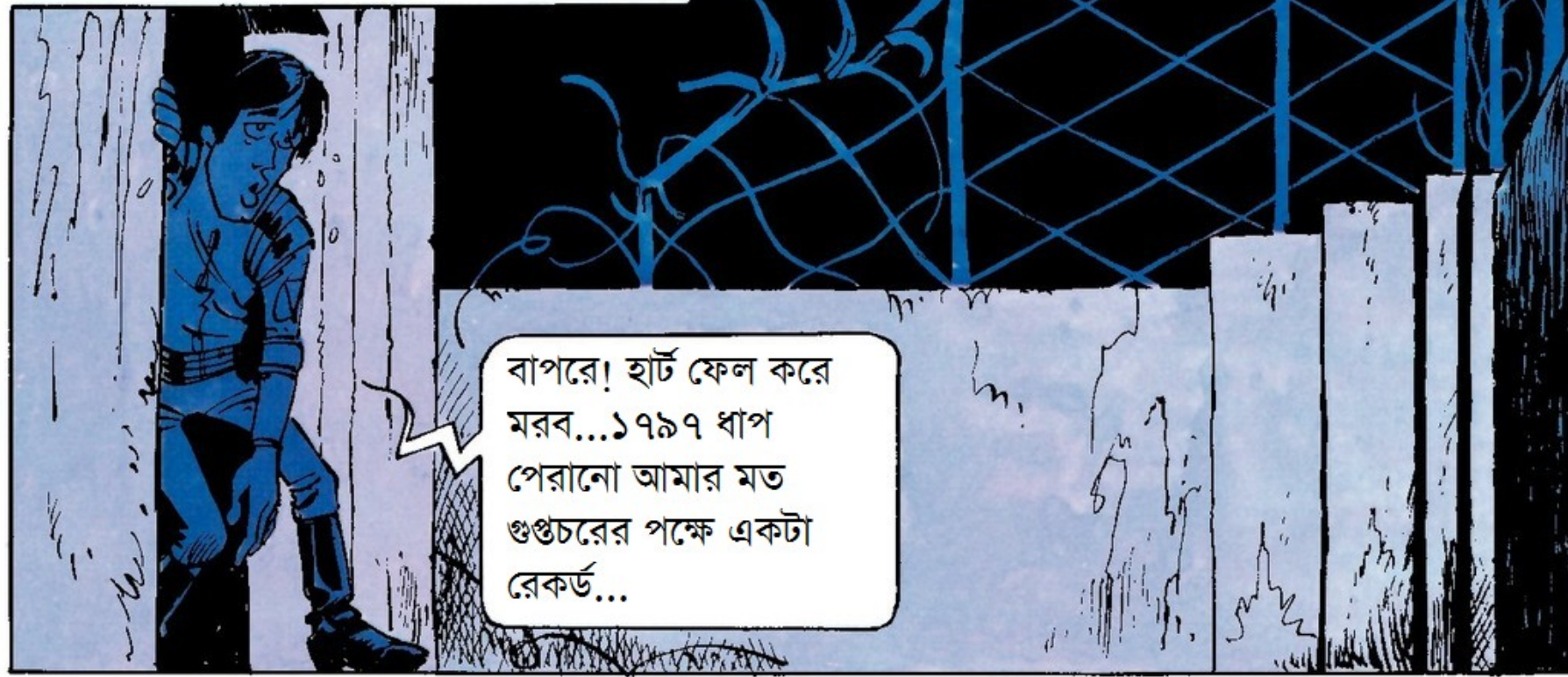
কিছুক্ষন হন্য হয়ে এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজি করার পর...

...মনে হচ্ছে সভাপতির গদিটা বেশি নরম হবে!

your "86" hevy
CRACK
এবার চাই দাঁড়! ঠিক আছে, এতেই হবে! বেরিয়ে পড়ি।

ONE W

এই তো, জাতিসঙ্ঘের কাছে এসে পড়েছি...

এবার যে তলায় আলো দেখেছি সেখান পর্যন্ত উঠতে হবে।
CLiNG

পরে...
এবার মাত্র ৬০৭টা ধাপ! কিন্তু এতেই হার্টফেল করব। যাই হোক, কষ্ট বিফলে যাবে না নিশ্চয়! ওই তো, ওখান থেকে আলো আসছে...
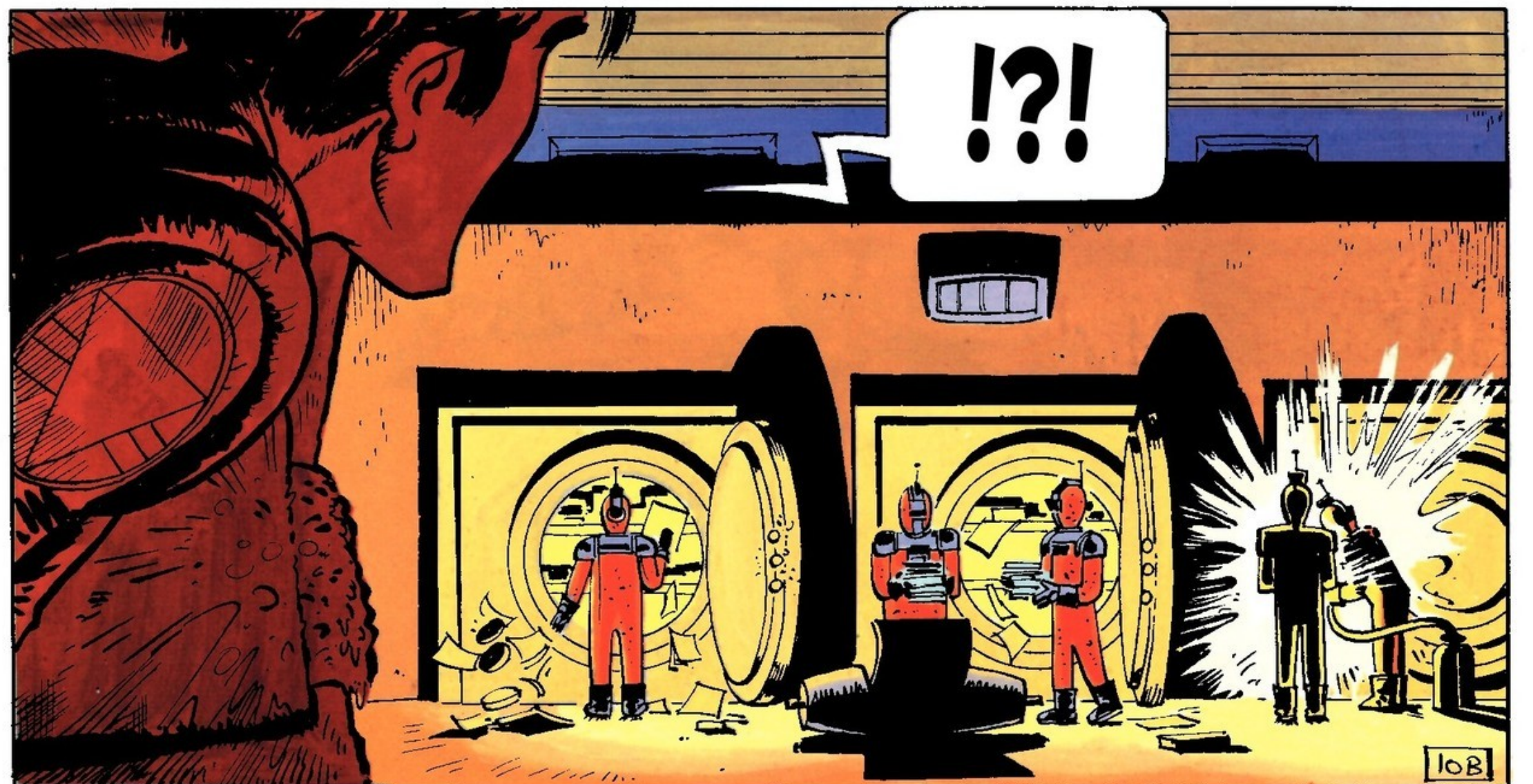
জাতিসংঘ
বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাগার
প্রবেশ নিষেধ

!?!
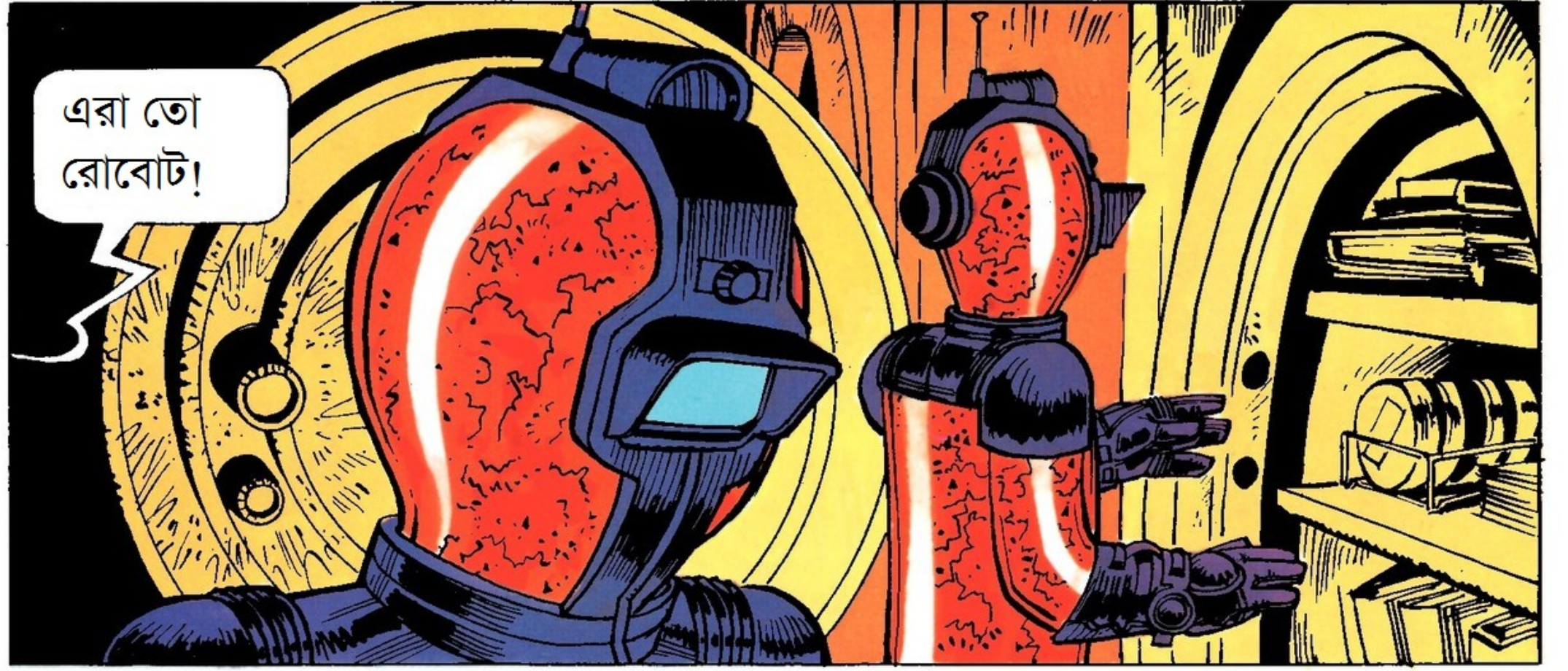
এবং শীঘ্রই...
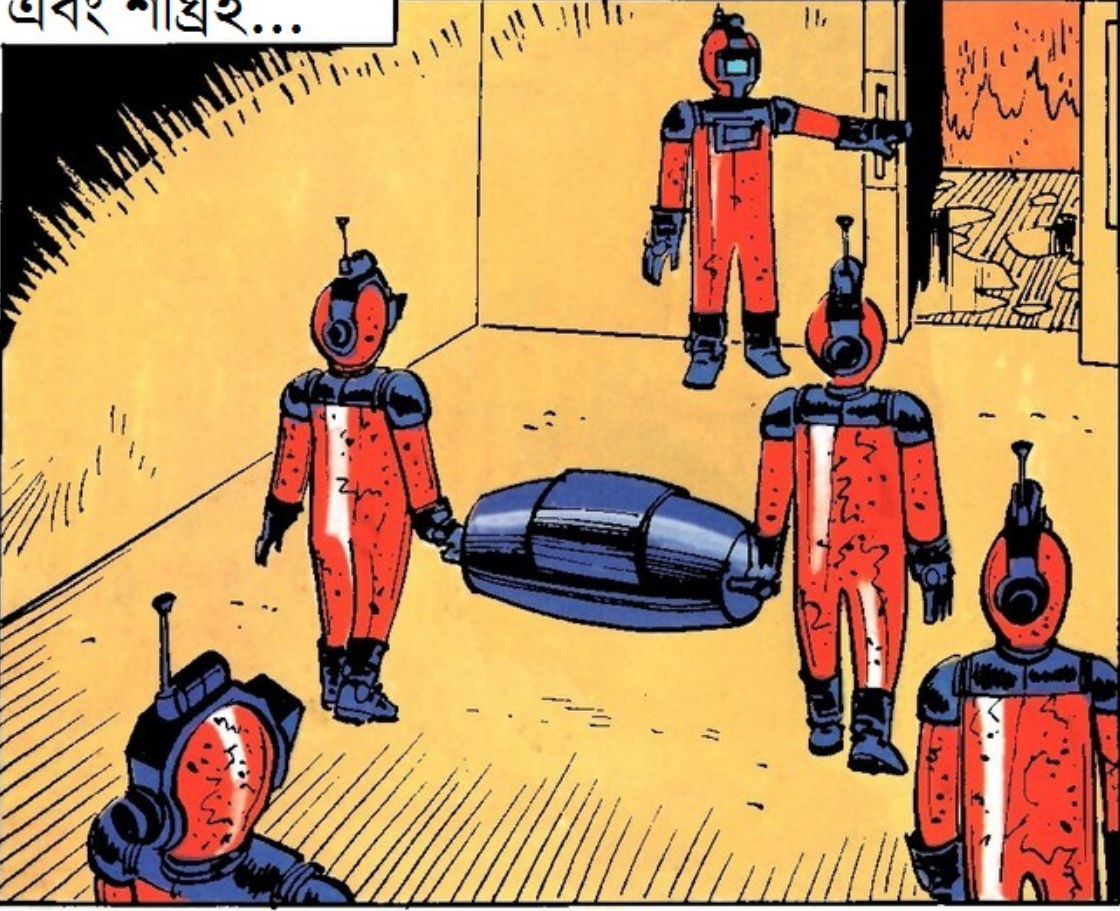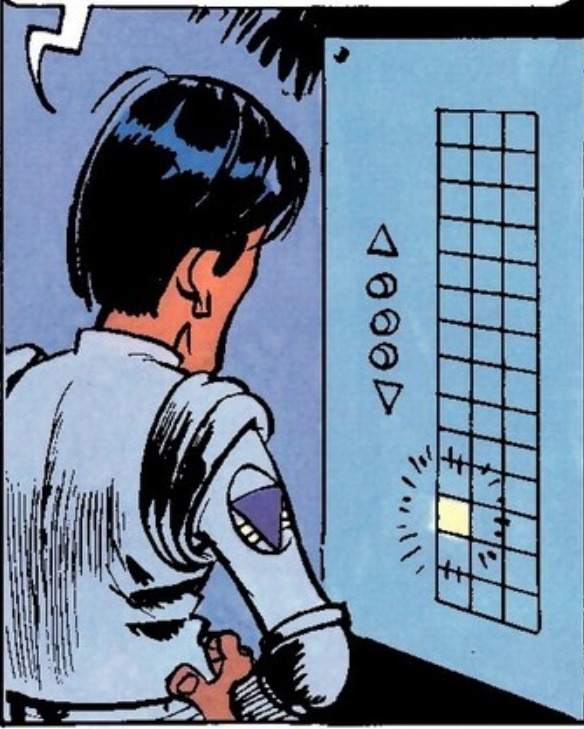
এখন একটাই করার... ডুবুরির পোশাক জোগাড় করে জলের নীচে গিয়ে দেখে আসা যে ওরা যায় কোথায়! জানি না যমবুল এর পিছনে আছে কিনা, তবে ব্যাপারটা বেশ সন্দেহজনক...

পরে...
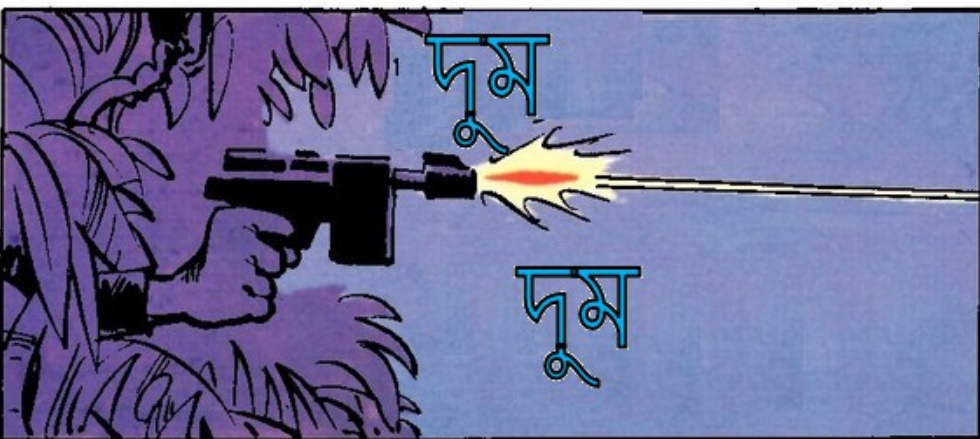
লঞ্চ যখন সেন্ট্রাল পার্ক হয়ে পাঁচ নম্বর বড় রাস্তার দিকে যাচ্ছিল, তখন সুর্য উঠছে...

সকালবেলায়... লুটেরাদের সদর দফতর...গ্রান্ড প্লাজা হোটেলে...

হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে দিন কাটছে।তাপমাত্রা চরম হারে বাড়ছে।একটানা বৃষ্টি মাঝে মাঝে থামলেও জলস্তর বেড়েই চলেছে...

সেদিন বিকালে...

একটু পরেই সেন্ট্রাল পার্কের গাছগাছালির মধ্যে দিয়ে ডিঙি এগোল...
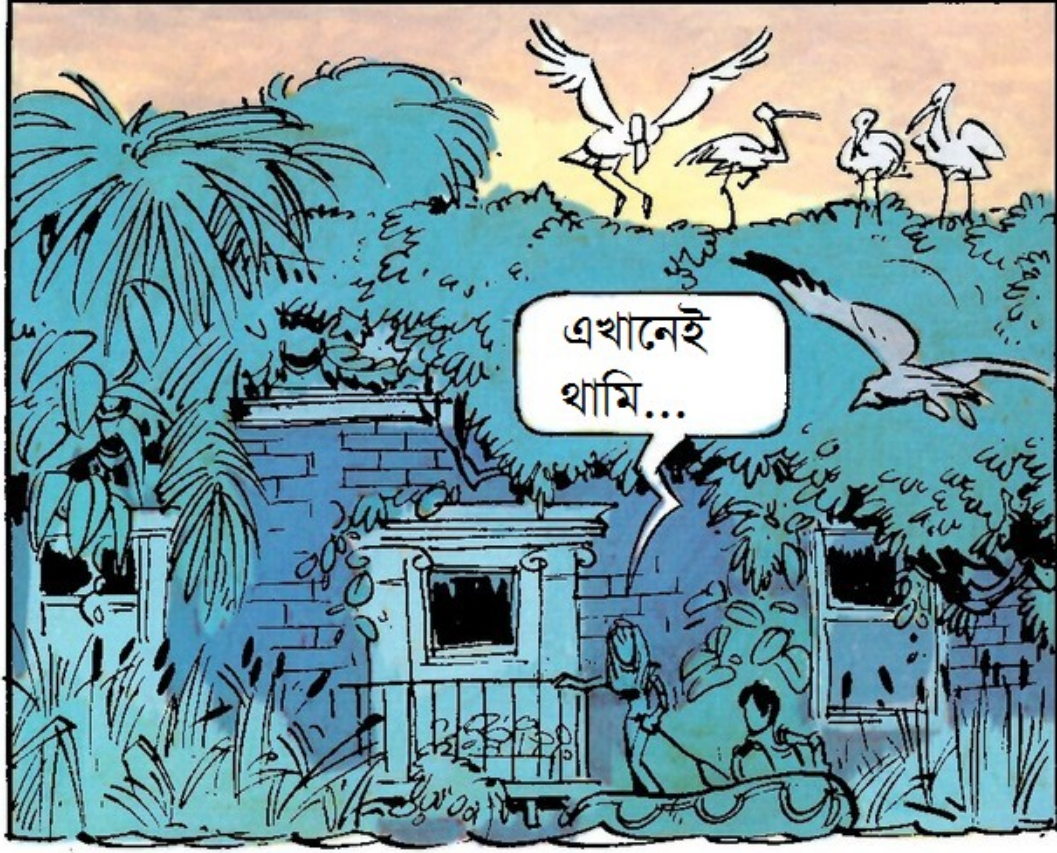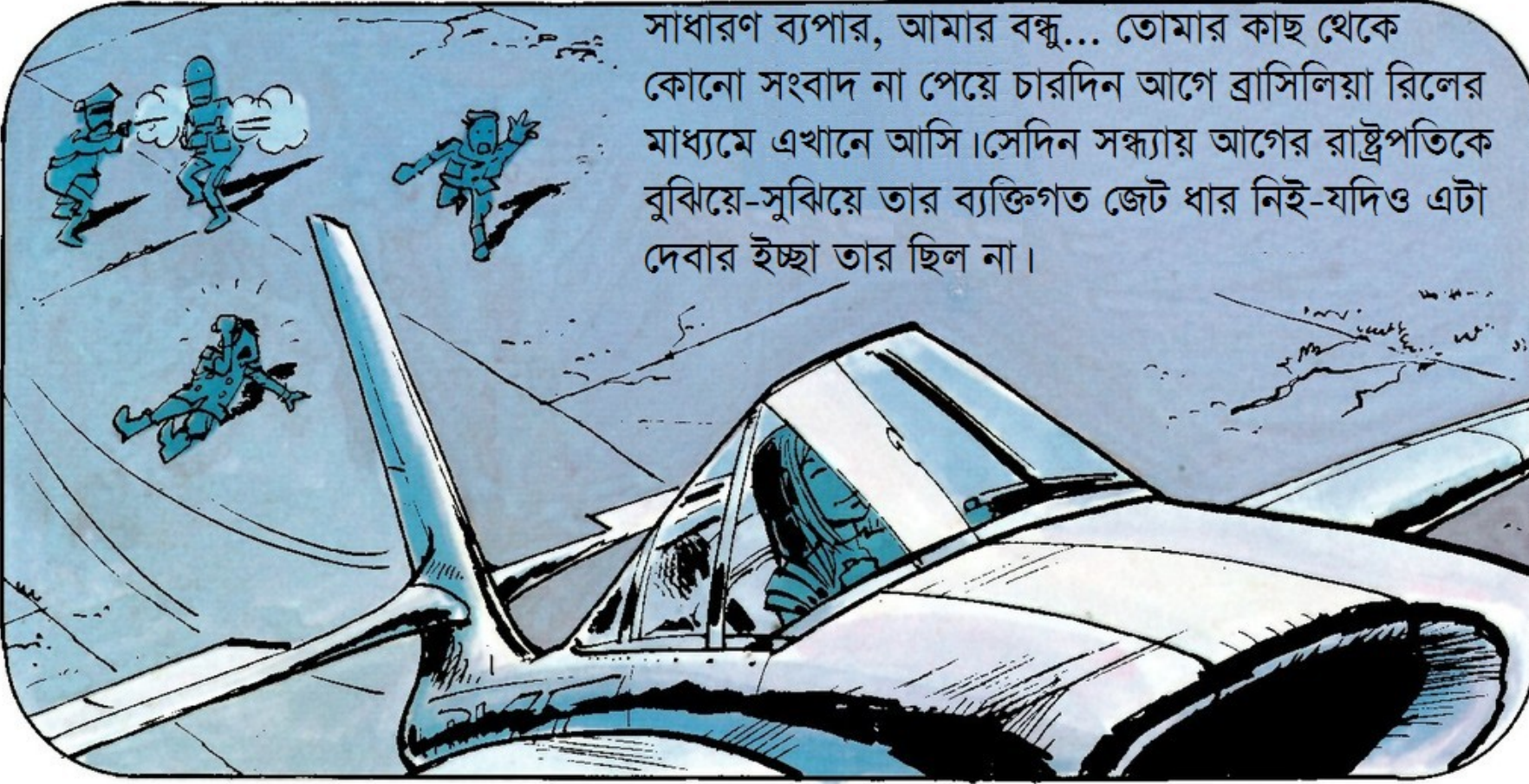
পরে, ম্যানহাটানের আরও দক্ষিনে...

এখানে এসে নিউ ইয়র্কের এক গ্রাম্য এলাকায় প্লেনটা লুকিয়ে রাখি... একদিন লাগল অবস্থা বুঝতে, দুদিন লাগল তোমাকে খুঁজে বের করতে আর সঠিক সময়ের অপেক্ষা করলাম - তারপর এই এখানে আমরা...

কয়েকটা টিনের কৌটো ফাঁকা করার পর...

যখন প্রথম সুনামি আঘাত হানবে,ওরা সবাই ওখানেই থাকবে আর যা কিছু বাঁচানো সম্ভব, বাঁচাবে। এই মুহূর্তে তাদের বড় ভয়, সব বৈজ্ঞানিক তথ্যভান্ডার চিরকালের মত হারিয়ে ফেলেছে। কিছু কিছু বিষয়ে তো আবার নতুন করে শুরু করতে হবে।

একমাত্র সেই যার বুদ্ধি আছে, বিজ্ঞানের শক্তি আছে যার কাছে। আর আমি নিশ্চিত, একমাত্র যমবুলেরই ক্ষমতার লোভ আর অধিকারের বাসনা রয়েছে-পৃথিবীর ইতিহাস পাল্টাতে হলেও সে পিছপা হবে না,তাই না?

হা হা হা!

বিদ্রোহী! কি ঝুঁকি নিয়েছ, তা তুমি জানো? ...বলে যাও! ভালো লাগলে ভাল, নইলে...হা হা হা!

পরে...

শুনলাম! এখন, তোমার কি প্রস্তাব?

এটাই : জল বাড়ছে।শীঘ্রই তোমাকে নিউ ইয়র্ক ছেড়ে যেতে হবে, যেখানেই যাও, তোমার ধনসম্পত্তির ভবিষ্যৎ কি? কেউ তো কিনতে বা বেচতে পারবেই না...

নেতা হয়ে থাকতে হলে, তোমাকে অন্যের চেয়ে বেশি জানতে হবে।যাদের কথা তোমাকে বললাম, তাদের খুঁজতে আমাকে সাহায্য কর। অন্য সব বৈজ্ঞানিক রহস্য জানতে আমার কোনো আগ্রহ নেই। এক কথায় বলতে গেলে, শক্তি তুমি নাও, যাকে আমি খুঁজতে চাইছি, তাকে নেব আমি।

তাহলে, চুক্তি হয়েই গেল! আমাদের অস্থায়ী দলের নামে পানীয় হয়ে যাক।আমি নিজে তোমাকে সাহায্য করব!

পরদিন সকাল, জাতিসংঘ ভবনের সামনের...

নৌকা নিয়ে ঘাটিতে ফিরে যাও।আমি সাঁতরে ফিরব!

এখানেই থেমো, আমি বৈঠকখানা দেখেই আসছি...

লিফট এখানে আর বাহির চিহ্ন জ্বলছে - মনে হয় ছোট কোনো জেনারেটর এর সঙ্গে লাগানো আছে...
EXIT

রাস্তার বাতি সব সবুজ হয়ে জ্বলে আছে।মনে হচ্ছে পথ দেখাচ্ছে যেন...
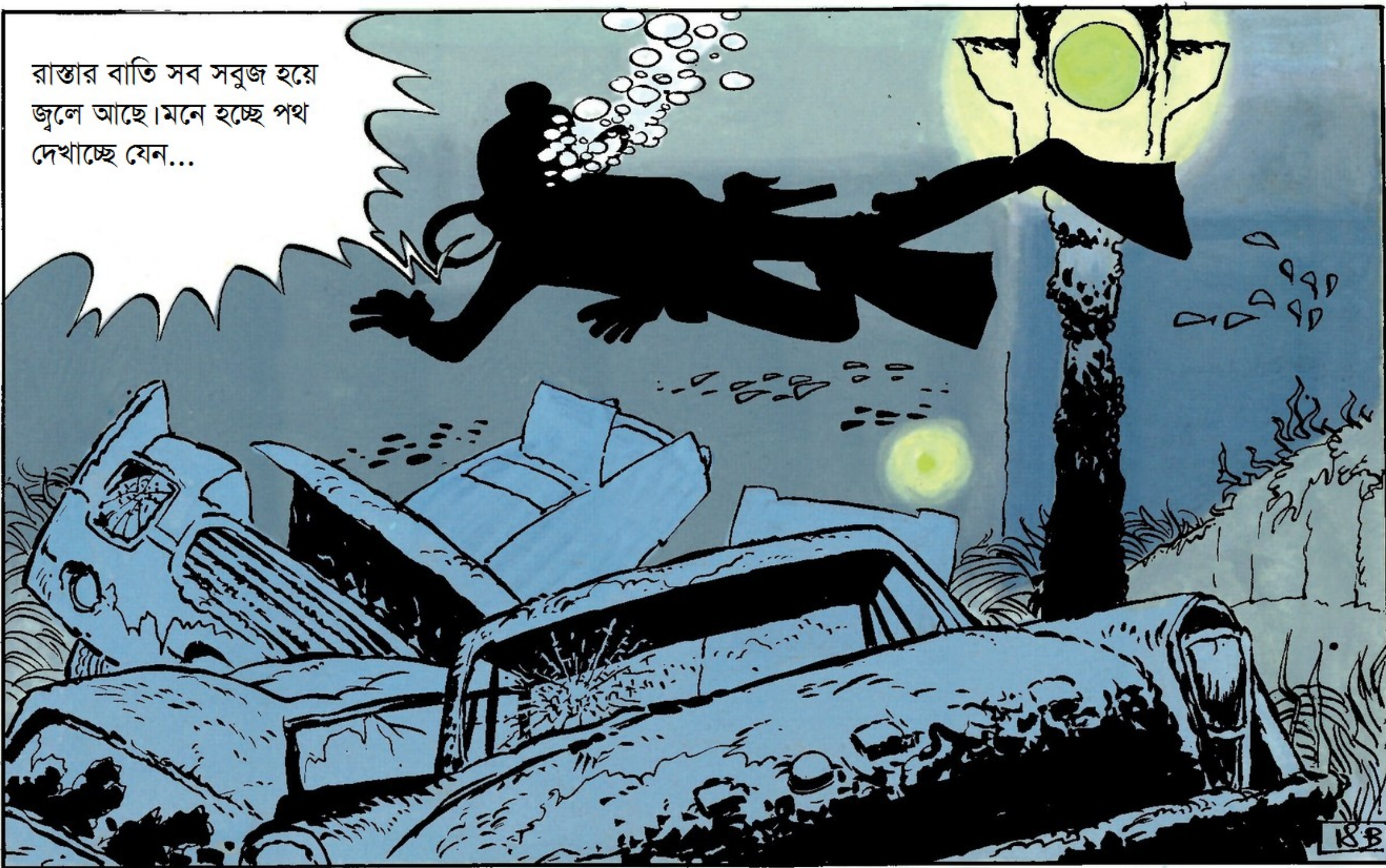
ডুবুরির ছোট্ট দলটা শান্তভাবে আলোর পথ অনুসরণ করতে লাগল...
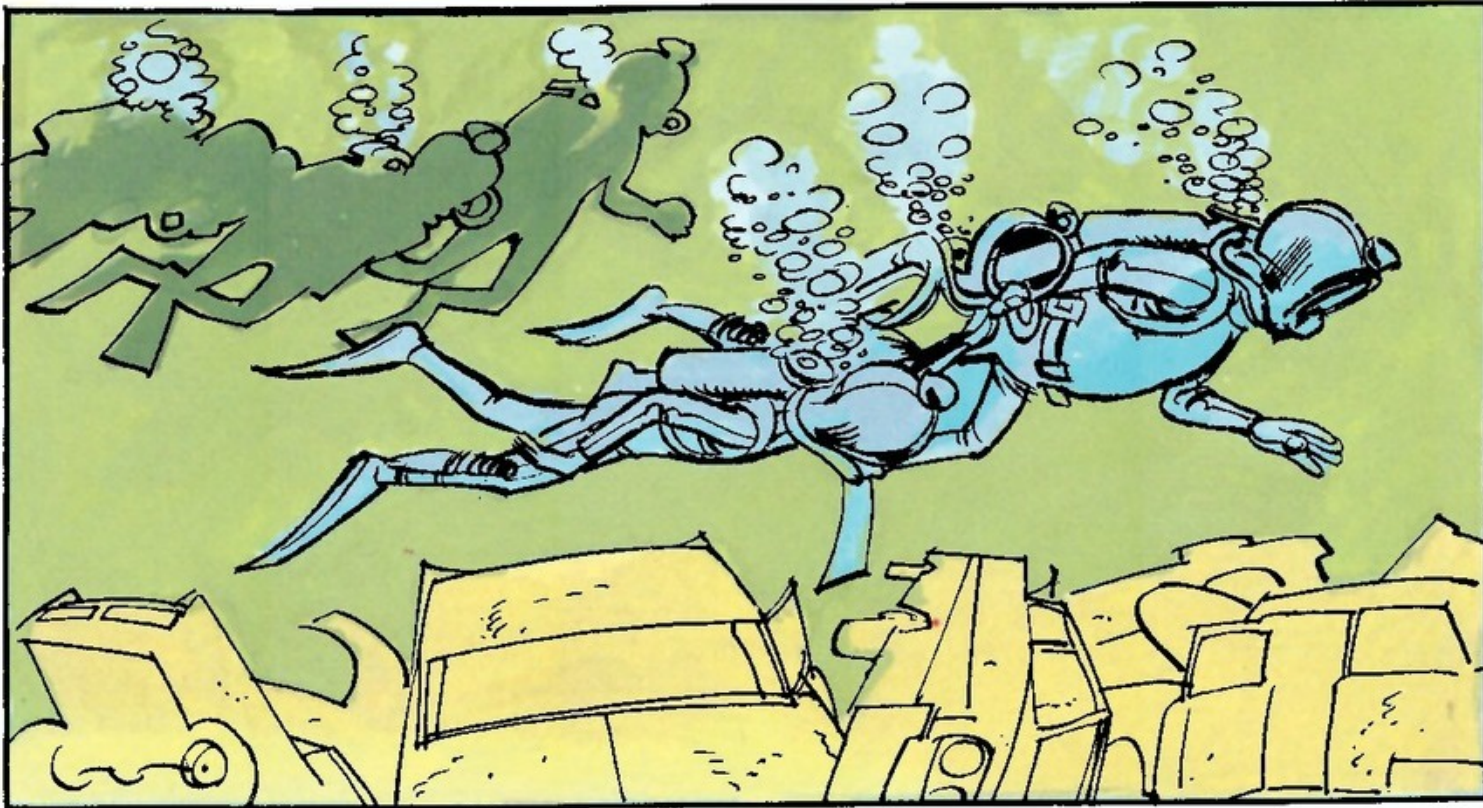
নিউ ইয়র্ক শহরের পাতালরেলের সুড়ঙ্গে চিরকালের জন্য চেপে বসা নিস্তব্ধতার মধ্যে সেই পথ একদল রোবোটের পিছনে নিরাপদ দুরত্বে গিয়ে শেষ হল।

শেষে, যন্ত্রগুলি পুরানো ঘুলঘুলির ফাঁকে উঠে গেল...

ধেত্তেরি! রোবোটগুলো কোন গলি ধরে গেল?
দুইদলে ভাগ হয়ে খুঁজি। তুমি ওই পথে যাও...
যদি একটা দল এখানে এক ঘন্টার মধ্যে ফিরে না আসে, তাহলে যে যার নিজের প্রাণ বাঁচাবে- জাহাজে ফিরে জাহাজ ছেড়ে দেবে।

সাবধানে...আমরা এখানে গুলিগোলা ছুঁড়তে আসিনি...শুধুমাত্র চোখের দেখা...

ভাল! সবকিছু এবার পরিষ্কার হয়ে যাবে।আমরা প্রায় বাইরে চলে এসেছি।

যা ভেবেছিলাম তাই! আমরা ওয়াশিংটন হাইটে। ম্যানহাটানের সবচেয়ে উঁচু জায়গা।

ওদিকে দেখ! ওরা নিশ্চয়ই ওই ভবনে গেছে!
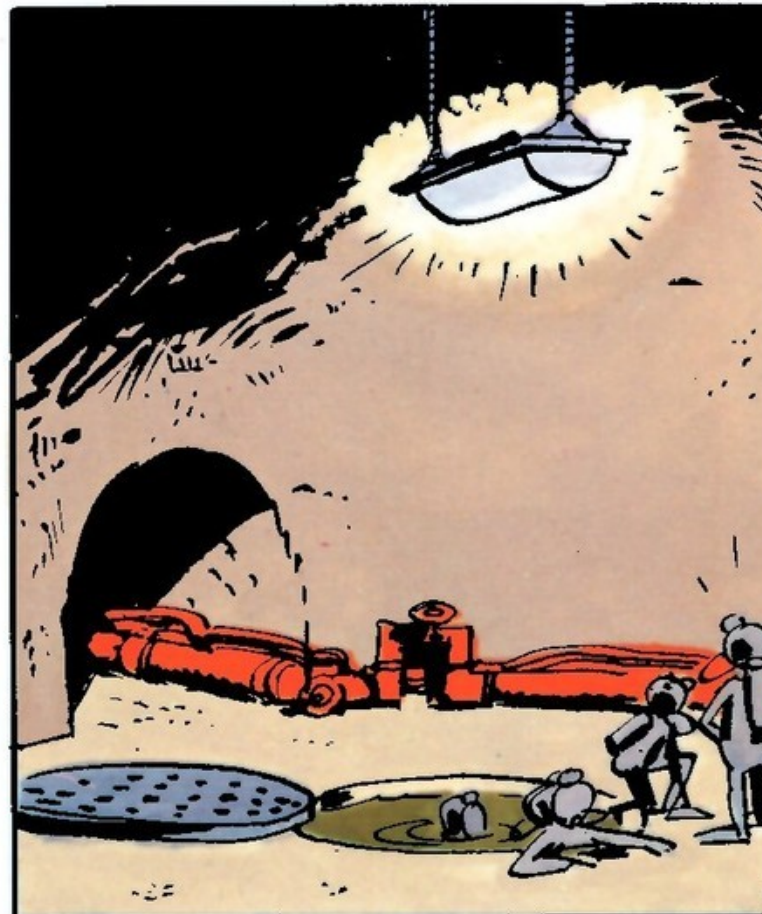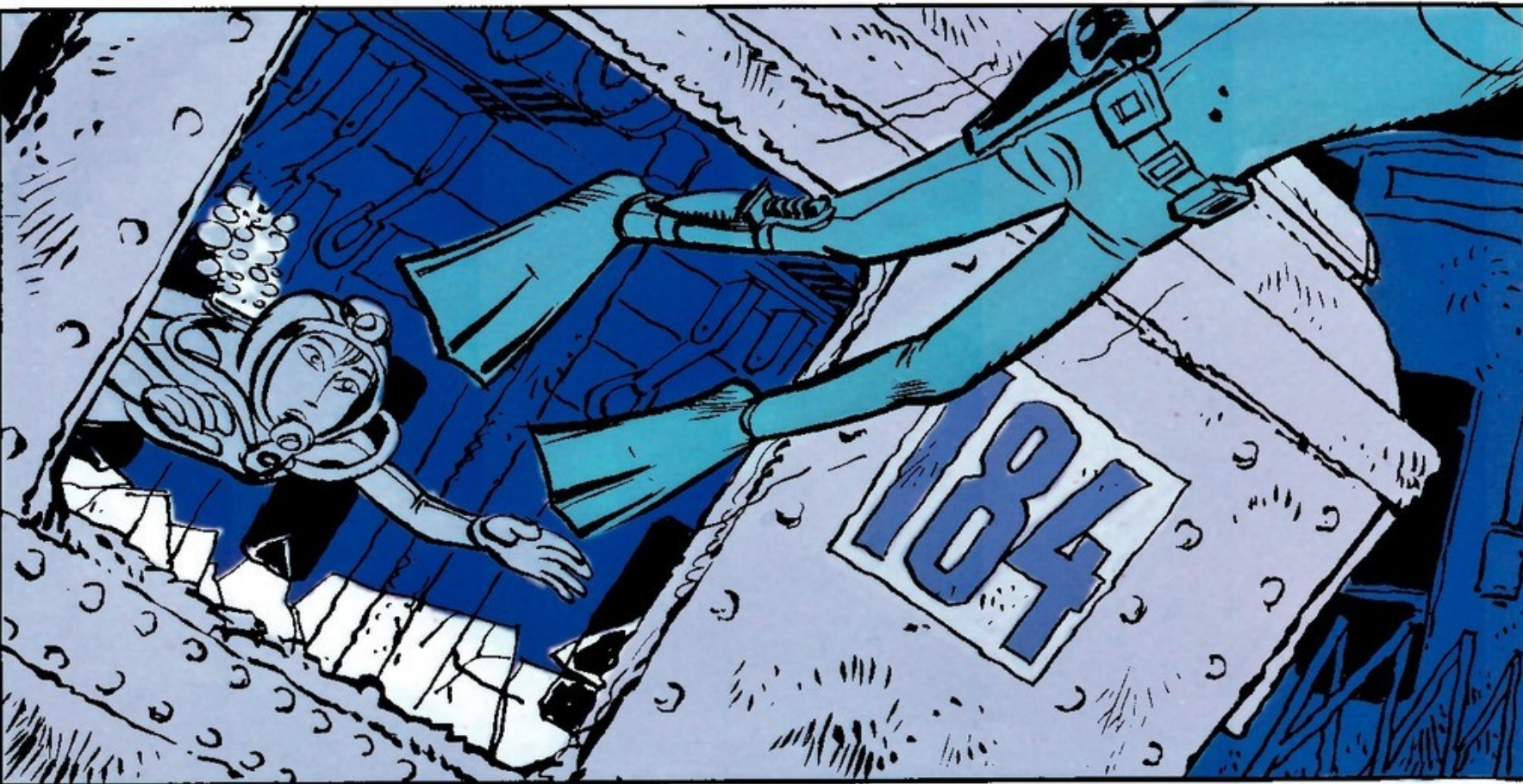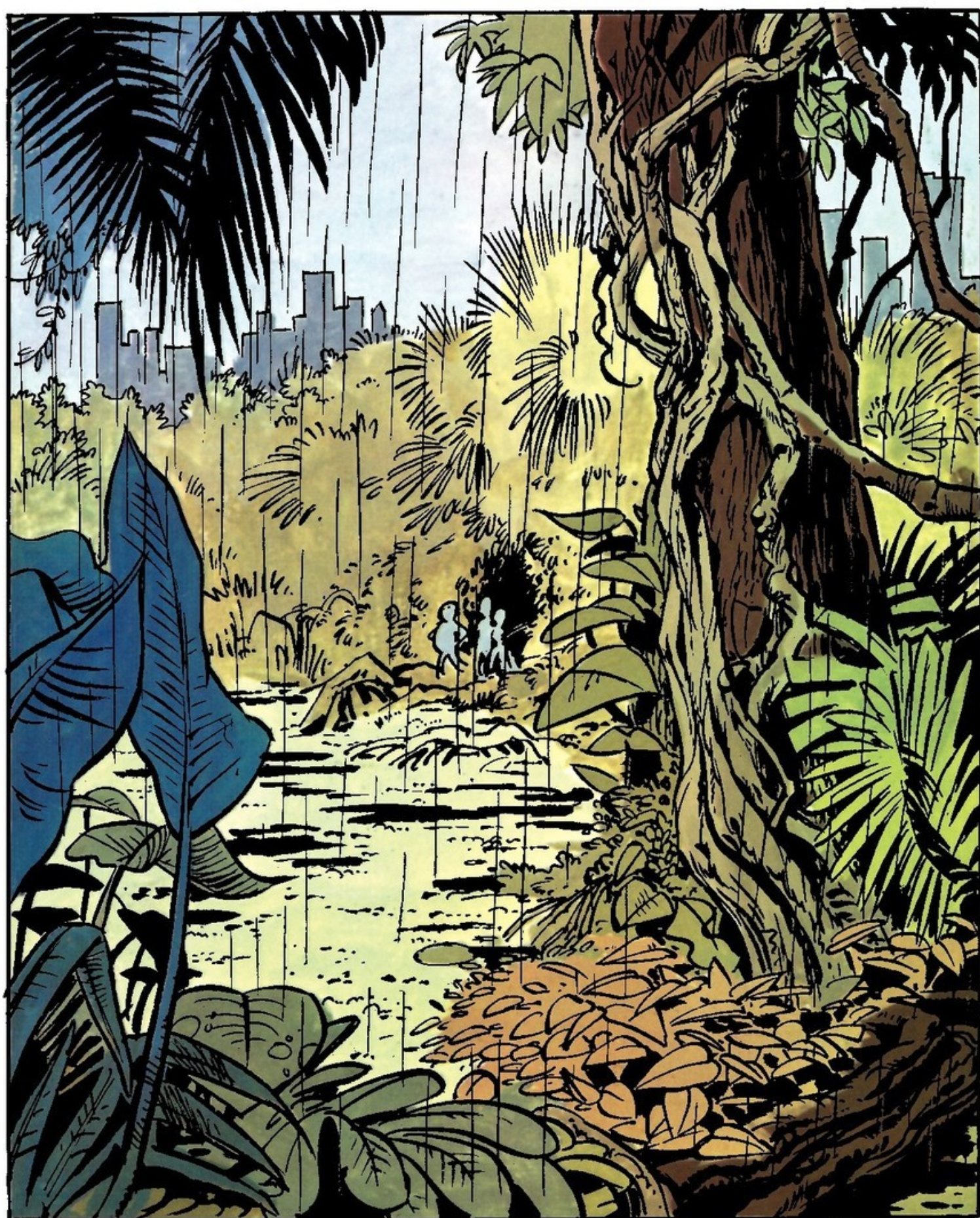
গাছ-গাছালির মধ্য দিয়ে ভেতর দেখা যেতে পারে...

ওই ওখানে ওরা...
কি করছে ওরা?

এক মুহূর্তের মধ্যেই জানতে পারব। ভেতরে ঢুকে ওদের কথা শুনে জানতে হবে কি চলছে এখানে!

প্রধান ল্যাব নিউ ইয়র্ক ঘাঁটির সঙ্গে কথা বলতে চায়...প্রধান ল্যাব নিউ ইয়র্ক ঘাঁটির সঙ্গে কথা বলতে চায়...

প্রধান ল্যাব বলছি।তোমরা কি জাতিসংঘ ভবনের কাজ শেষ করতে পেরেছ?
অভিযান সম্পূর্ণ স্যার!

যমবুল!
এবার কি বলবে!
দারুণ! তুমি বড় গোয়েন্দা হয়ে গেছ!

ভালো, তাহলে তোমরা এক্ষুনি বেরিয়ে পড়! আমরা হিসাব করে দেখেছি শেষ সুনামি এক ঘন্টারও কম সময়ে নিউ ইয়র্কে আঘাত হানবে! শেষ বরফের টুকরোটাও ভেঙ্গে পড়েছে।বেরোনোর আগে পরিকল্পনা অনুযায়ী সব কিছু বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেবে।তোমাদের কোনো চিহ্ন ফেলে রাখবে না!বুঝলে?
এই, একি?...

ওই উপরে! থামের পিছনে কেউ লুকিয়ে আছে!

পালাবার সময় হয়েছে!
এক মুহূর্ত অপেক্ষা কর!

BAM

প্রধান ল্যাব থেকে বলছি!
অন্য স্ক্রিন চালাও হাঁদারাম! আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না!
তাড়াতাড়ি!
ওদের কাছে নিশ্চিহ্নাস্ত্র আছে!
দৌড়ে পালাও!
না, আমি থাকব! ওরা আমাদের ঝলসে মারবে, এ হতে দেব না!

ওদের জ্যান্ত ধরো!
গুলি বাঁচাও! গুলিতে ওরা অভেদ্য!

আমি ওদের জ্যান্ত চাই! ওদের বন্দী করো! ওরা তোমাদের কিচ্ছু করতে পারবে না!
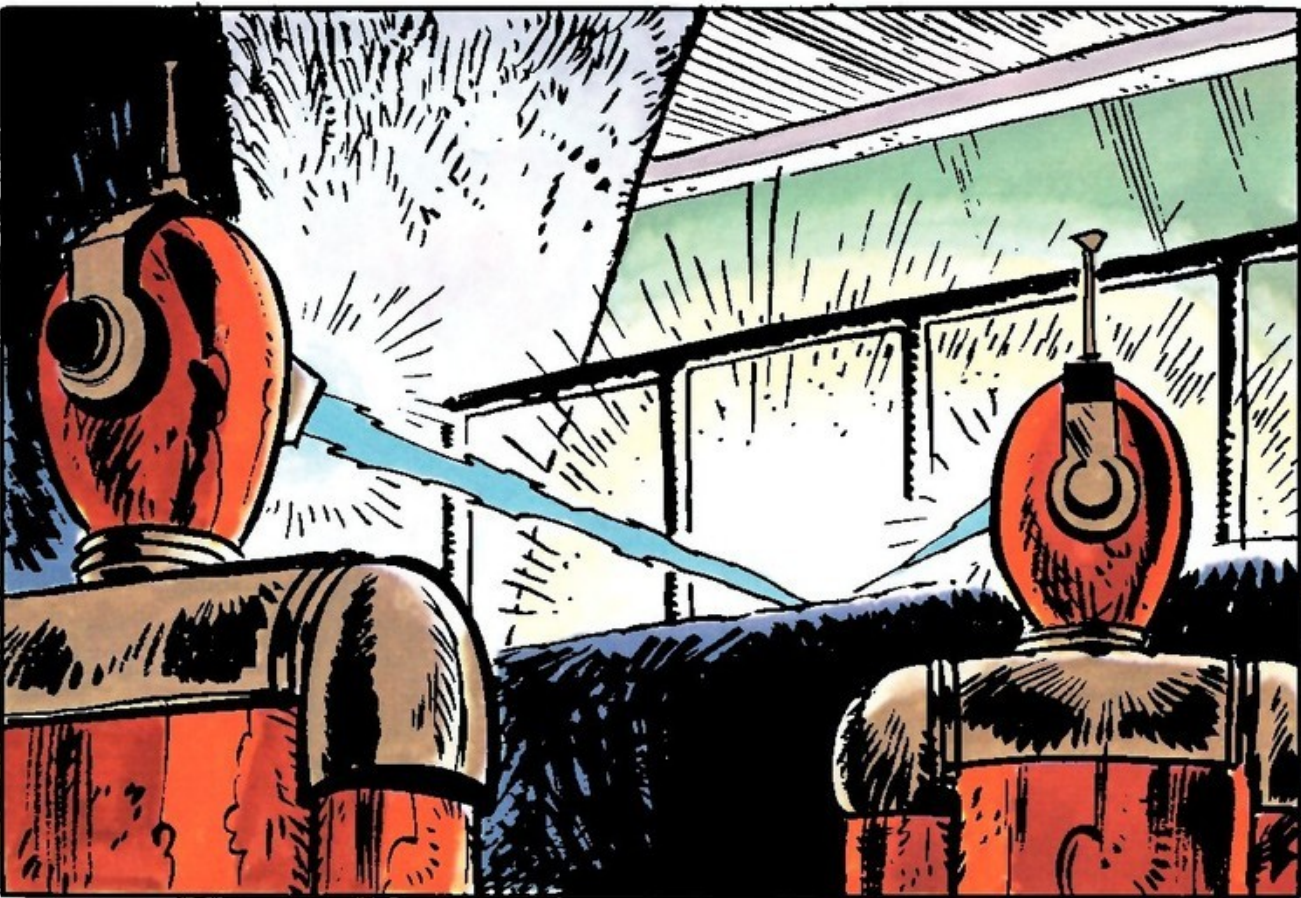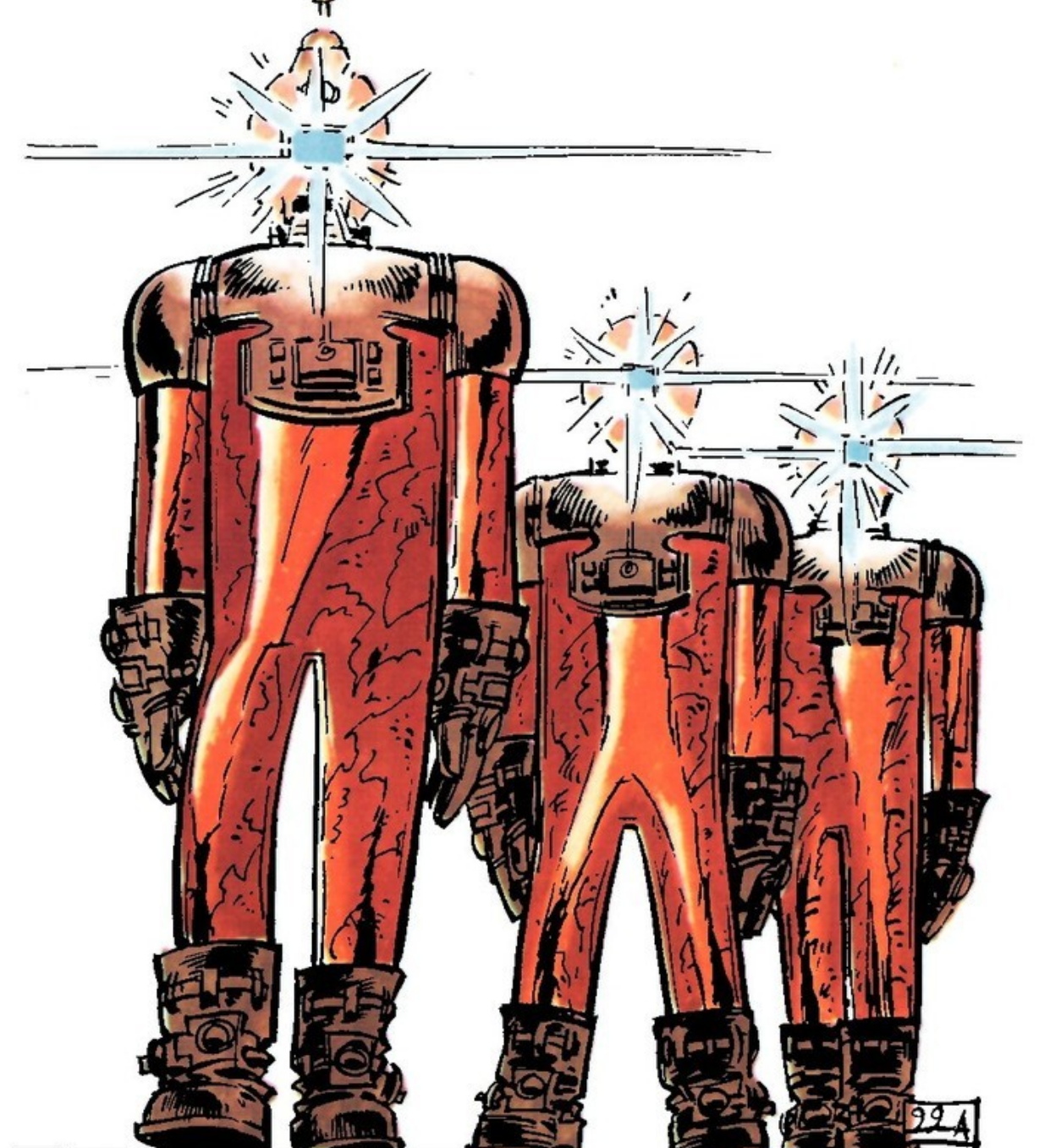
বিরোধ করা ফালতু হবে জেনে, ভালেরিয়ান আর লরেলাইন স্ক্রিনের দিকে এগিয়ে গেলো! ওদিকে অজ্ঞান সান রে-কে কাঁধে নিয়ে নেমে এল একটা রোবোট!

ক্রাফটটা জলাভুমি পার করল খুব ধীরে ধীরে...

ককপিটে, ওরা যেখানে আছে, অন্যদের দৃষ্টির আড়ালে রোবোটদের একজন যমবুলের নির্দেশ পালন করছে আর...

রিমোটের সাহায্যে ওদের গুপ্ত আড্ডা উড়িয়ে দিল বিকট গর্জনের সঙ্গে!
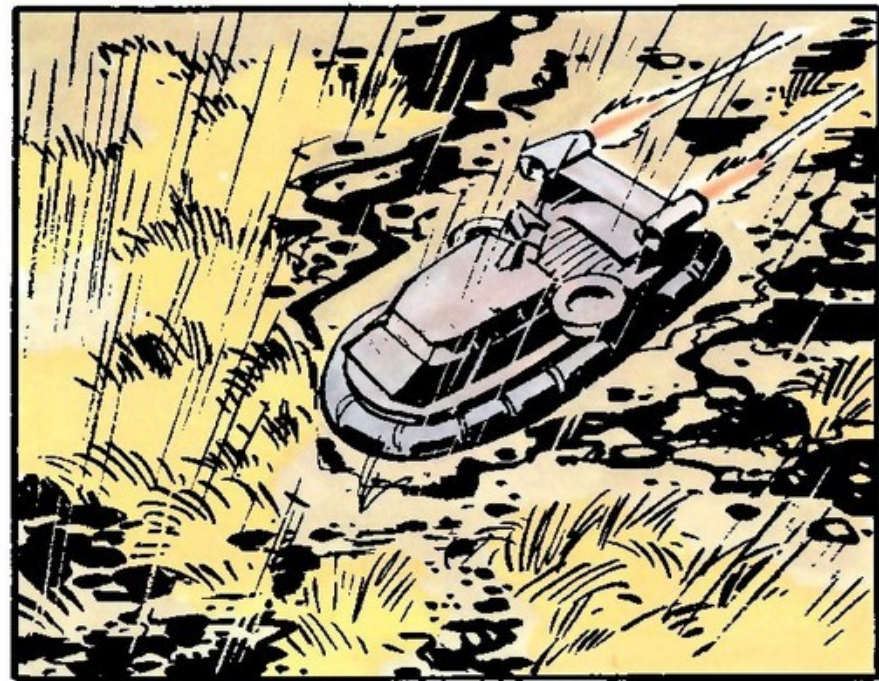
আর ওই শক্তিশালী যন্ত্র যার ইঞ্জিন বিপদসীমায়, আছড়ে পড়া ঢেউয়ের উপর দিয়ে নির্মমভাবে বেড়ে চলা বাতাসের আঘাত সয়ে এগিয়ে চলেছে...
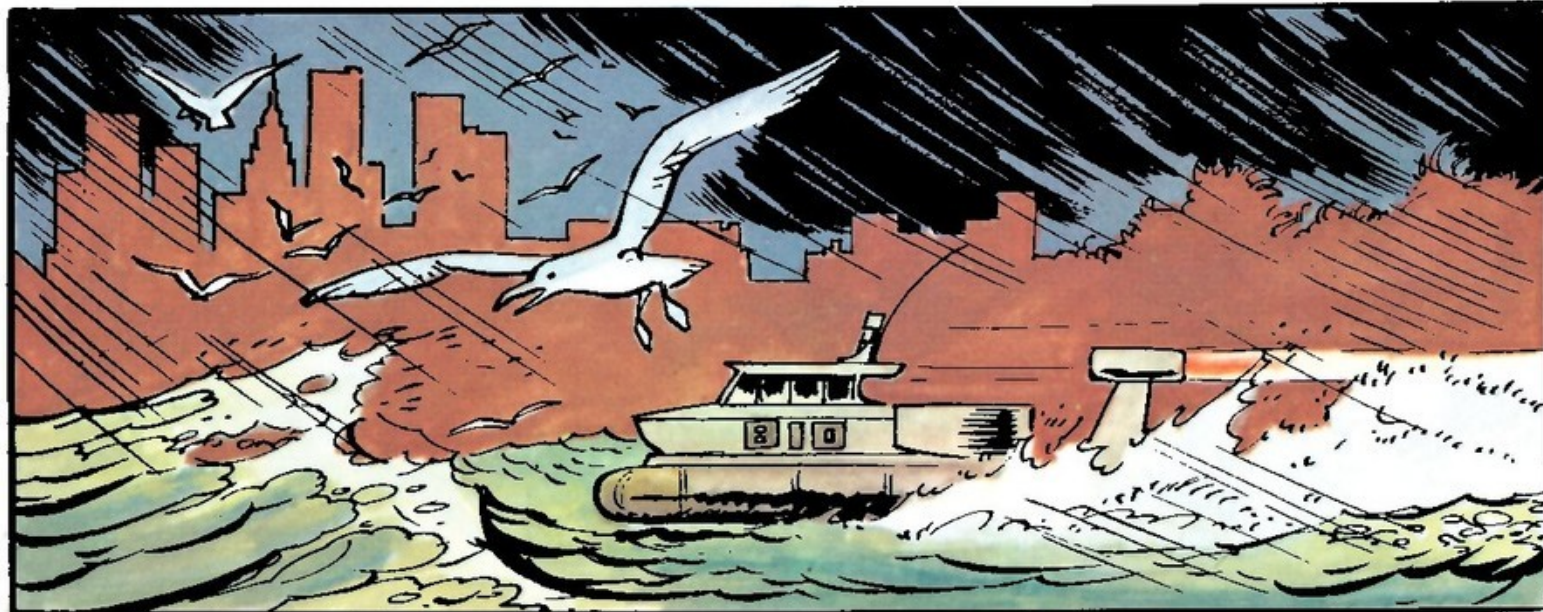
রোবটগুলির নীরব কিন্তু নিরবিচ্ছিন্ন নজরদারির মধ্য দিয়ে জলযানটা নিউ ইয়র্ক পেরিয়ে পশ্চিমের দিকে এগোচ্ছে...

মনের উত্তেজনা বাড়াতে ওস্তাদ নিউ ইয়র্ক শহরের জলপথে সময়ের সঙ্গে দৌড় শুরু হল। সান রে-র আসুরিক শক্তি আর শহরের জ্ঞান সকল বাধাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিল!
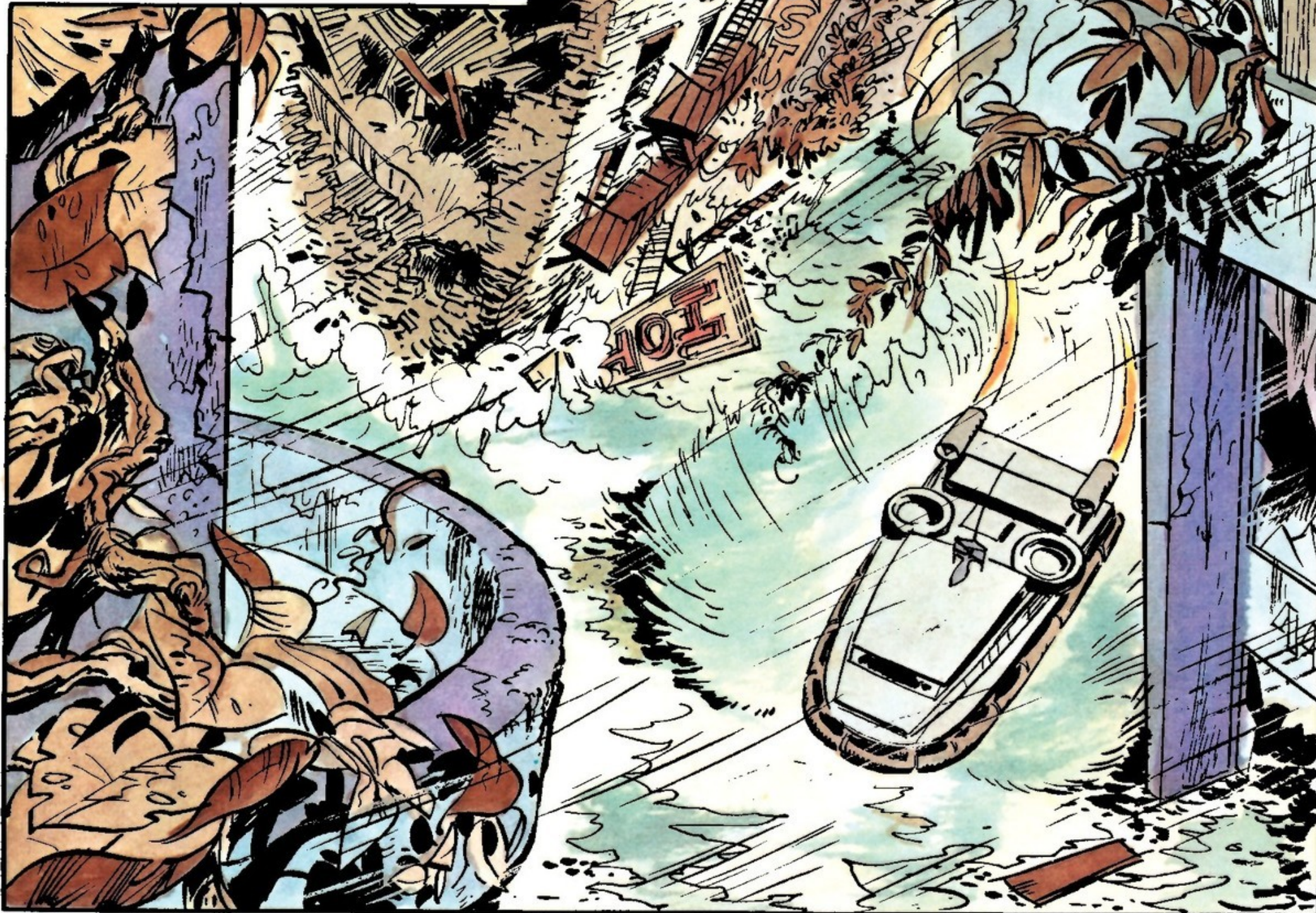
ভঙ্গুর কম্পমান বাড়ি এড়াতে সান রে ফাঁকা জায়গা দিয়ে নৌকা চালাতে বাধ্য হল। পুরানো পার্কের উপর মহানন্দে বেড়ে ওঠা অগাছা চিরে ওদের জাহাজ এগোল...
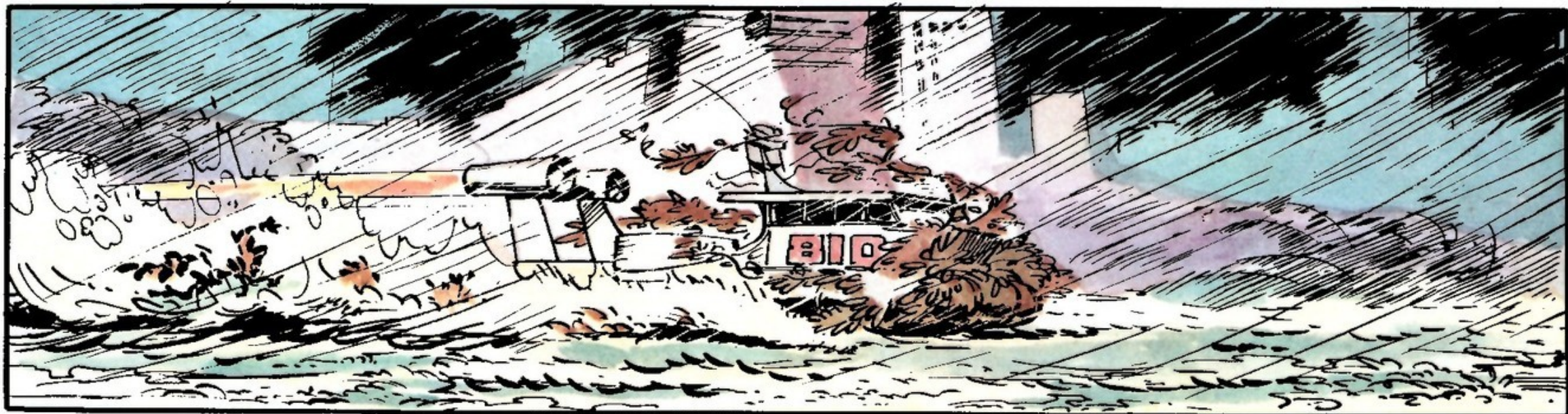
কিন্তু আচমকা...

ঠিক আছে! আমি ওয়াশিংটন ব্রিজ দিয়ে বেরানোর চেষ্টা করছি!

যখন হোভারক্রাফটটি ব্রিজের কাছে এলো...

শহর গ্রাস করে আসা সুনামির প্রবল চাপ ভাসমান ব্রিজ ধরে রাখার শক্তিশালী স্টিলের তারকে অনায়াসে ছিঁড়ে দিল!
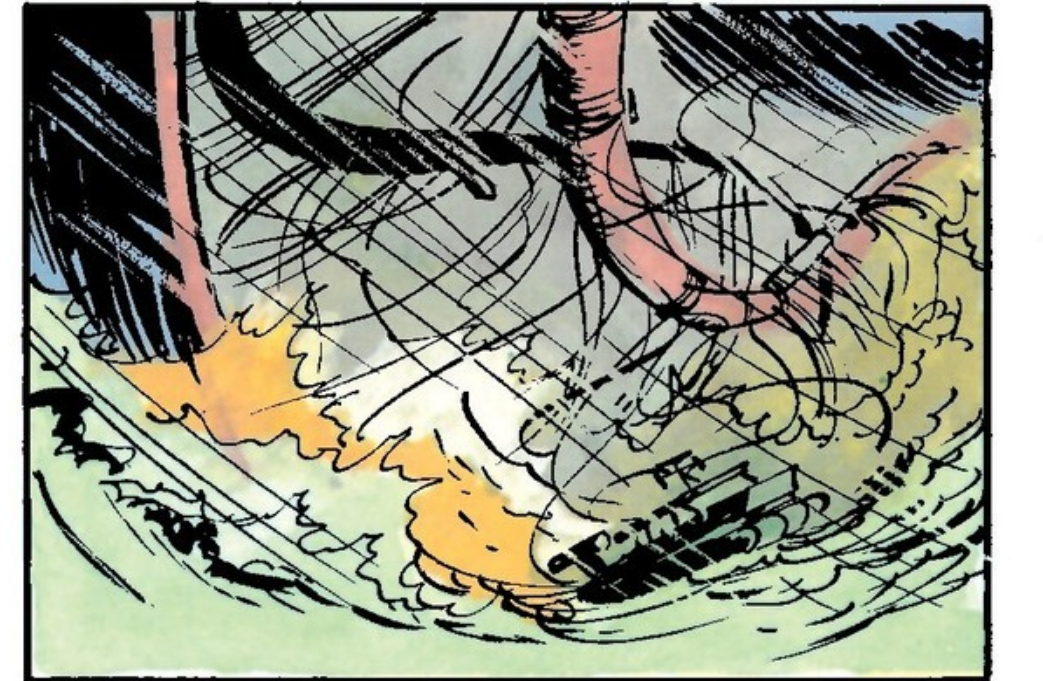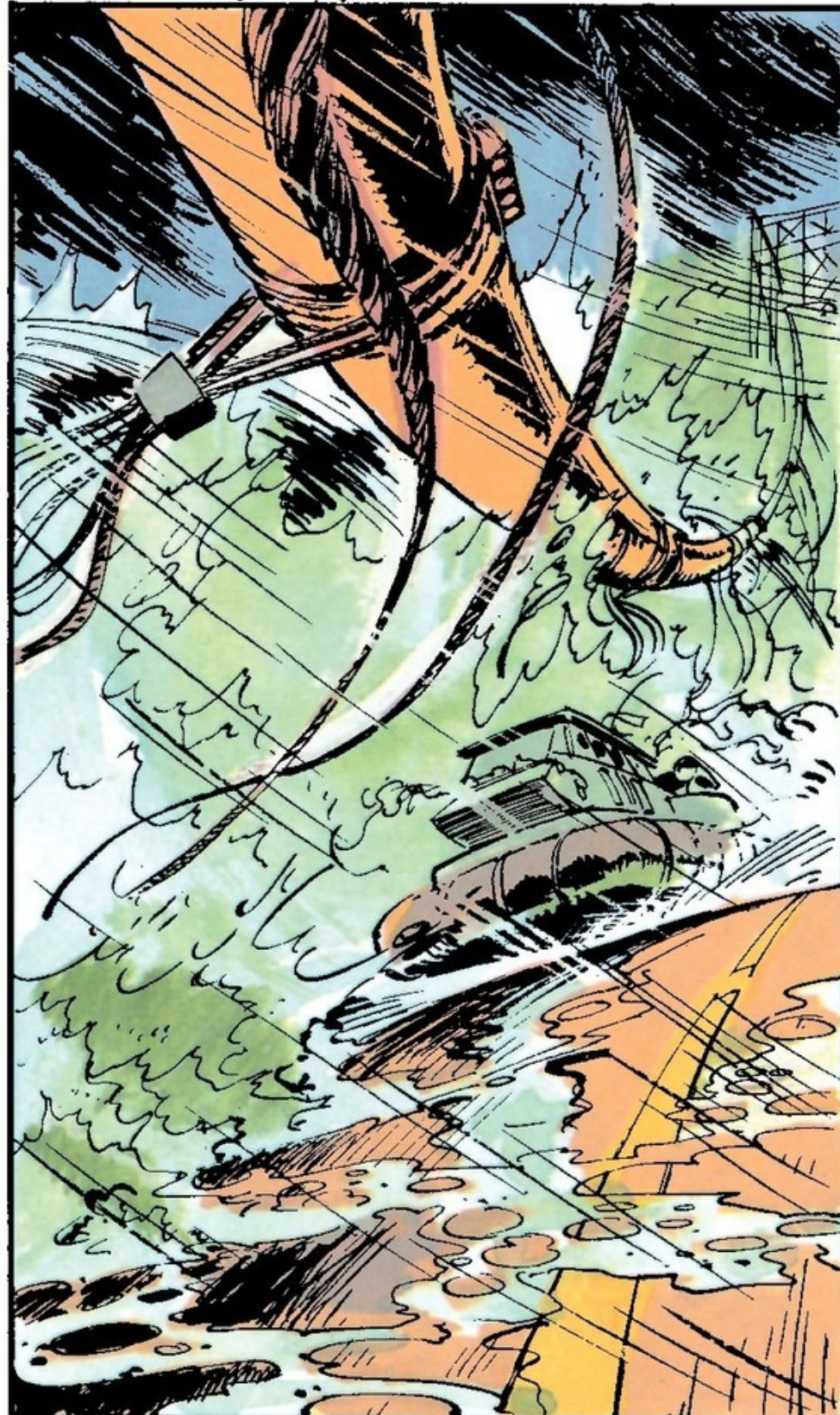
ভয়ানক ভাবে পুরো ব্রিজের কাঠামো ভেঙ্গে হাডসন নদীতে পড়ল! অলৌকিক ভাবে নৌকাটাকে ঢেউ ঠেলে দিল, সেটা তখনও ভাসছিল, কিন্তু...

থামতে না পেরে, ওয়াশিংটন ব্রিজ ঢেউয়ের নিচে ডুবে গেল, সেই সঙ্গে টেনে নিয়ে চলল নৌকাটাকে...
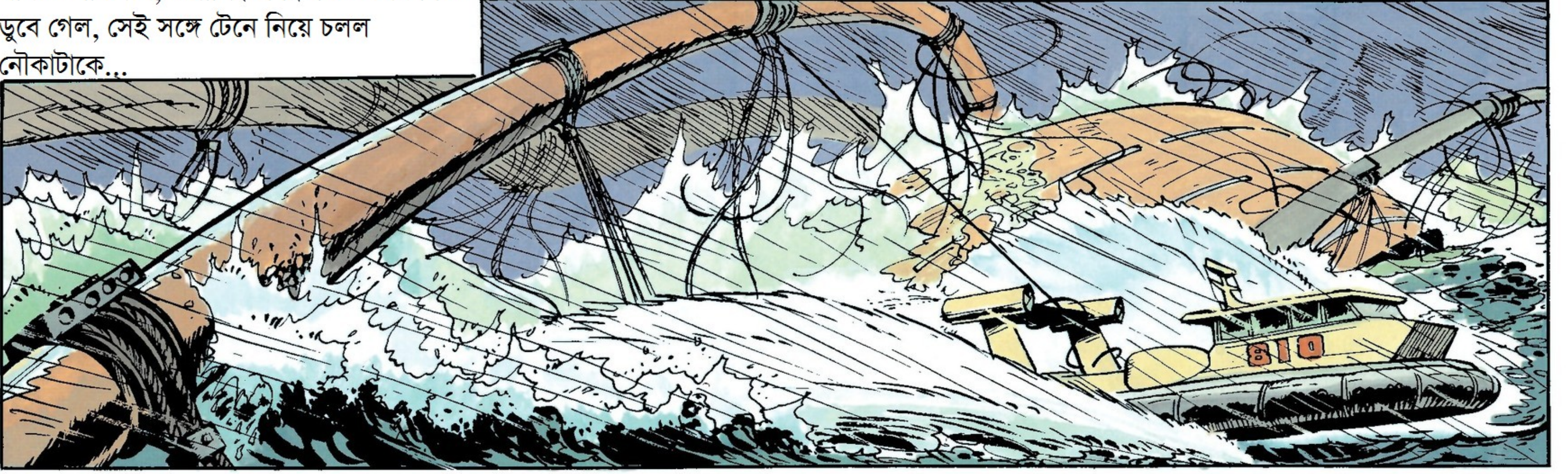
সান রে, জাহাজ পিছনে চালাও! তারটাকে ছাড়াতে গেলে একটু ঢিলে করতে হবে!

এ তো খুবই ভারী! আমরা এটা ছাড়াতে পারব না! মরেছি এবার!

ভ্যালেরিয়ান!
এদিকে তাকাও!
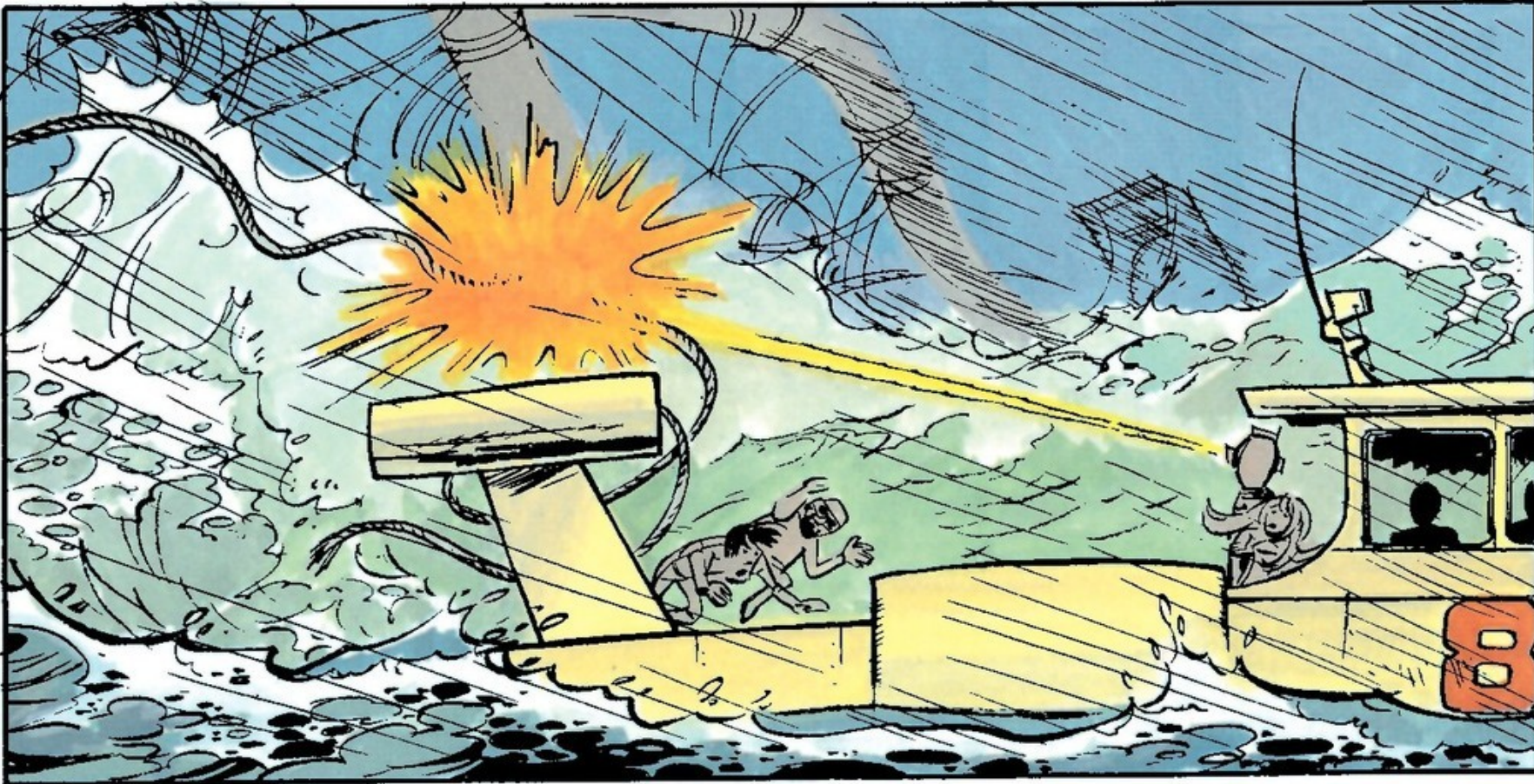
রোবোটটা নৌকাটা মুক্ত কর কন্ট্রোলের দিকে এগিয়ে গেল আর নৌকা চালাতে লাগল...
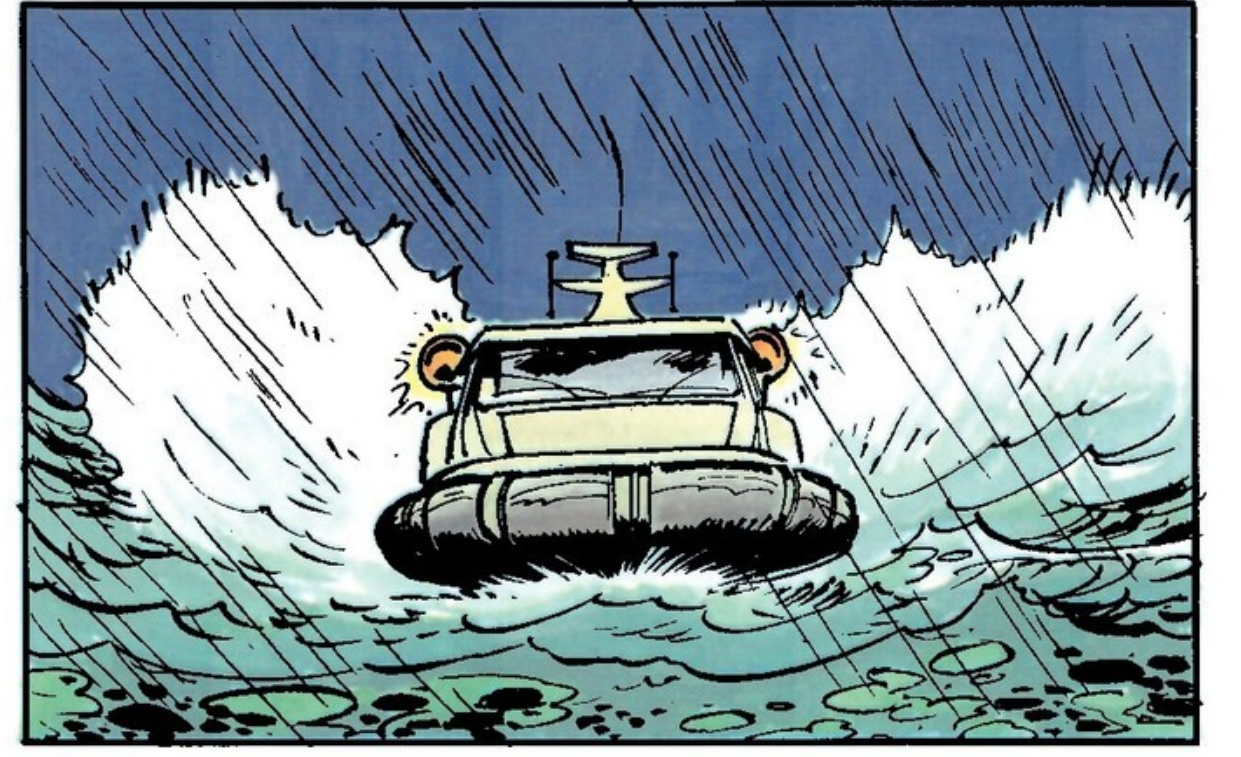
...আর তার বাকি সঙ্গীদের নিয়ে নীচে চোখের আড়ালে চলে গেল!

আমরা এখন কোথায়?
শহরতলীতে! বিপদ কেটে গেছে--সুনামি চলে গেল!
হেই! ওই জোকার গুলো কি সমুদ্রপীড়া বা ওইরকম কিছু...

ওরা অভেদ্য হতে পারে, কিন্তু চটপটে নয়! আর বোঝাই যাচ্ছে, ওরা শুধু যমবুলের মৌখিক নির্দেশেই কাজ করে!
ভালো, সে হয়ত ওদের আরও আগে কাজ করতে বলত! এটা আমাদের দারুণ ভয় পাইয়ে দিয়েছিল!

ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যাচ্ছে! নিউ ইয়র্ক ছেড়ে বহুদুরে চলে এসেছে। হোভারক্রাফট এখন ধ্বস হয়ে যাওয়া এলাকা দিয়ে যাচ্ছে! সুনামিতে এইসব এলাকার প্রভুত ক্ষতি হয়েছে...

হোভারবোর্ড এই স্যাঁতসেঁতে ভেজা আবহাওয়ায় দৃঢ়ভাবে পশ্চিমের দিকে এগিয়ে চলল, আর তার আজব যাত্রীরা রকি পর্বতের দিকে এগিয়ে চলল! ওখানেই যমবুল তার ঘাঁটি গেড়েছে...

28B
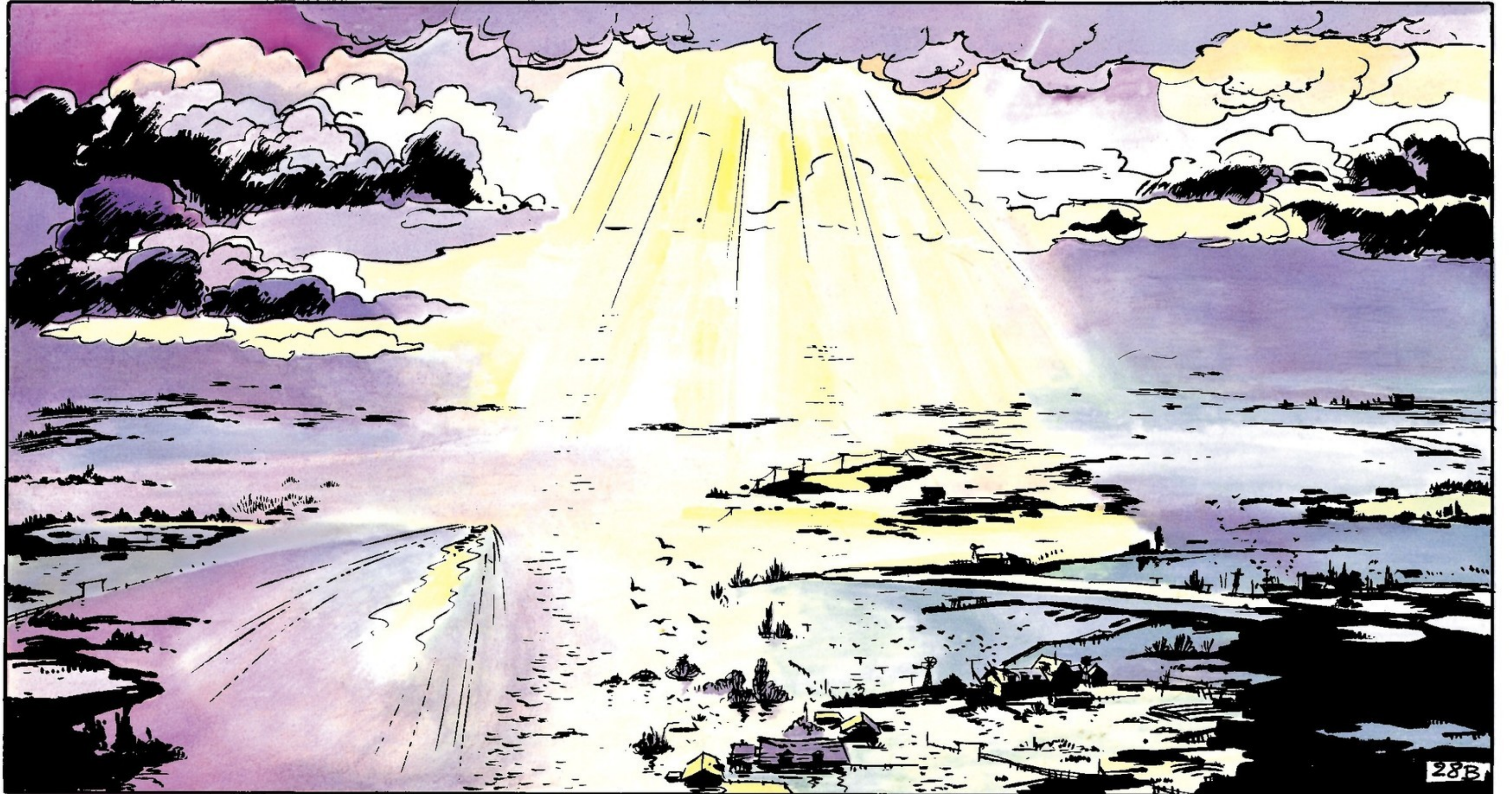
অগ্নিশিখায় পৃথিবী

রকি পর্বতের পাদদেশে আসন্ন ঝড়ের গম্ভীর ভ্রূকুটির মধ্যেই ওদের বাহনের পরিবর্তন ঘটল দ্রুত! ভ্যালেরিয়ান, লরেলাইন, সান রে আর যমবুলের সঙ্গীদের নিয়ে গঠিত দল তাদের সামনের বাধা ঠেলে এগিয়ে চলল সেনাবাহিনীর একটা পুরানো হেলিকপ্টারে চড়ে...
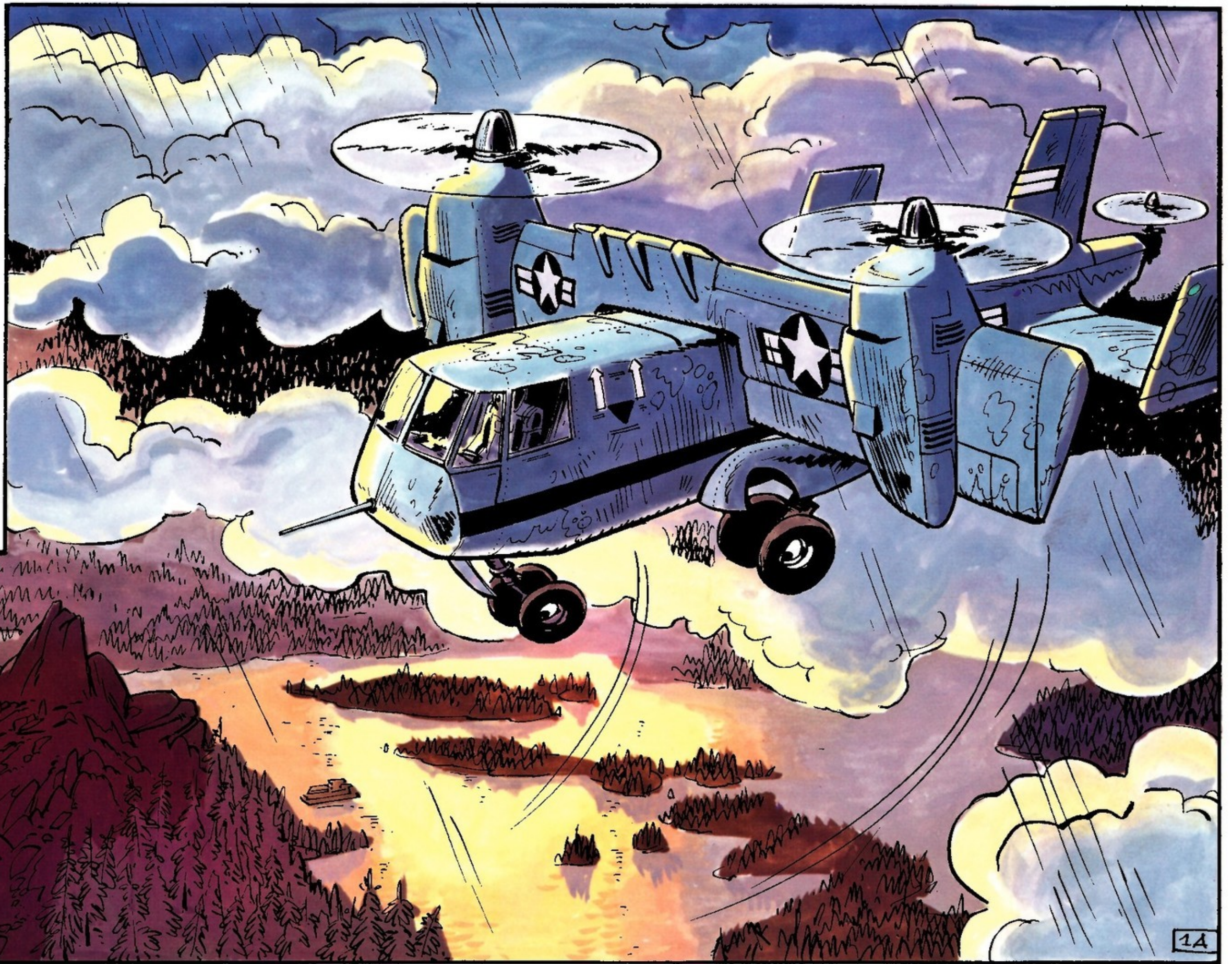
যমবুলের এক সঙ্গী ওই হেলিকপ্টারের পাইলট।ওরা পথে ঝড়ের পাল্লায় পড়ল...

বিদ্যুতের ঝলকের নীচে দিয়ে ওটা পাথরে মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলল...

...অবশেষে এই কঠিন উড়ানের পর তারা রকি পর্বত পার করল...

তাদের যাত্রা সমাপ্ত! যাত্রীরা গুহার দিকে অগ্রসর হল! মাত্র তিনটে রোবোট পিছে থাকল আর তারা নিউইয়র্ক থেকে লুট করে আনা কাগজপত্র নামাতে লাগল...

পর্বতের মধ্যে...

...ওদের যাত্রা চলতেই থাকল যতক্ষণ না একটা বিশাল ল্যাবের প্রবেশপথে এসে পৌঁছায়...
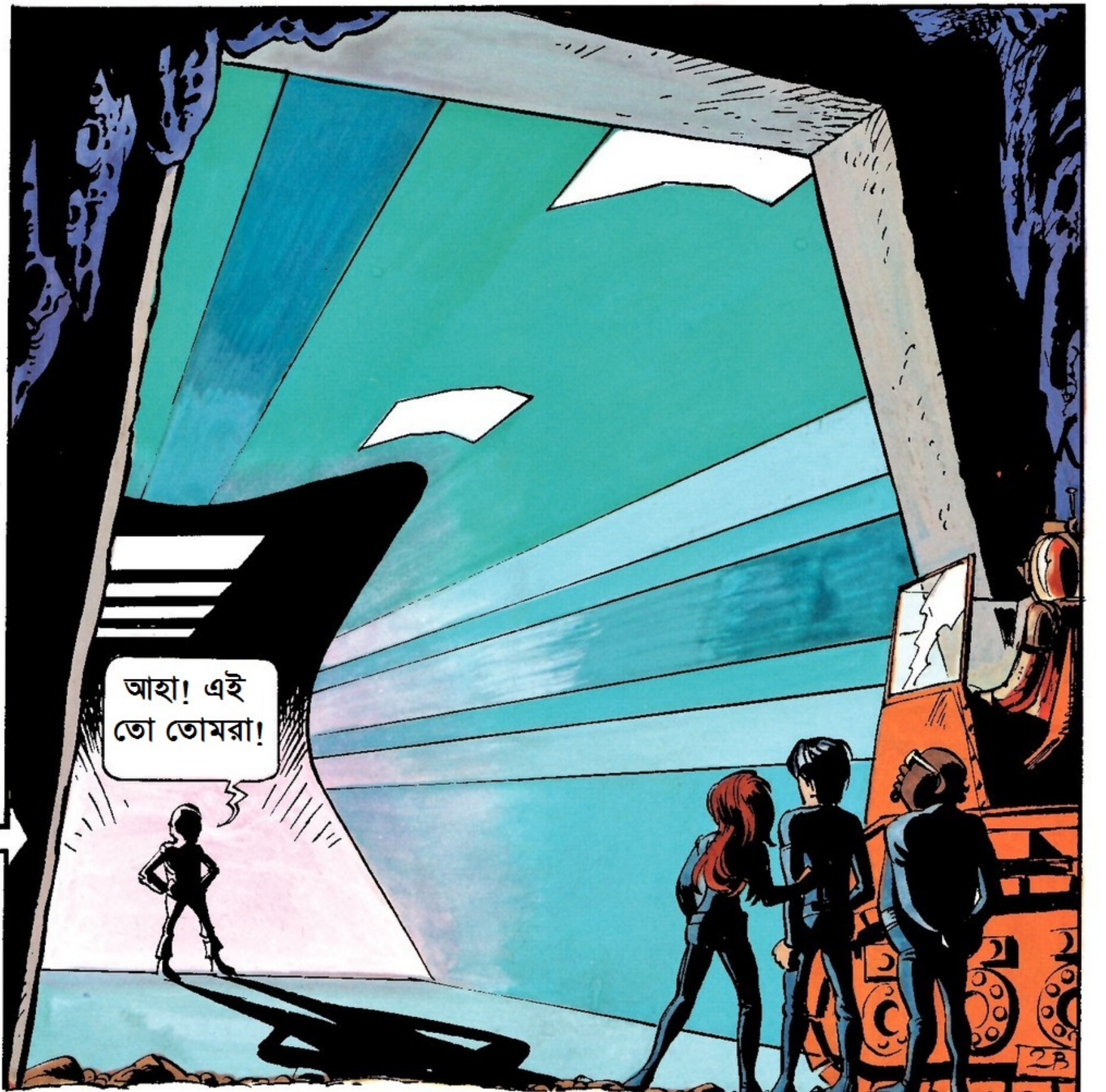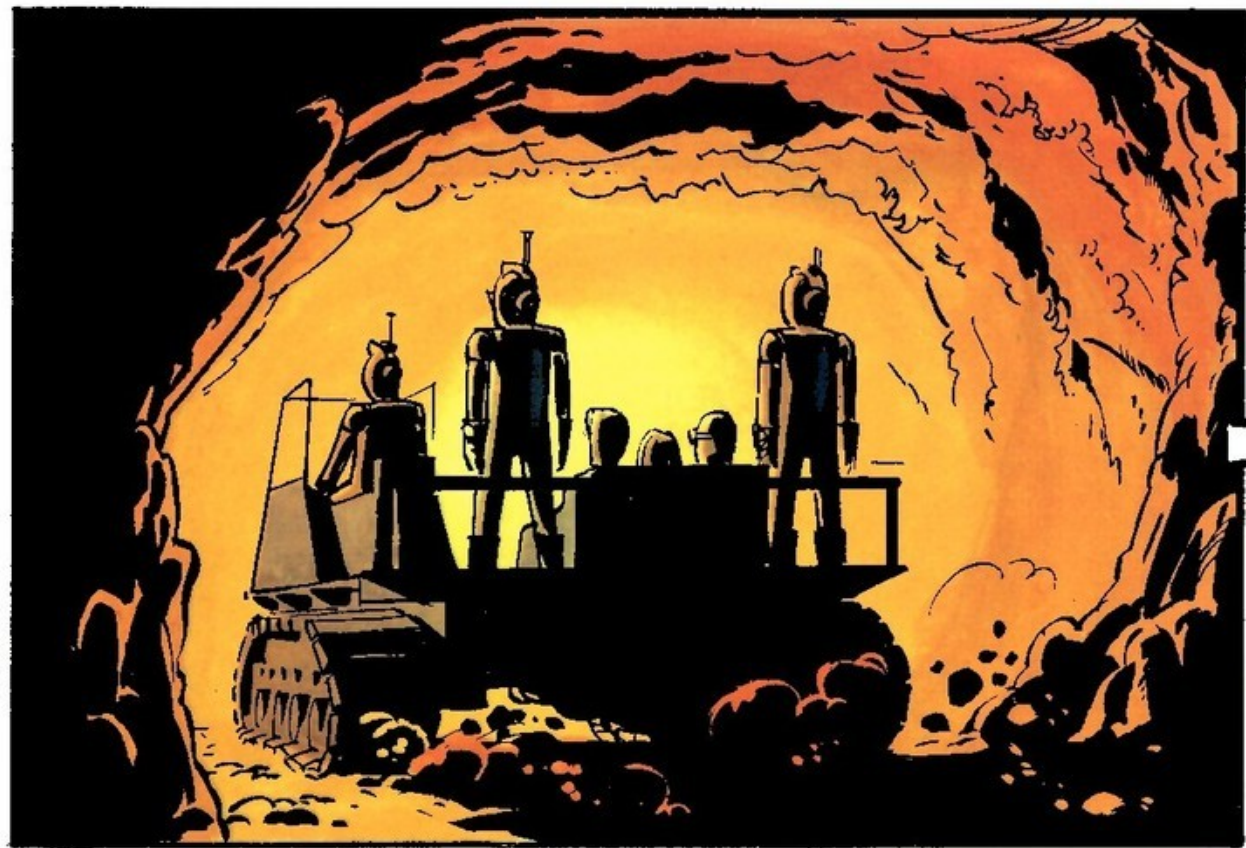
কি সৌভাগ্য আমার, মিঃ ভালেরিয়ান! কে ভেবেছিল আমরা ১৯৮৬ সালে দেখা করব? আগেরবার যখন দেখা হয়েছিল, আমাদের কয়েকশো বছর বয়স বেশি ছিল আর আমি ছিলাম তোমার বন্দী!
জানো, খুবই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি! কপাল ভালো, আমাকে দুর্দশা থেকে মুক্ত করার জন্য কিছু শাগরেদ ওখানে ছিল!
জেনে খুবই খুশি হলাম! ফিরে গিয়ে ওদেরও ব্যবস্থা করতে হবে!

আহা! তুমি যেখান থেকে এসেছ, সেখানে ফেরত যেতে পারলে আমি আশ্চর্য হবো! তাছাড়া, এরকম বিরোধী বন্ধুদের ভালো ভাবে সর্বনাশ করতে আমি খুব যত্ন নিয়ে থাকি!

এই সব বকরবকর কি ব্যাপারে?! মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝছি না...
আরে বাদ দিন! ওসব ভালেরিয়ান আর যমবুলের মধ্যের ব্যাপার...খুব জটিল...

না না! ও ঠিক বলছে! আমি তোমাকে এখানে আনিনি! কাজেই আমি তোমাকে অতীতের ঘটনা বলব, বা, সঠিকভাবে বলতে গেলে ভবিষ্যতের! বর্তমান তো আরও মজাদার! এসো, একমাত্র বিজ্ঞানীটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই! ওই এখন আমার সঙ্গে আছে...

আমেরিকার এই অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরির বাকি বিশেষজ্ঞরা বিপর্যয় শুরু হতেই খরগোশের মত দৌড় লাগাল! বহু কষ্টে এই একটাকে ধরে রাখতে পারলাম! আর সে বেশ প্রতিভাবান!

মিঃ স্ক্রুয়েডার! মিঃ স্ক্রুয়েডার!
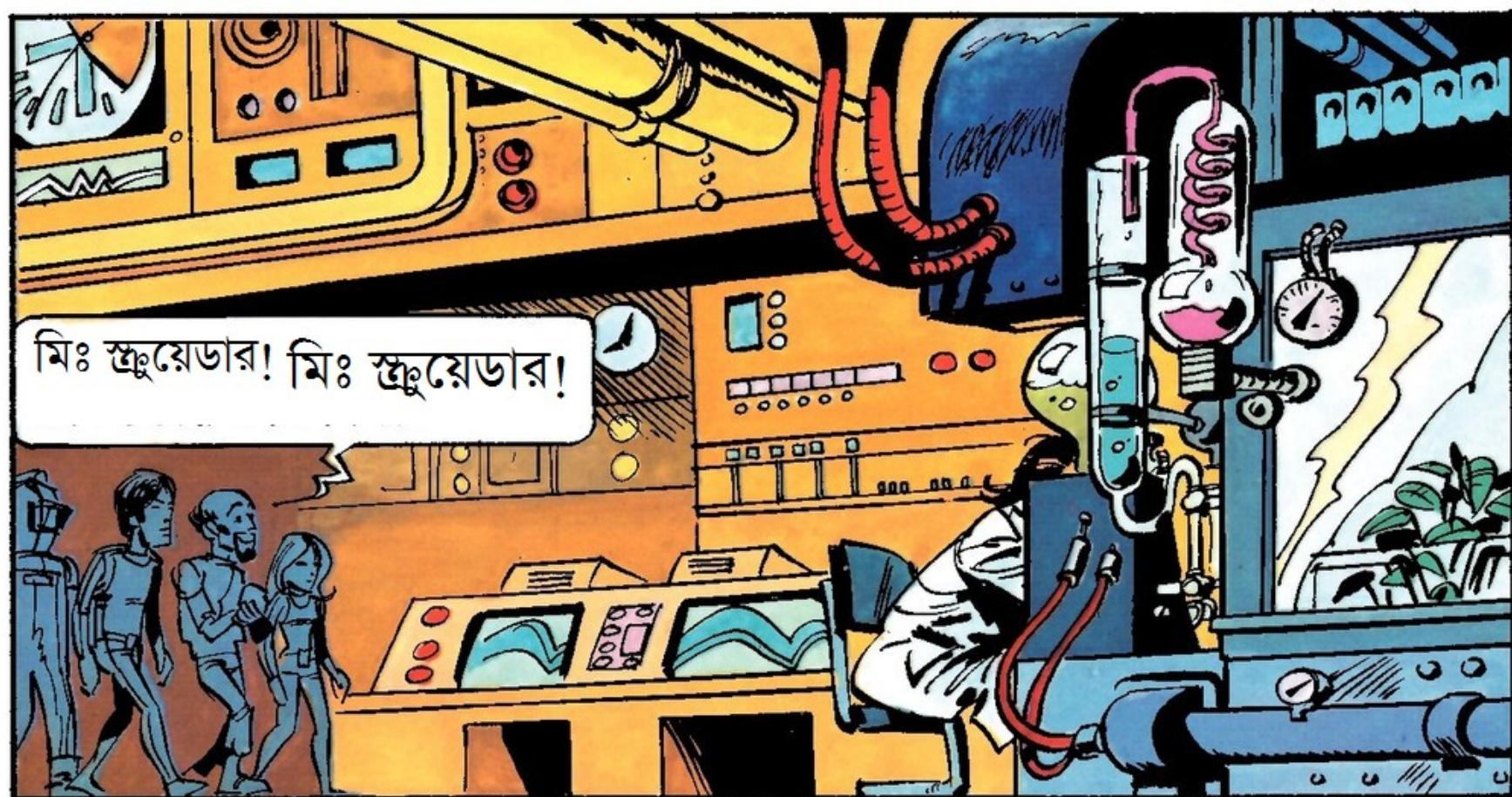
বিপজ্জনক গবেষণার মাঝে বিরক্ত করা ও আবার পছন্দ করে না!

হ্যাঁ হ্যাঁ! এবার কি? আগেও বলেছিঃ আমি তোমার বন্দী মানে এই নয় যে তুমি মিনিটে মিনিটে আমাকে বিরক্ত করে জ্বালাবে!

আমি তোমার জন্য আবিষ্কার করে দিচ্ছি, কিন্তু তোমার সঙ্গে বকবক করতে ইচ্ছে করে না, বুঝলে!... তাছাড়া তোমার কথা বলার ঢং নেই...
আমি শুধু তোমাকে জানাতে চাইছিলাম যে জাতিসঙ্ঘ থেকে তথ্যাদি চলে এসেছে!আর...ইয়ে, এটা কি নিয়ে পরীক্ষা করছ জানতে পারি?...

দেখছ না, আমি কৃত্রিম হুইস্কি বানাচ্ছি! এই দিয়েই তোমার রোবোটেরা ওই ভয়ঙ্কর খাবার বানায়...

... এটার আমার দরকার!

আমাদের বন্ধু স্ক্রুয়েডার কি দারুন রসিকতা করল! কিন্তু কোনো ভুল নেই : উনিই এই পৃথিবীর মেধাবী বিজ্ঞানীদের অন্যতম! ওর সঙ্গ পেয়ে আমি সত্যই ধন্য...

...আর আমাদের এই বোঝাপড়ার প্রথম ফল দেখতেই পাচ্ছ, এই রোবোট! এরাই তোমাদের এখানে এনেছে! দেখতে আহামরি নয়, কিন্তু খুব বিশ্বস্ত! তোমাদের এইবেলা সাবধান করে দিই- ওরা আমার মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত, শুধু আমারই কথা শোনে...

যাই হোক, তোমাদের ভয় দেখানোর জন্য ধরে আনিনি! বুঝতেই পারছ, তোমরা ফাঁদে পড়েছ! আর যা হয় আর কি, আমার বিশেষ পরিকল্পনা রয়েছে! চাইলে তোমরাও এতে অংশ নিতে পারো! পৃথিবী এখন আমার ইচ্ছামত গড়ে তোলার উপযুক্ত হয়ে গেছে! স্ক্রোয়েডার কিছু মিলিটারি ব্যবস্থার শেষ মুহূর্তের কাজ করছে! ওই দিয়ে আমি পৃথিবীর সামনে নিজেকে একমাত্র নেতা হিসাবে পরিচয় দেব! আমিই এই নৈরাশ্য থেকে সবাইকে মুক্তি দেব...

তুমি, গুন্ডার সর্দার, আমার বাহিনী সেনাপতি হয়ে যাও! আর তুমি ভ্যালেরিয়ান, আমার এই মহৎ প্রচেষ্টার ডান হাত হয়ে যাও! তোমাদের কৌশল আমার কাজ সহজ করে দেবে! কি বলো?
হো হো...শুনতে বেশ মজাই লাগছে!
ঠাট্টা করছ মনে হচ্ছে!
হ্যাঁ মজাদার তো বটেই! ভেবে দেখি!

তার কোনো দরকার নেই! তোমার ইতঃস্তত করার কারণ বুঝতে পারছি আর মনে হয় তোমাকে আরও দ্রুত ভাবতে আমি সাহায্য করেতে পারি! আমার পিছনে এসো...একটু মজা করব...ফলিত পদার্থবিদ্যার উপর একটা চমৎকার পরীক্ষা...

যমবুলের আমন্ত্রণে দলটা ল্যাবরেটরি ছেড়ে পৃথিবীর গভীরে প্রবেশ করতে লাগল...

হঠাৎ স্ক্রোয়েডার দ্রুত নামার ছল করল...

...আর ভ্যালেরিয়ানের হাতে রহস্যময় কিছু গুঁজে দিল...

...সঙ্কীর্ণ সিঁড়ির অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে দ্রুত ফিসফিস করে বলল...

...তারপর, যেন কিছুই হয়নি এমন ভান করে দুজনে হাঁটতে লাগল...

...আর একটা বিশাল গুহায় এল!
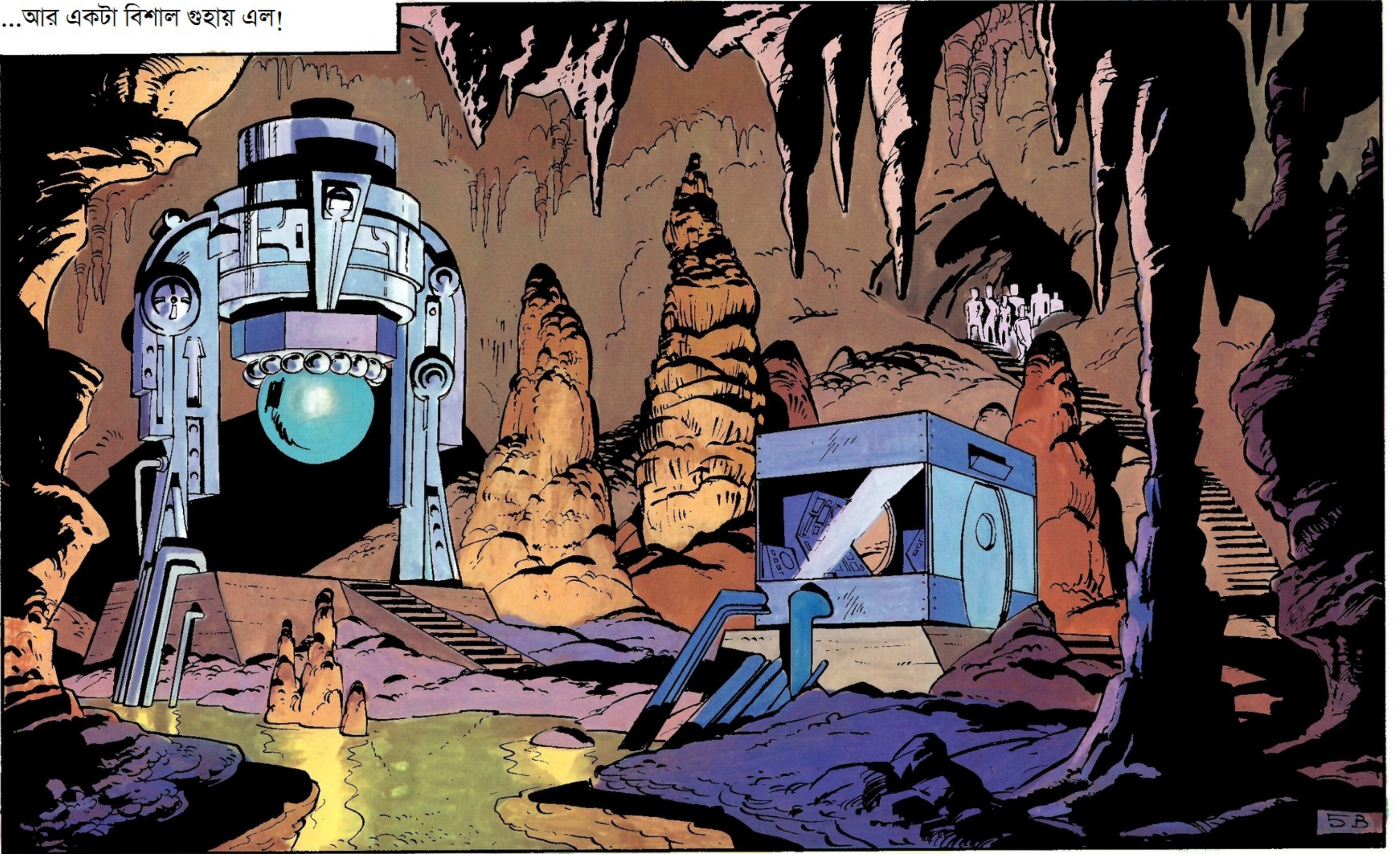
চিন্তার কিছু নেই! আমি তোমাকে খুব সুন্দর করে ছোট করে দেব! এটা অনেকগুলো ধাপে করব! কিন্তু যেই তুমি এই রকম আকারের হয়ে যাবে, আমি তোমাকে আমার পকেটে রাখব, যাতে ভ্যালেরিয়ান আমাকে মনেপ্রাণে সাহায্য করতে পারে! হি! হি! হি!

একটা অদ্ভুত গাঢ় আলোর মধ্যে...
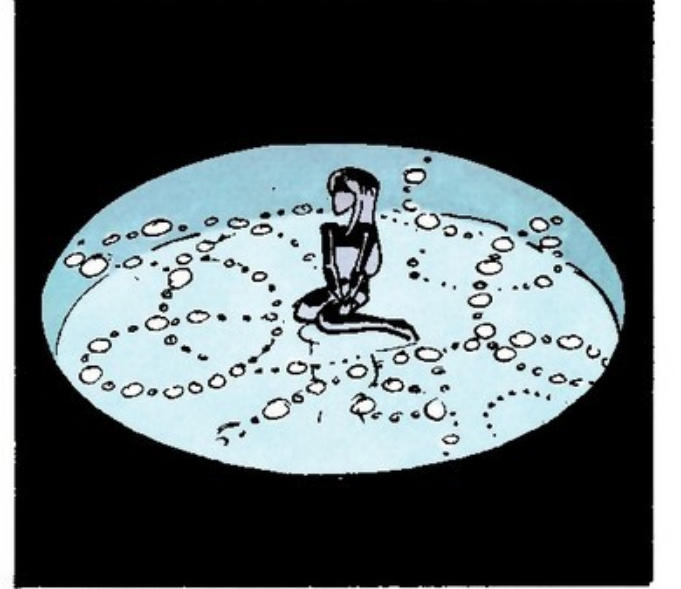
...লরেলাইন...

...ধাপে ধাপে...
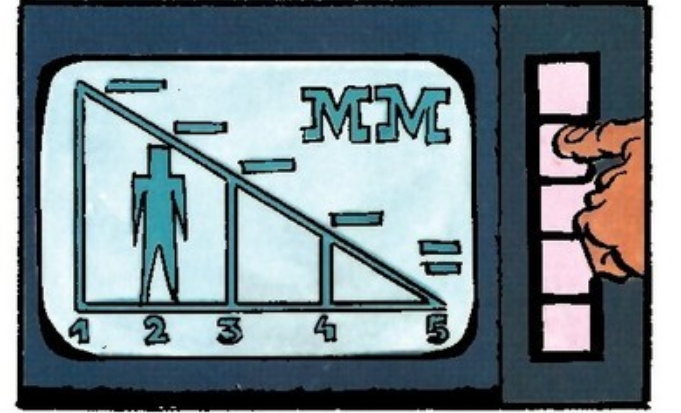
...ক্ষুদ্র হতে লাগল!
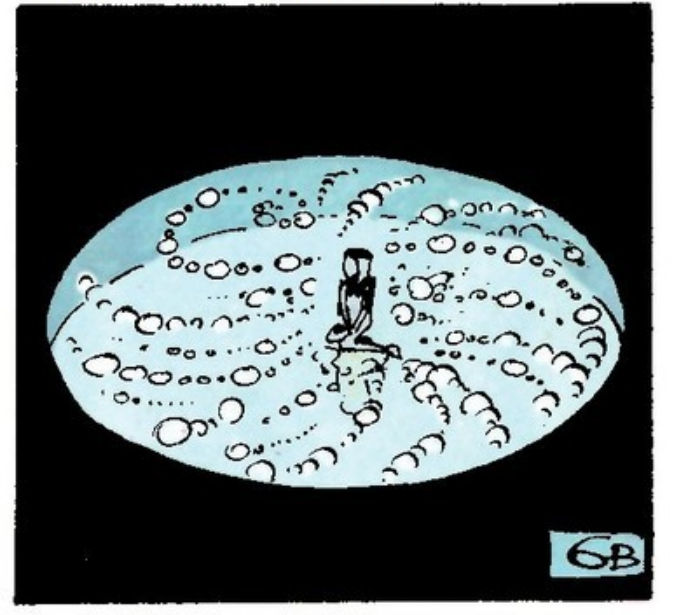
ঘরের মধ্যে, সকলের মনযোগ ওই অদ্ভুত দৃশ্যের শেষ ধাপের উপর নিবন্ধ! মুগ্ধ যমবুল তার পাহারা শিথিল করে দিয়েছে...

... হঠাৎ স্ক্রোয়েডার চিৎকার করে উঠল...

কান ঝালাফালা করা প্রচন্ড আওয়াজের আঘাতে যমবুল আর তার রোবোটরা পাগলের মত আছাড়ি-পাছাড়ি করতে লাগল!
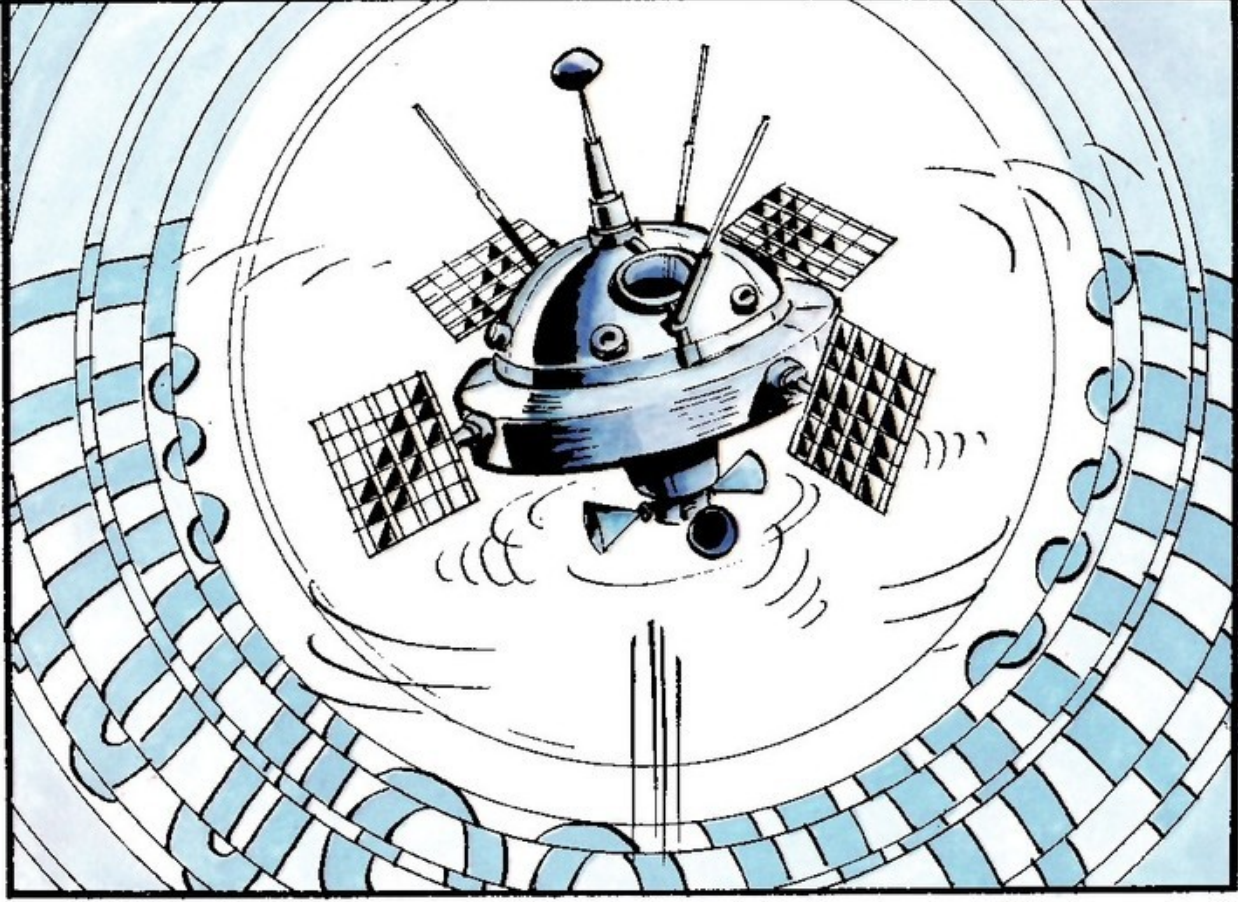
আর সকলের হতচকিত অবস্থার মধ্যেই আ.ক্ষু. বন্ধ করে...

... ভ্যালেরিয়ান ছুটে গেল লরেলাইনের দিকে!

ইতিমধ্যে, ঘরের মধ্যে, তখনো নরকযন্ত্রনার আওয়াজ হয়েই যাচ্ছে...
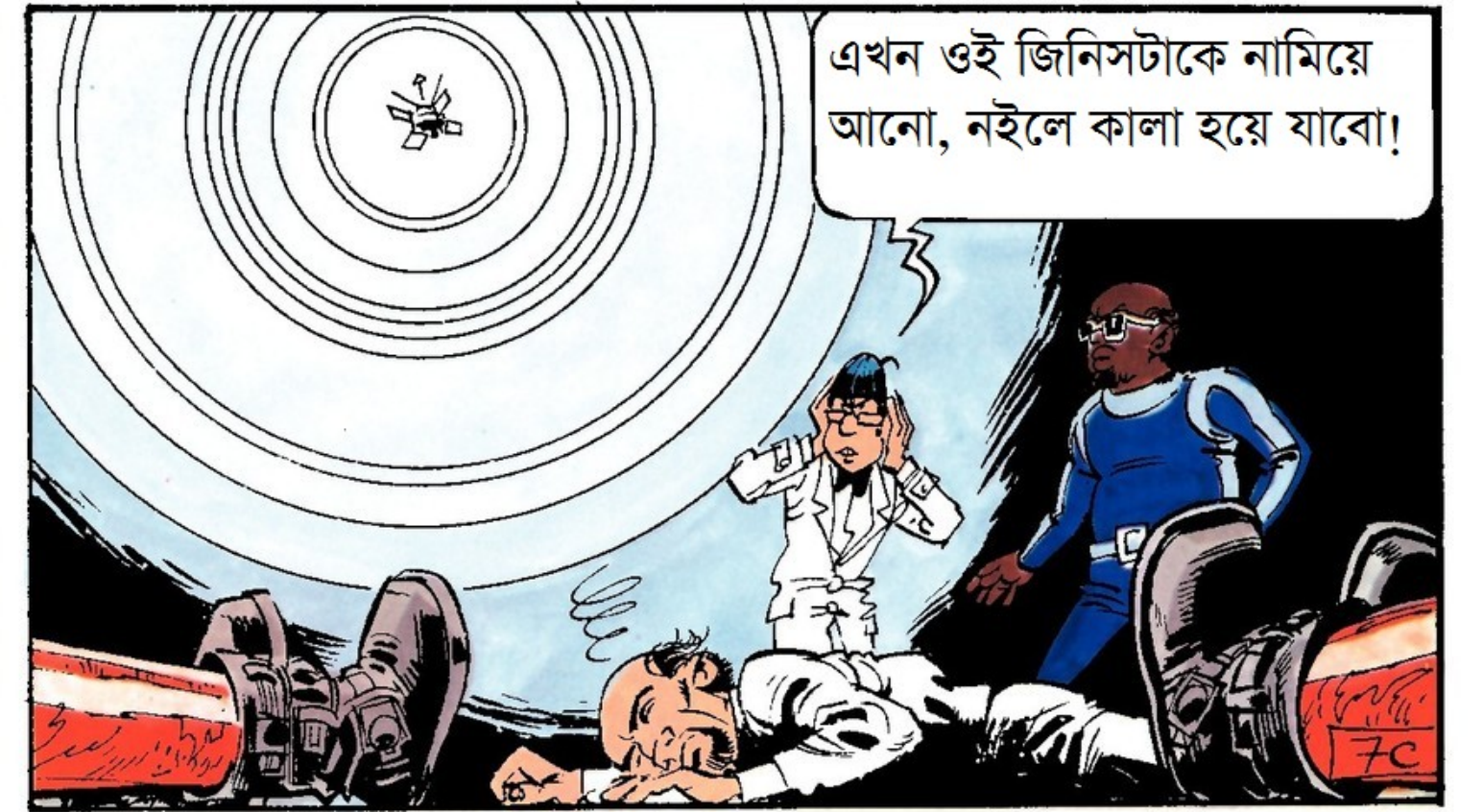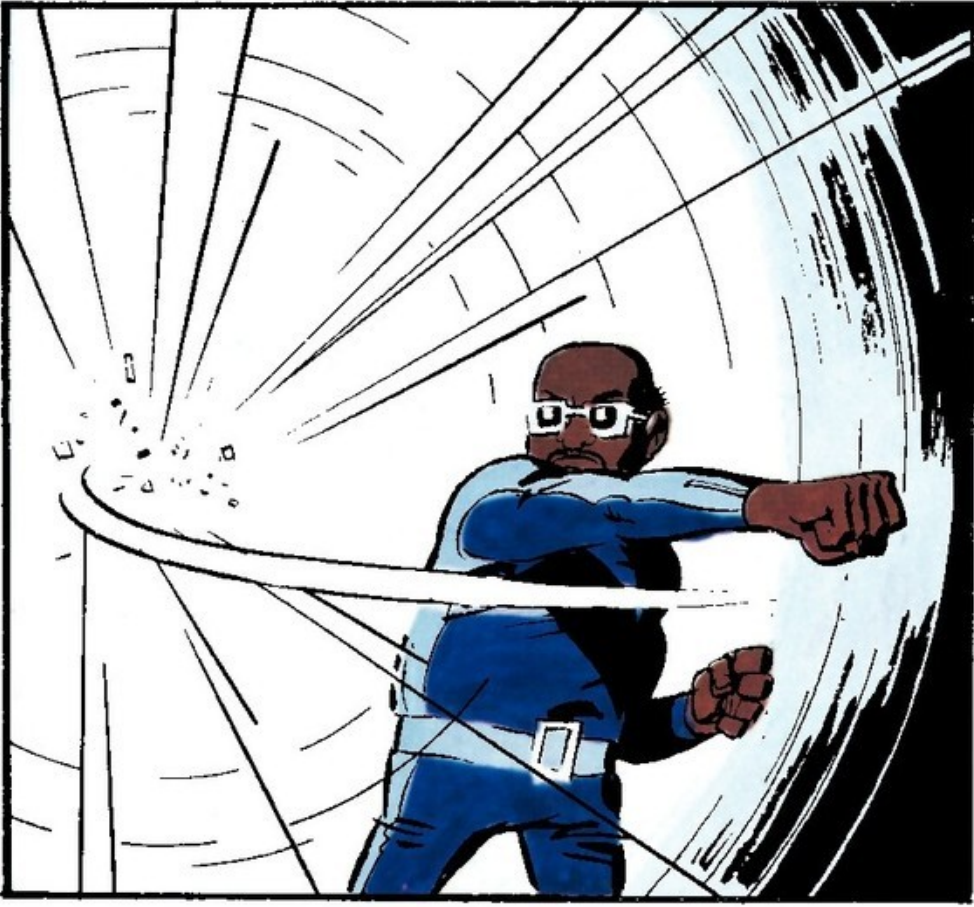
লরেলাইন!

কেমন বোধ করছো লরেলাইন?... আমার সঙ্গে কথা বলো! কিছু তো বলো!
8A

কিন্তু আমি তো কথা বলছি, মুর্খ! এর বেশি চিৎকার করতে পারবো না! কিছু করো! সাহায্য কর আমাকে! যথেষ্ট হয়েছে! সবসময় মেয়েদের সাথেই কেন এধরনের ঘটনা ঘটে?

ইতিমধ্যে...

তা, আমার এই ছোট্ট যন্ত্র সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? একেবারে যমবুলের মস্তিষ্কের তরঙ্গদৈর্ঘের সঙ্গে মিলিয়ে বানানো! এখন সে আর তার রোবোটের দল একটু ঘুম পেড়ে নিক! কিন্তু আমাদেরকে ভালোয়-ভালোয় ওই রোবোটের যন্ত্রাংশ বের করে নিতে হবে যাতে যমবুল ওদের আর কোনো নির্দেশ দিতে না পারে!
বুঝেছি! এখনই করে দিচ্ছি!
CLACK

অবশেষে...

হয়েছে! ওরা সব এখন অকেজো!
আমার কি হবে? আমার এখন কি হবে?
হুমম! শুনতে বিরক্তিকর লাগবে, কিন্তু আ.ক্ষু. শুধু একতরফা কাজ করে!

...কিন্তু যেহেতু প্রক্রিয়াটা সম্পুর্ণ হয়নি, তাই তুমি আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসবে একটু একটু করে! হয়ত দ্রুত...
দেখলে তো, সব ঠিক হয়ে যাবে!
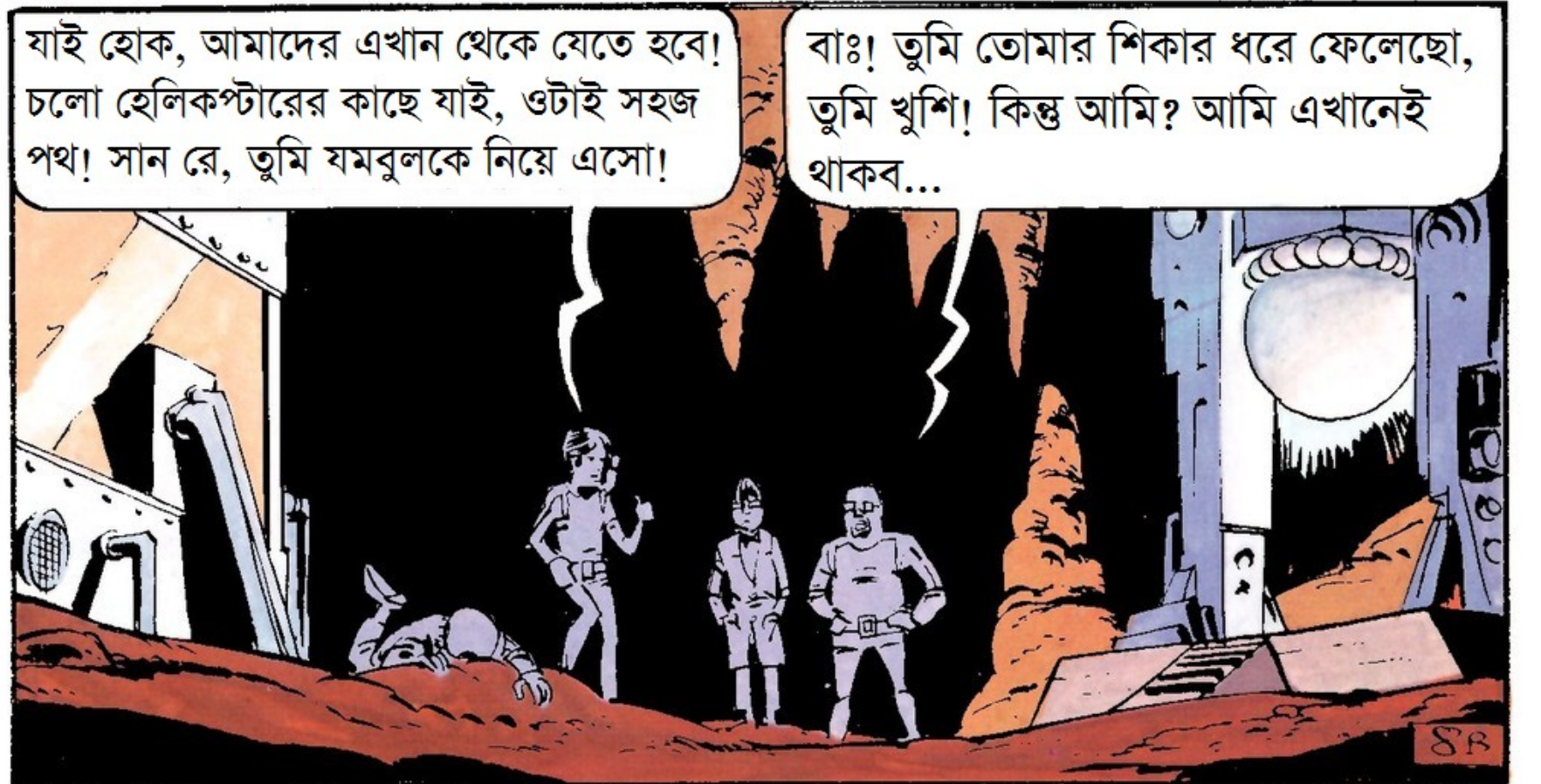
যাই হোক, আমাদের এখান থেকে যেতে হবে! চলো হেলিকপ্টারের কাছে যাই, ওটাই সহজ পথ! সান রে, তুমি যমবুলকে নিয়ে এসো!
বাঃ! তুমি তোমার শিকার ধরে ফেলেছো, তুমি খুশি! কিন্তু আমি? আমি এখানেই থাকব...
8B

কিছুক্ষণ পরে...

...আর তারপর, আমরা যখন গ্যালাক্সিটিতে ফিরব, তুমি তোমার ব্যস্ততার মাঝে কয়েক মিনিট বের করে আমাকে আগের আকারে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা কোরো, ঠিক আছে?

কিন্তু বেরোবার পথে...
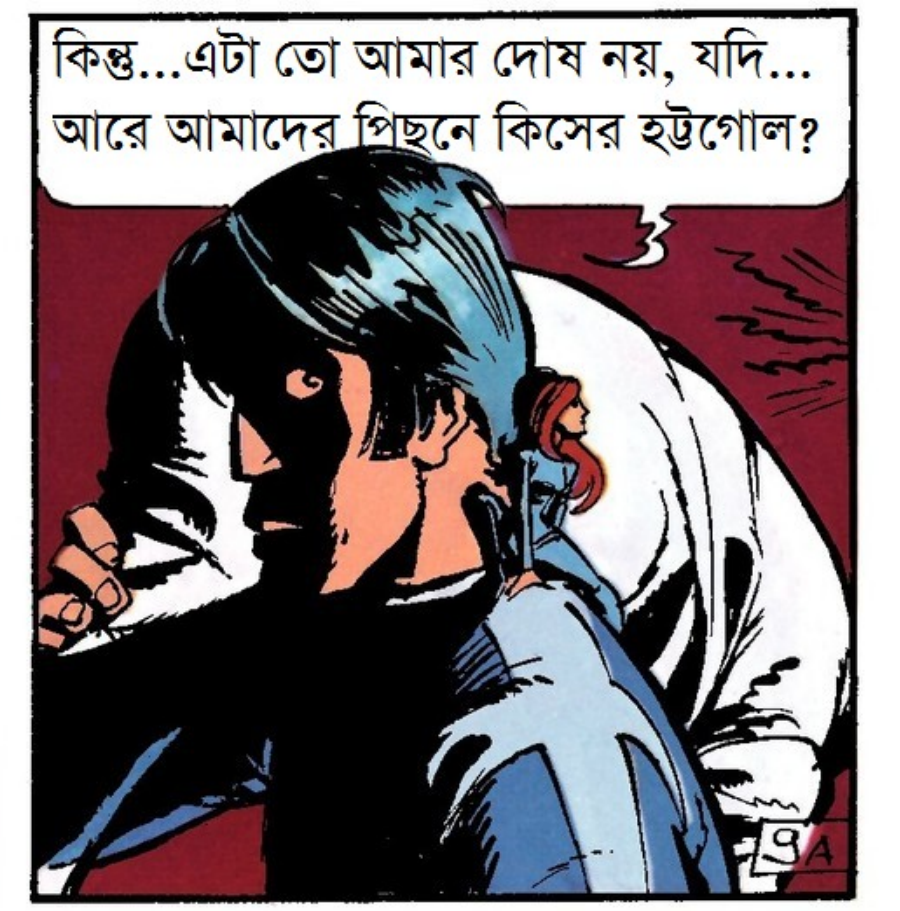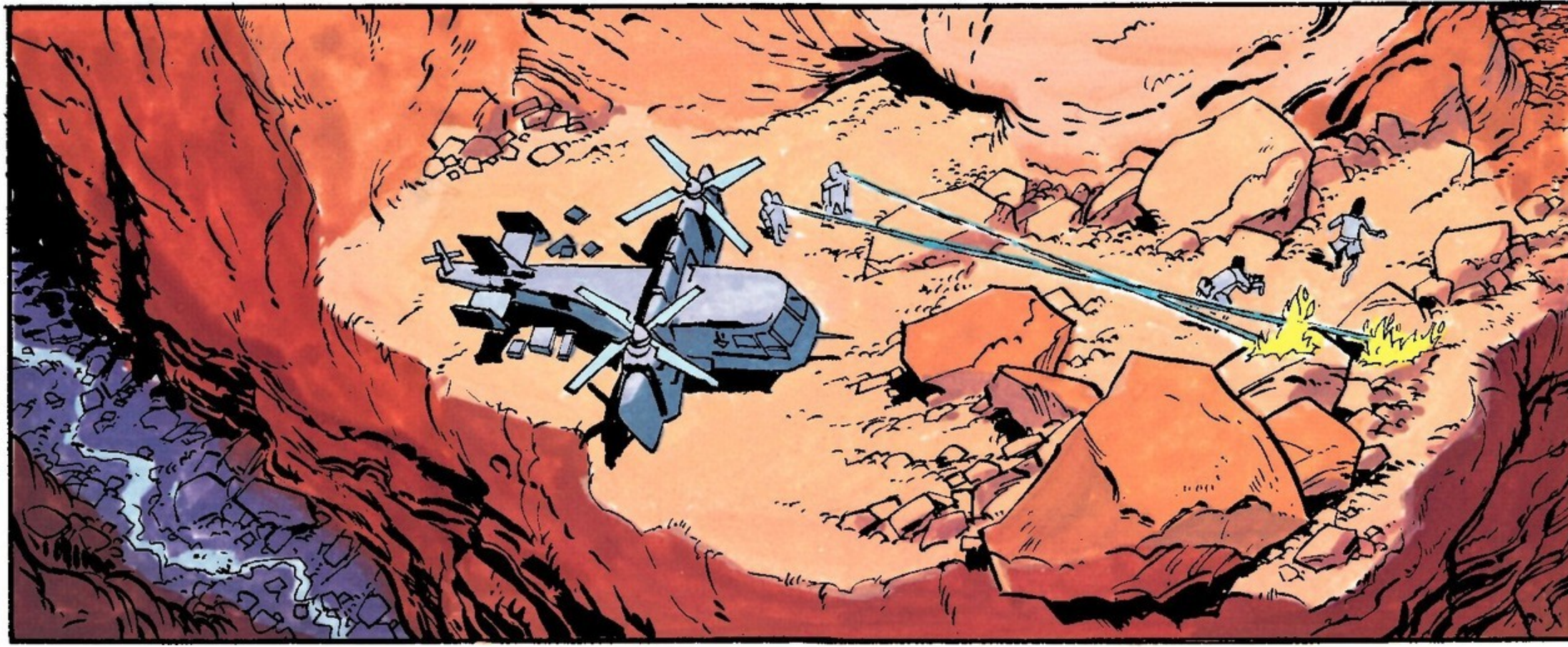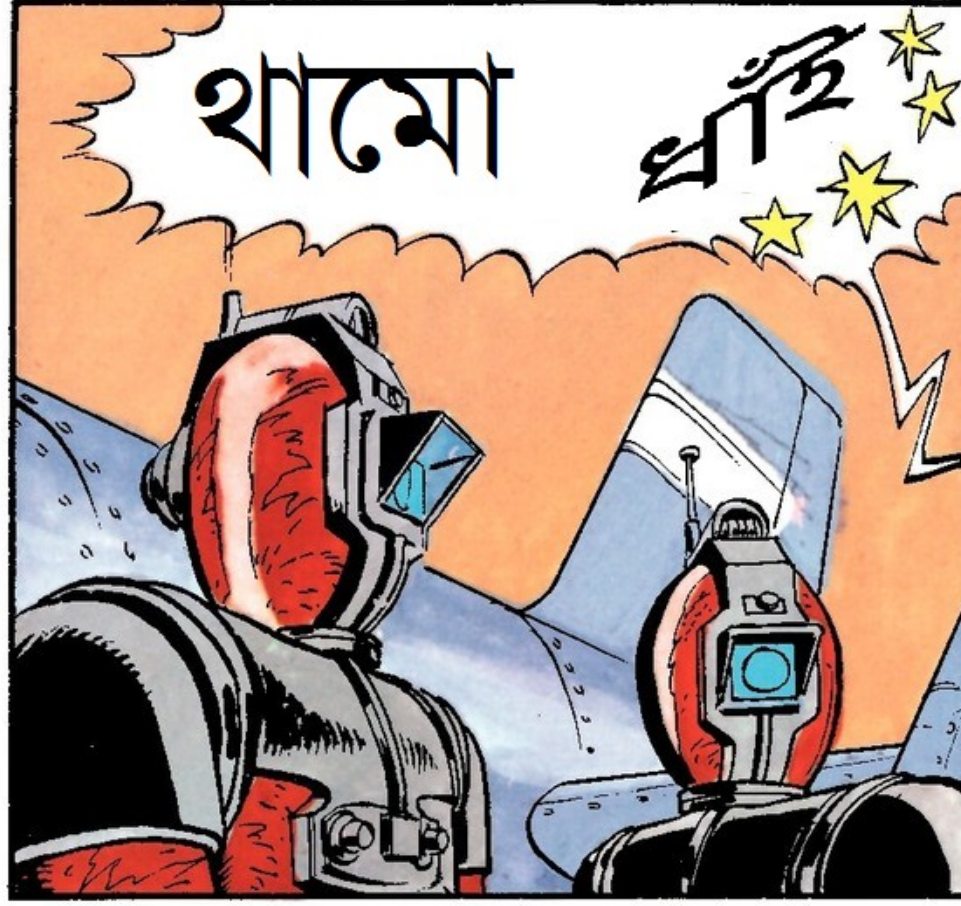
এবং ব্যারেন মেসার উপরে একটা দৌড় শুরু হল...
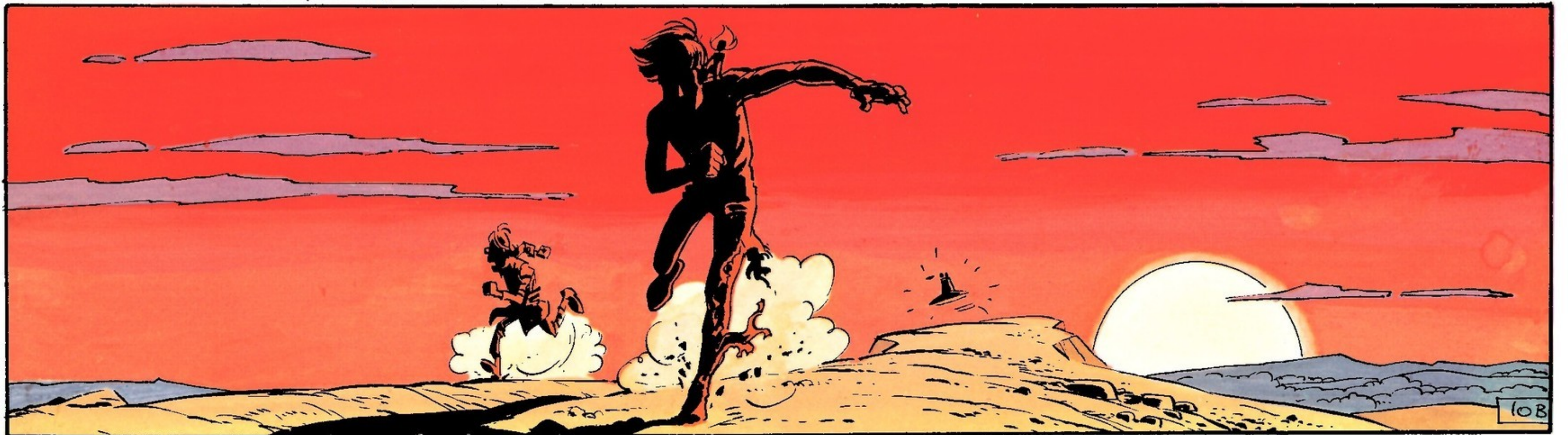
দৌড় চলতেই থাকল! প্রায় প্রতি পদে পদে হোঁচট খেতে খেতে ভ্যালেরিয়ান গিরিখাতের গোলোকধাঁধাঁয় প্রবেশ করল...

শিগগিরই...
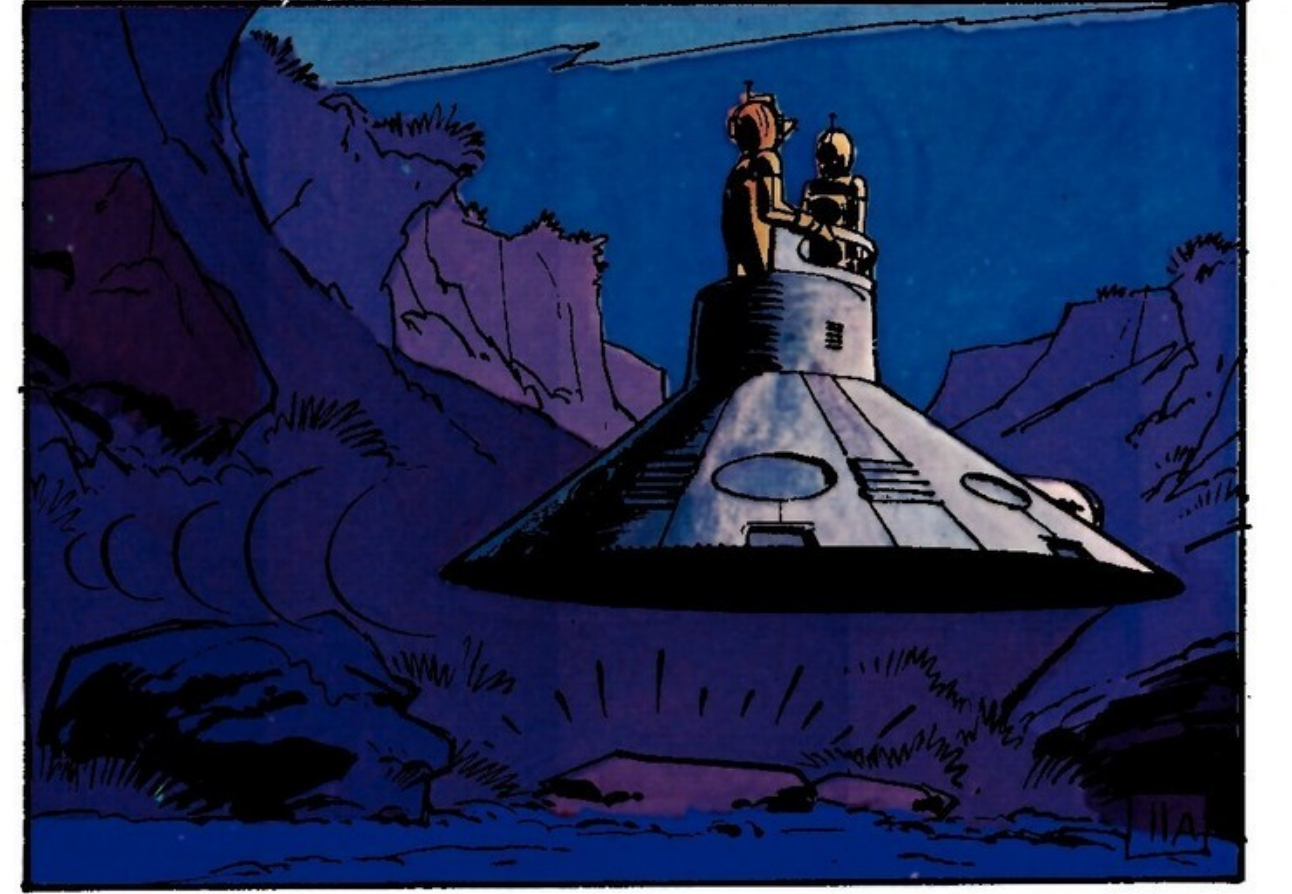
আরও কয়েক মিনিট উদ্বিগ্নভাবে কাটানোর পর...

দলটা আবার চলতে লাগল!
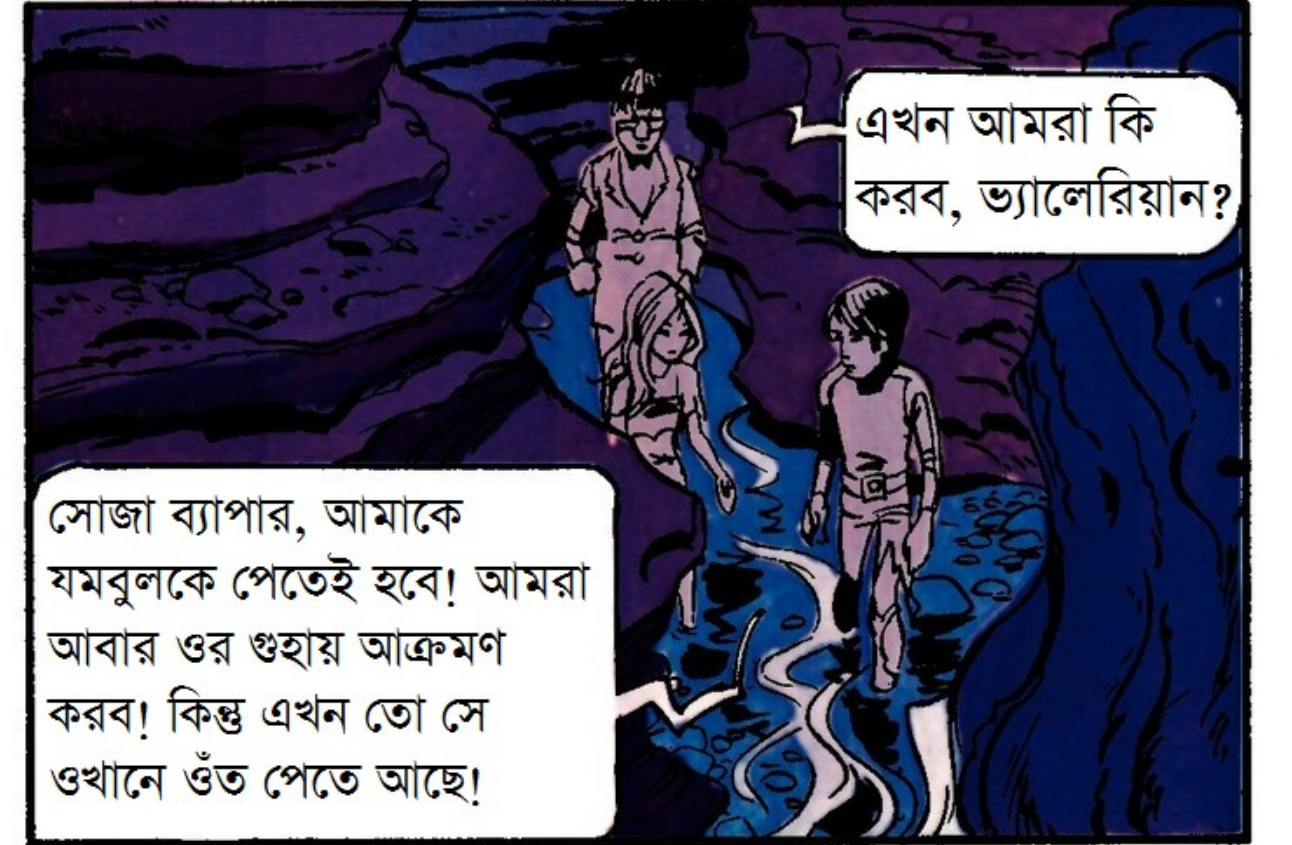
সারা রাত ধরে অস্বাভাবিক গরমের মধ্যে ওরা হেঁটে চলল...

অবশেষে,ভোরবেলায়, একটা শেষ চড়াই পেরিয়ে...

তিন পলাতক নীচের বাড়িতে পৌছানোর জন্য যখন কষ্ট করছিল, একটা অদ্ভুত মিষ্টি শব্দ তাদের স্বাগত জানালো...

পরে...
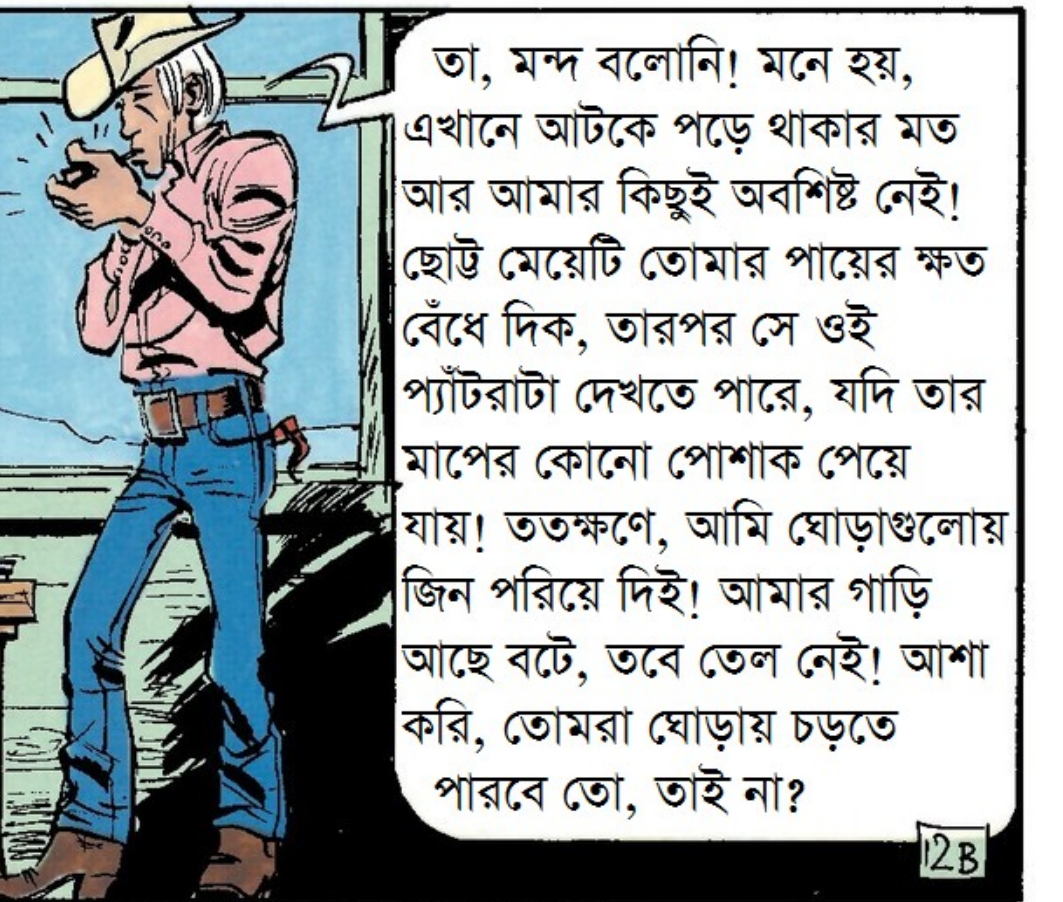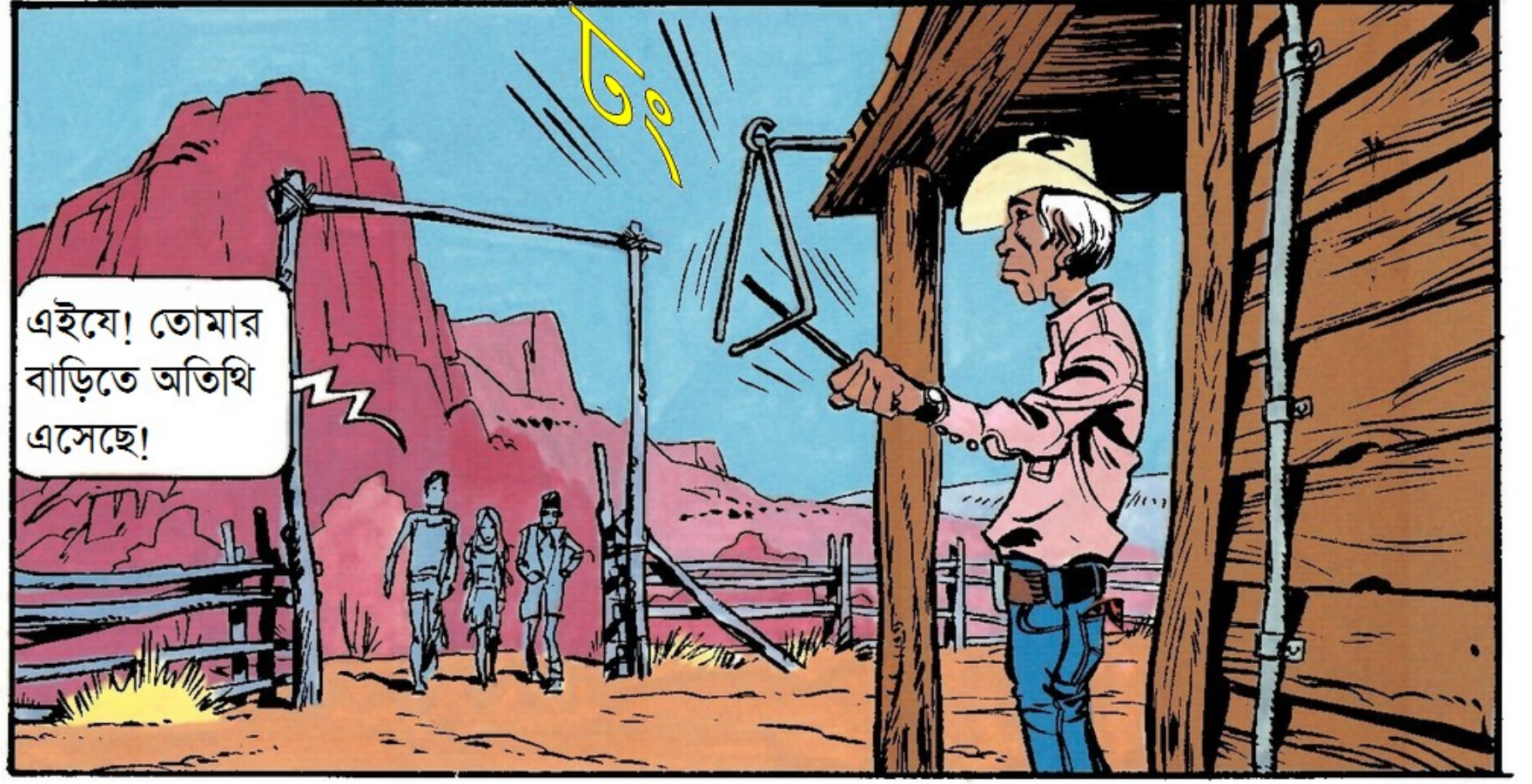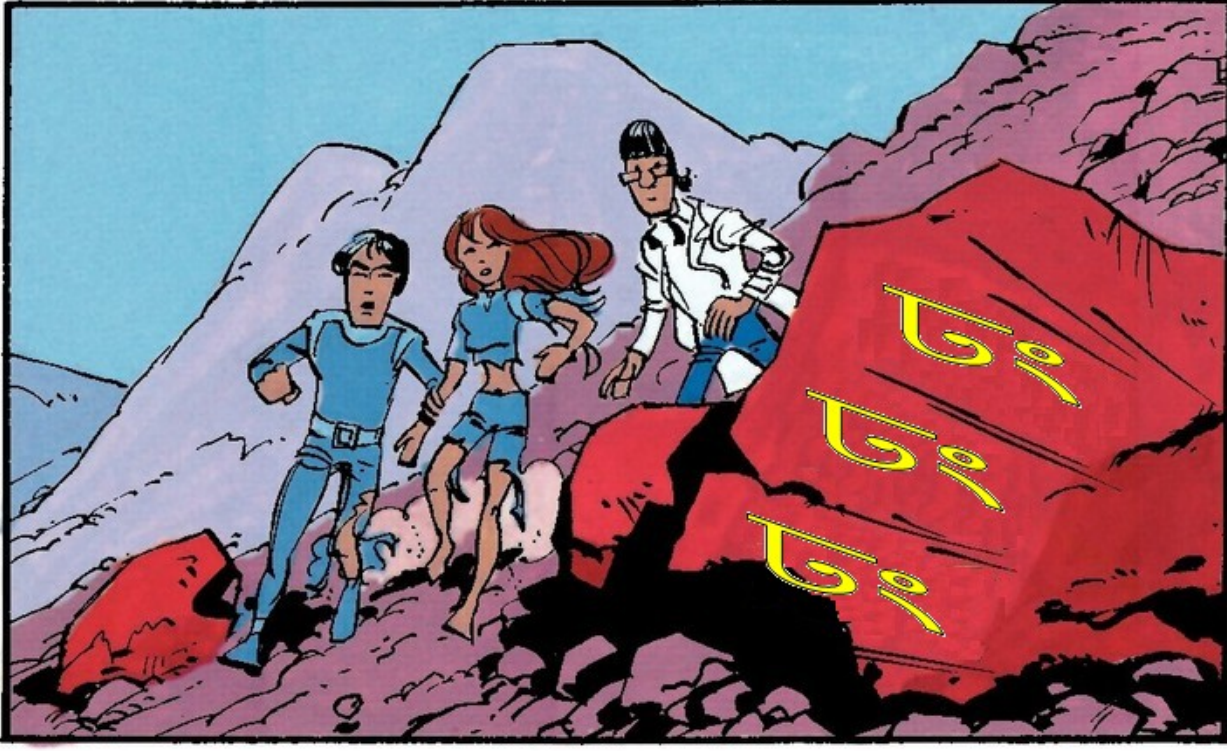
ঝলসানো গরমের মোকাবিলা করতে করতে বুড়ো মানুষটি তার খোঁয়াড়ে গেল! প্রায় একইরকম দুলুনি নিয়ে পৃথিবীর বহির্ভাগে বয়ে গেল প্রবল ভুমিকম্প...

...এবং ঘরের ভিতরে...
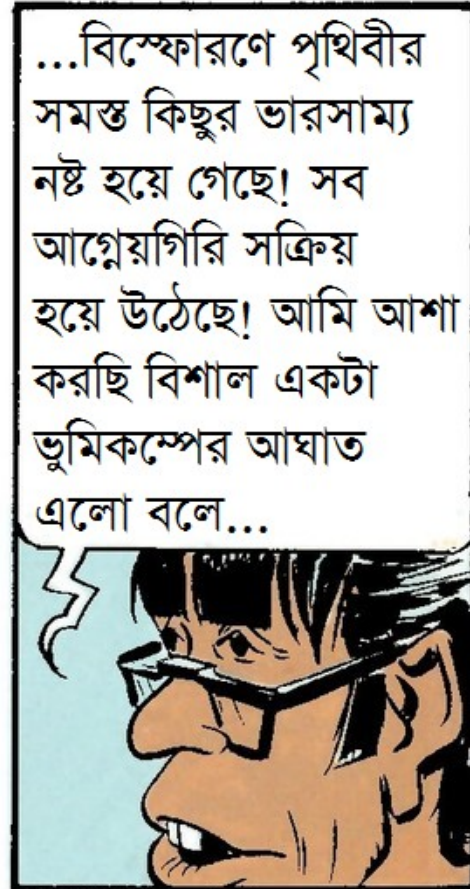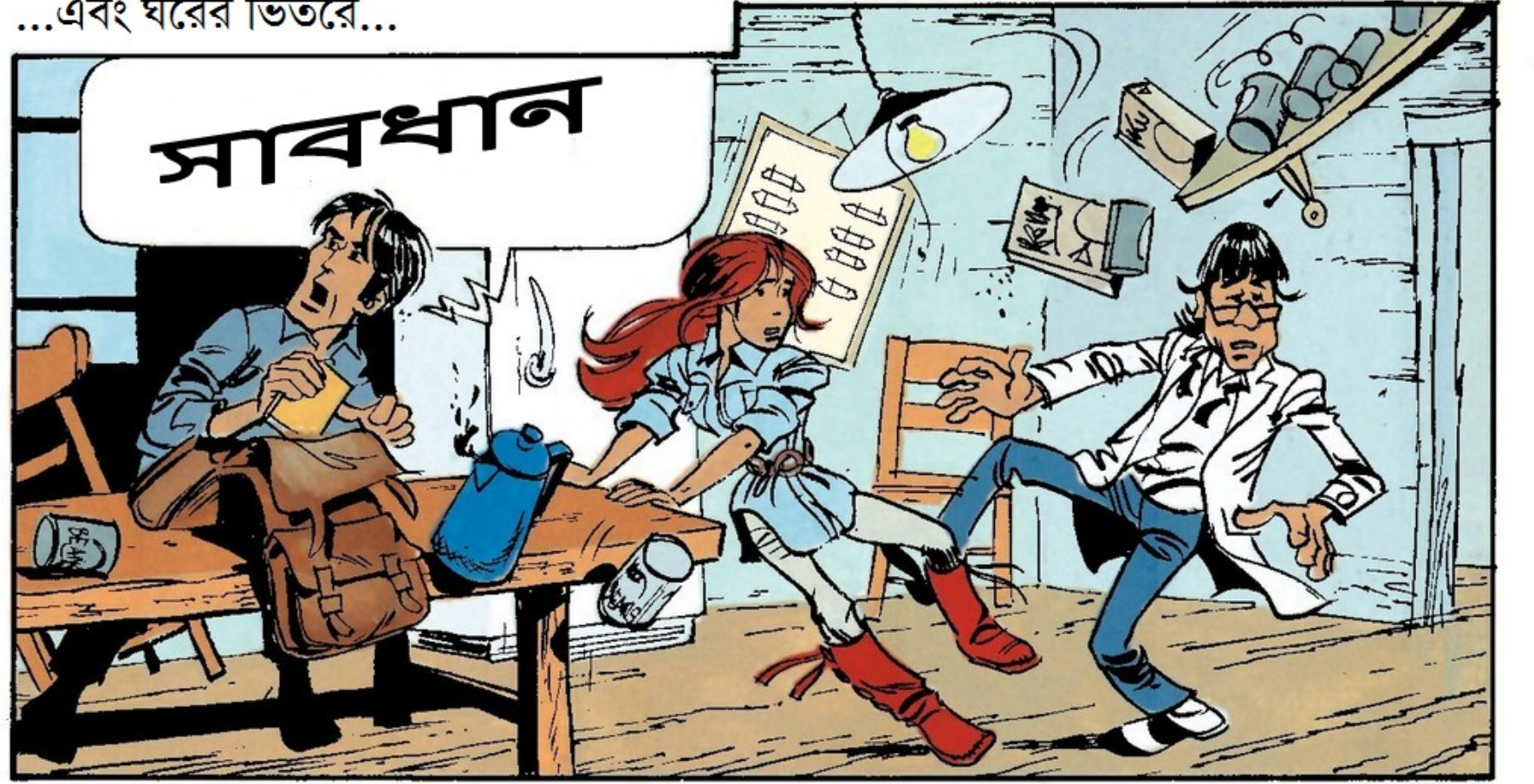
শীঘ্রই, ধ্বংস হয়ে যাওয়া প্রকৃতির মধ্য দিয়ে, পুরাতন আর নতুন ফাটল আর গহ্বরের পাশ দিয়ে চারজন অশ্বারোহী প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে চলল...

শেষ পর্যন্ত বড় রাস্তা দেখা গেল...

কিন্তু যে দৃশ্য দেখা গেল, তা মোটেই সুখের নয়!

কি হয়েছে?
জানি না! আমরা এখানেই কয়েকঘন্টা ধরে আটকে আছি! সম্ভবত আরো উত্তরে কোথাও দুর্ঘটনা ঘটেছে!
বাচ্চাগুলো ক্ষুধার্ত! কেউ বলতে পারবেন, কাছাকাছি শহর আছে কিনা?
আর প্রায় প্রত্যেকেরই তেল ফুরাতে বসেছে...

এ তো ভয়ানক!!
হ্যাঁ! আর জলের তলায় না গেলে, প্রায় সব বড় রাস্তারই একই অবস্থা! চলো, আর নীচে গিয়ে দেখে আসি কি ব্যাপার!

আরও তিন মাইল দূরে...

আমাদের আগের গাড়িটা ওর মধ্যে পড়ে গেল! ওটা এই মাত্র এমনি করে ফাঁক হয়ে গেল...
এটা পাশ কাটিয়ে যাবার উপায় নেই! তবে এটা বেশি চওড়া নয়! আমাদের একটা তক্তার সাঁকো বানাতে হবে।
আমি এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারি! কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবী জোগাড় করো, ততক্ষণে আমি আমার কুড়াল নিয়ে আসি!

শীঘ্রই...

এবং...
সাবধানে...আস্তে আস্তে... এই তো হয়ে গেল!

ঠিক আছে! এবার ঘোড়াগুলোকে একটা ট্রাকে তুলে ট্রাকটা পার করাতে হবে! তারপর সম্ভব হলে জ্যাকসনের দিকে যাবো।

আরও একটা ঘোড়া যাত্রার পর...

আমিই এখানের কর্তা...তবে হুকুম তামিল করার কেউ নেই! বড় ভুমিকম্প আসার পর সবাই পালিয়ে গেল... সব আমেরিকার পরাক্রমী সেনা! তা, আমি নিজে তোমাদের কি সেবা করতে পারি?

ভাল কথা, গান শোনার জন্য আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে কিছু মদ, তামাক আর ব্যাটারি আছে! কী দারুণ জীবন, তাই না?

শহরের অবস্থা সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা আছে?
পরোয়া করি না! পৃথিবী খতম হয়েছে! সব সাবাড় হয়েছে! তাই তোমরা ভাগো আর আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও!

বাইরে ফিরে...
শোনো, এখানেই আমাদের আলাদা হয়ে যাওয়া উচিত! আমি এই এলাকাটা আমার হাতের তালুর মত চিনি! এখানে আমি একপাল পশু জোগাড় করে ফেলব যাতে দুর্ভিক্ষকে দূরে সরিয়ে রাখা যায়...
ওই লোকটা অকর্মার ধাড়ি!
আর আমার মনে হয় যমবুলের ঘাঁটি আক্রমণ করার জন্য যা দরকার সবই এখান থেকে পেয়ে যাবো!

তোমাকেও বিদায়! দেখে শুনে চলিও! ভালো থেকো!
অনেকক্ষণ সঙ্গে থাকলাম, কিন্তু আর থাকতে পারছি না বলে দুঃখিত! আমার একটা জরুরী কাজ করতে আছে! বিদায়!

স্ক্রোয়েডার, একটা জিপ দখল করে তেল ভরে রেডি করো! আমি কিছু অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে আসি! এবার ভালোরকম তৈরী হয়ে যমবুলের মোকাবিলা করতে যাবো!
ঠিক কথা!
আমি তাহলে একটু বাজার করে নিই...
16A

একদম যা চেয়েছি!
অস্ত্রাগার প্রবেশ নিষেধ

তাহলে,ক্যাপ্টেন, আমি যা চাইছি তা কি ভালভাবে দেবে? না কি...
দুল হও এখান থেকে, নইলে আমাল লোক ডাকব! বদমাশ মেয়ে...
?

...এখানে কেউ নেই, তুমি আগেই বলেছ, সুতরাং...
ধাঁড়
দাম

কয়েক মিনিট পর...
ঠিক আছে! আশা করি এই গোলাগুলিই যথেষ্ট! তা জিপ কি রেডি?
হ্যাঁ, হয়ে গেছে!
ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক শেষ পর্যন্ত দারুণ সাহায্যকারী হয়ে গেল।তিনি সামরিক পুঙ্খানুপুঙ্খ মানচিত্র দিলেন আর রাস্তার জন্য কিছু মদ আর সিগারও দিলেন!

ইয়েলোস্টোনের পথে ঢোকার আগে আমরা এই রাস্তা ধরে চললে অনেকটা রাস্তা ভালোভাবে যেতে পারি!
আশা করি এই রাস্তায় খুব বেশি ফাটল হবে না!
16B

ওই নিষ্ঠুর আবহাওয়ার মধ্যে গাড়ি সাবধানে এগিয়ে চলেছে! ভেতরের সবাই দারুণ সতর্ক, হঠাৎই...
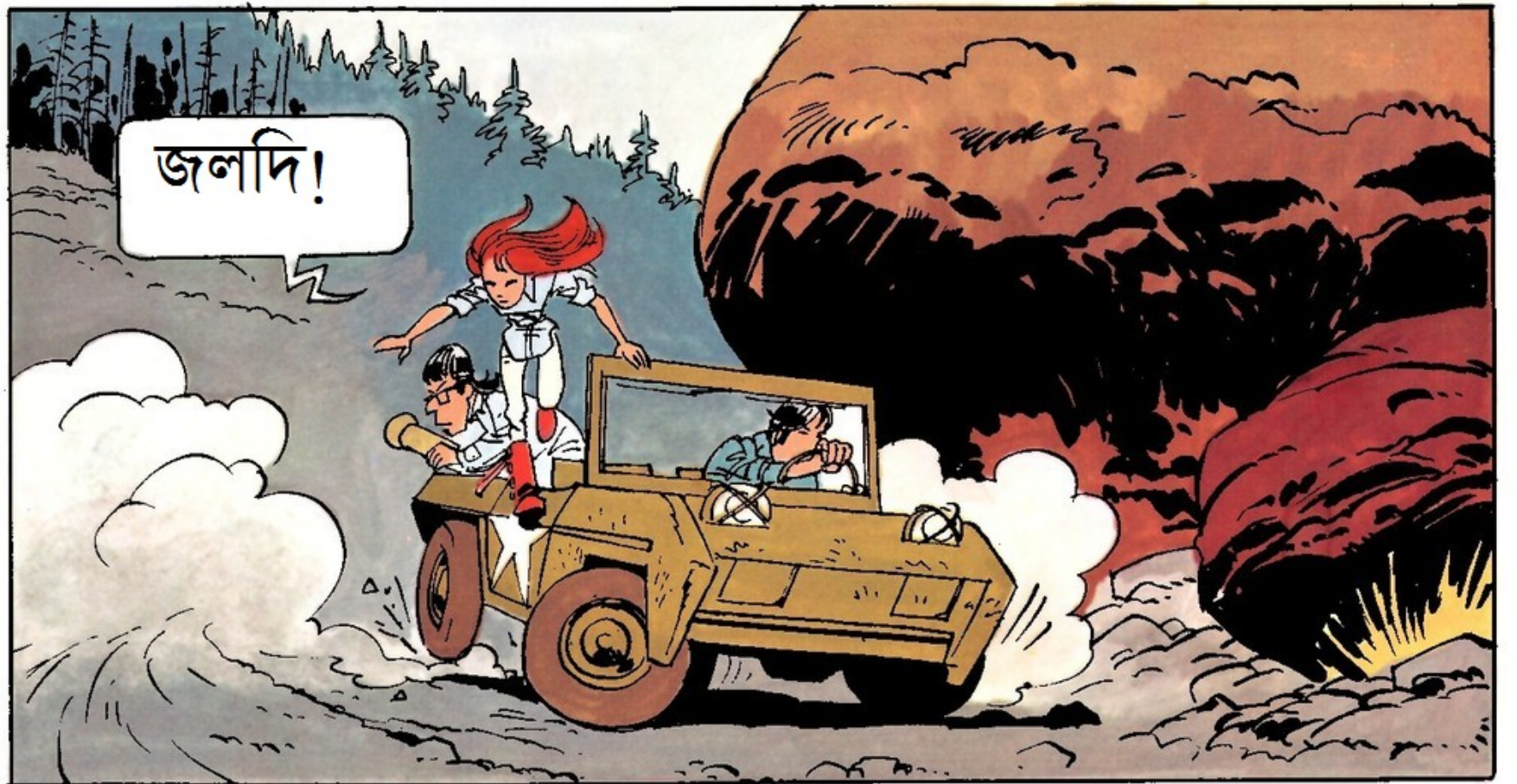
আর যেই লরেলাইন ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চালাতে লাগল...
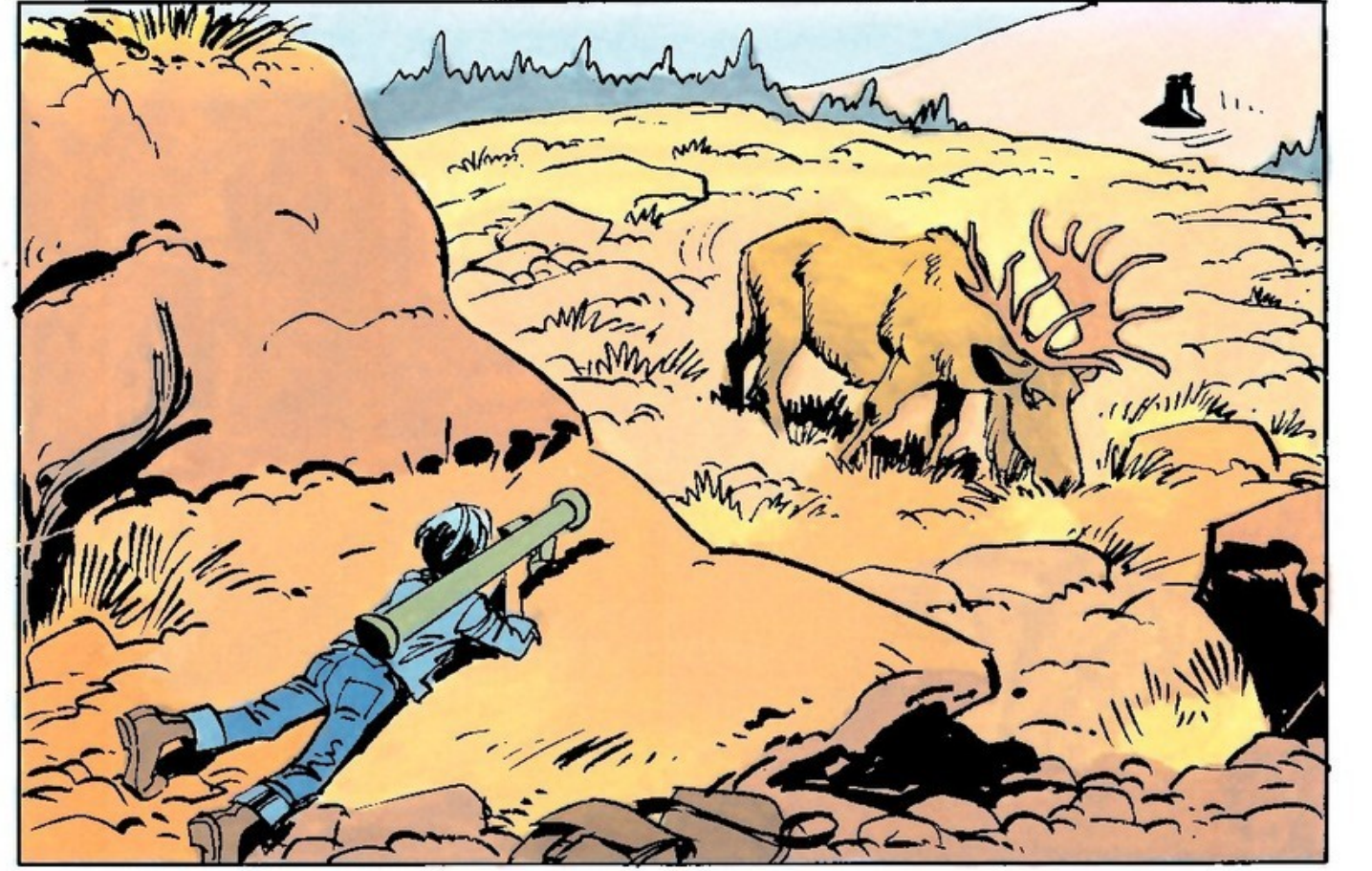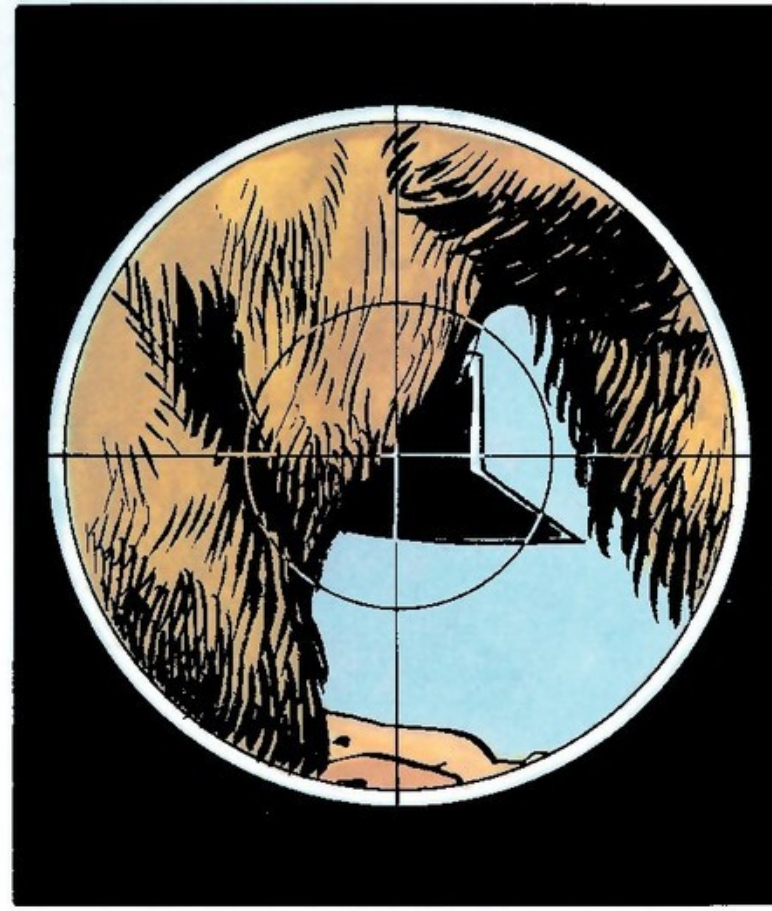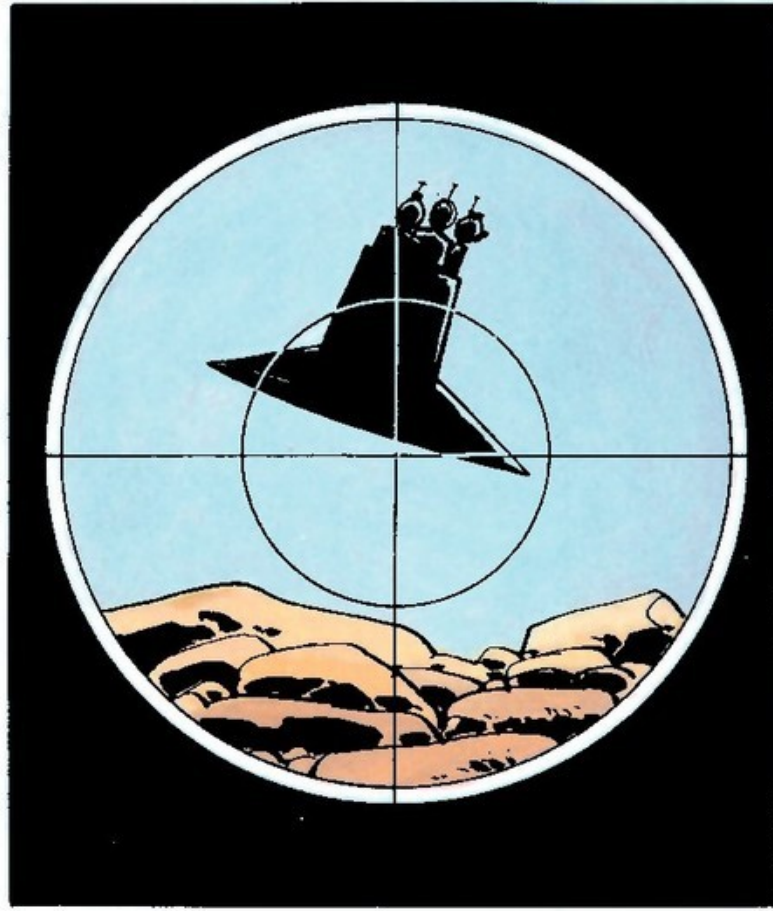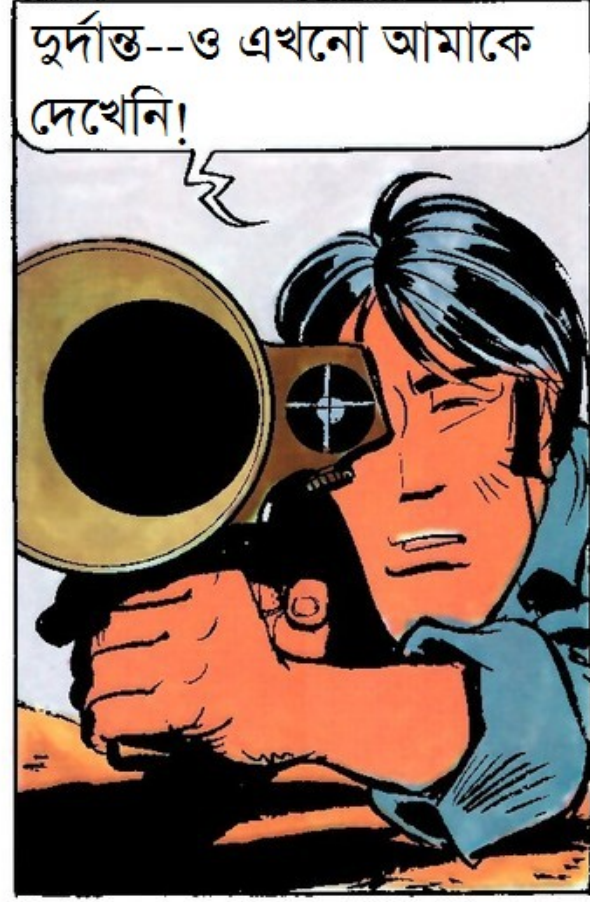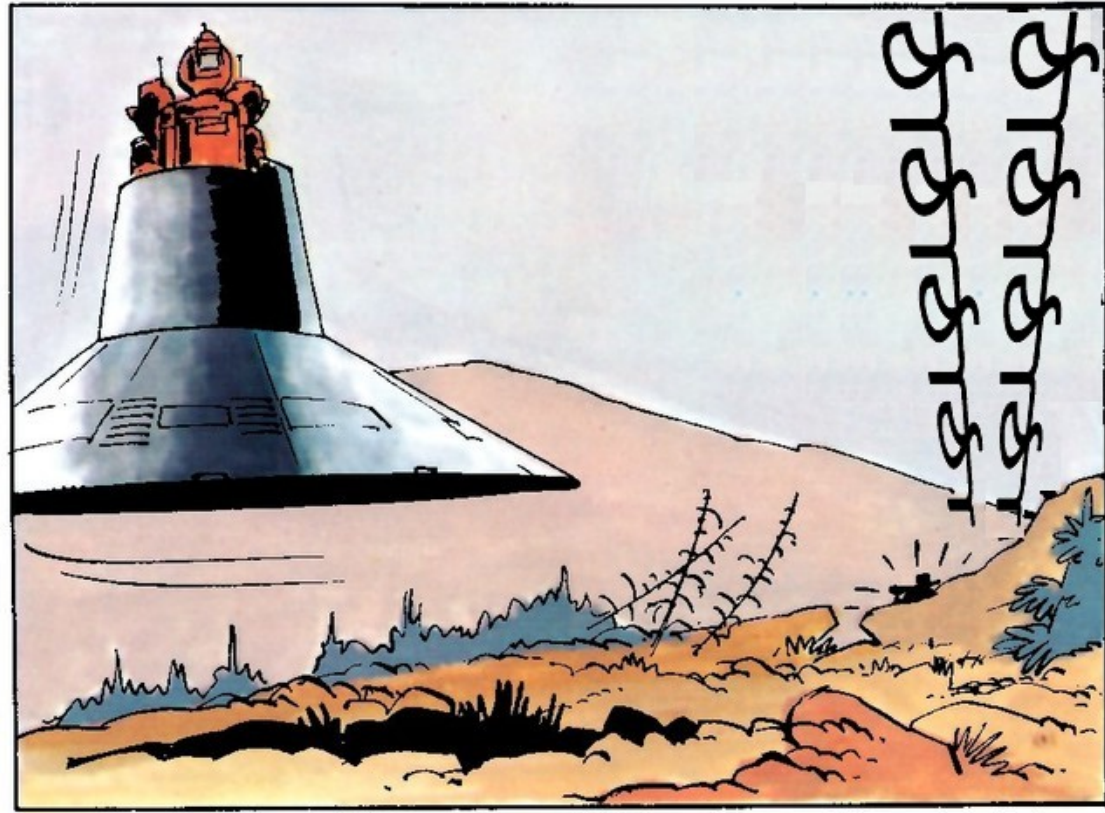
...উপরে বেরিয়ে থাকা পাথরে লরেলাইনের লক্ষ্য আড়াল হওয়ায়, সে থামতেই একটা ভয়ার্ত নিঃশব্দ যেন সবাইকে গ্রাস করে ফেলল...
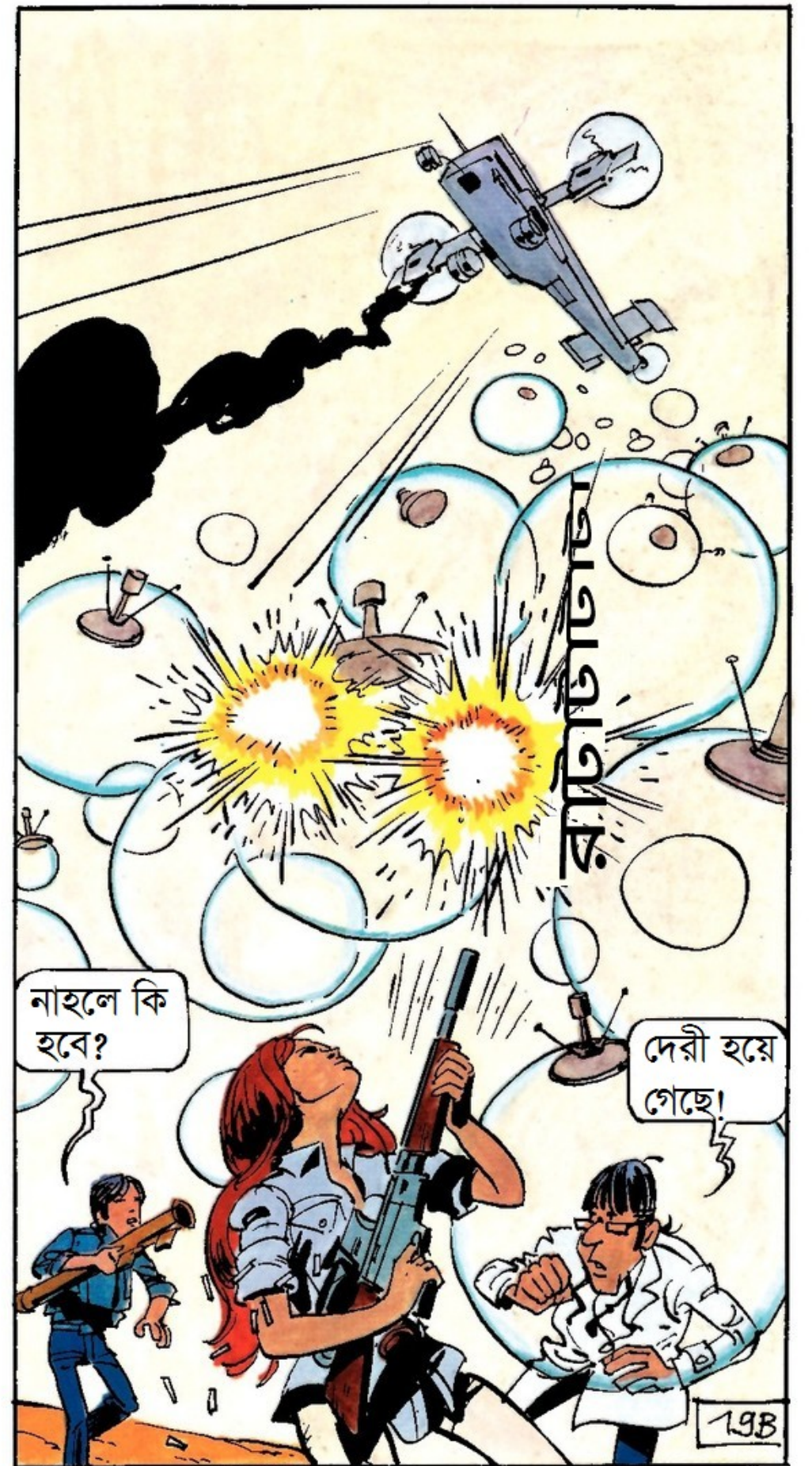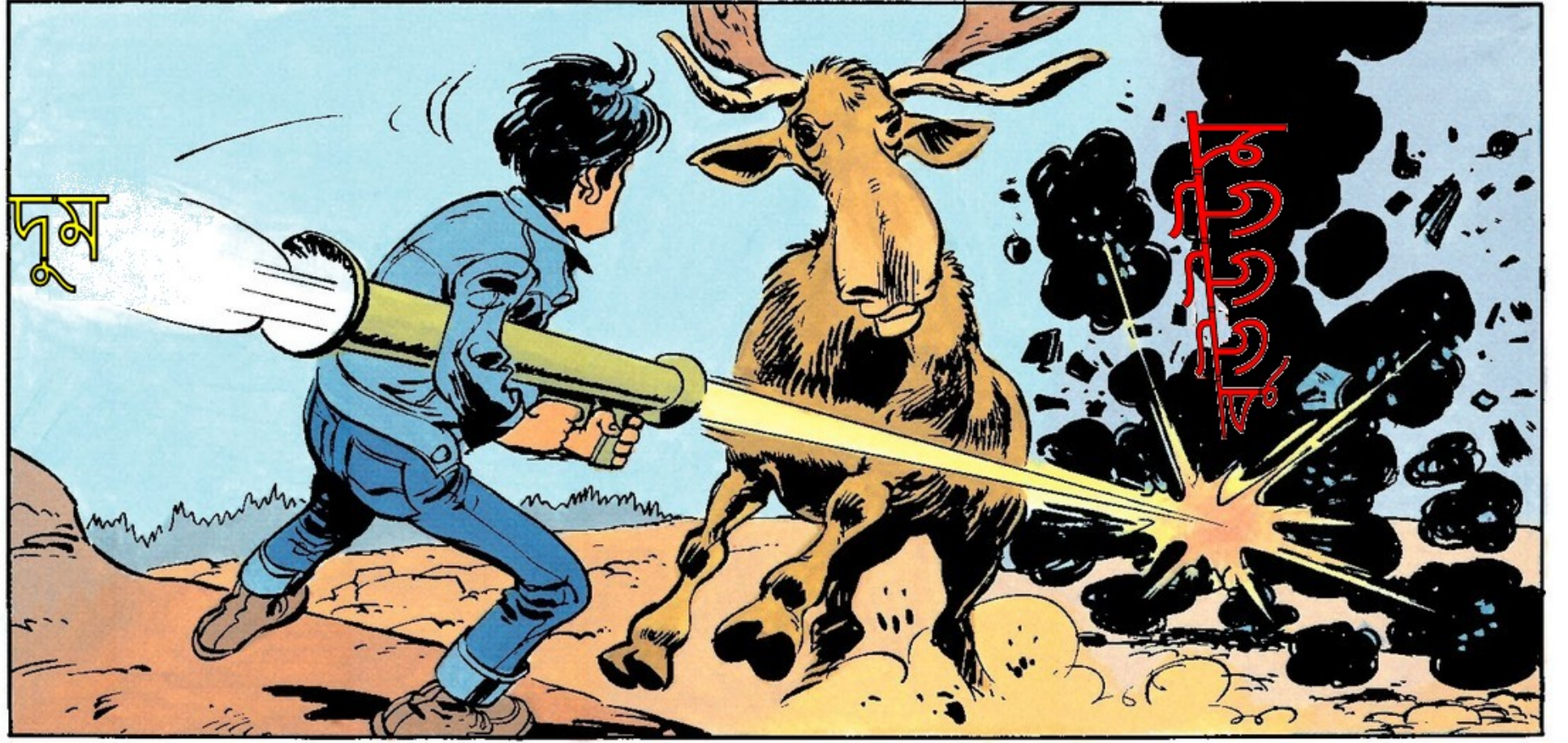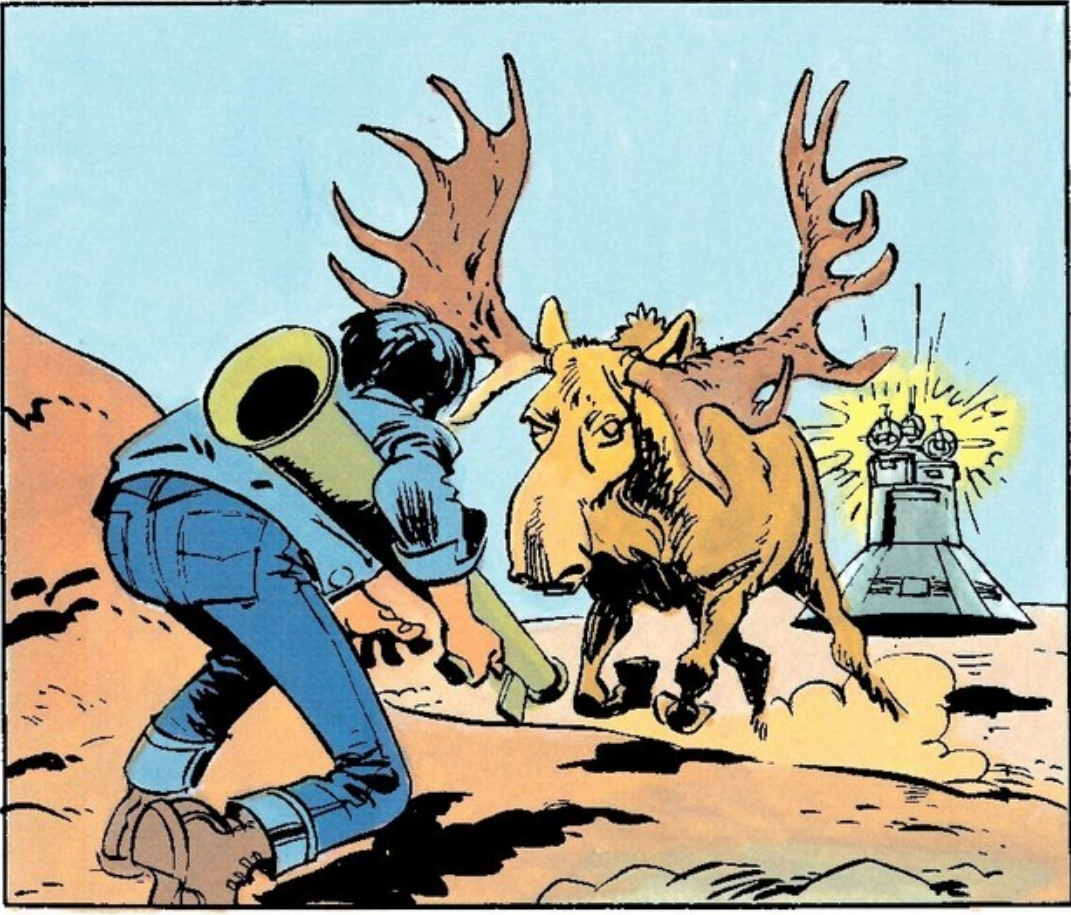
...ইতিমধ্যে, তখনো চক্কর কেটে যাওয়া উড়োজাহাজটা...

লরেলাইন আরও অনেকগুলোকে আঘাত করল, কিন্তু ওগুলো একনাগাড়ে পড়তেই থাকল...

...ধীরে ধীরে, বুদ্বুদগুলো ওদের গ্রাস করে নিল...

দারুণ!...অভিনন্দন স্ক্রোয়েডার! ... এগুলোর ব্যাপারে আগে যদি বলতেন...

হ্যাঁ, আমাদের সাড়ে সর্বনাশ!

যমবুল নিশ্চয়ই ঘাঁটিতে ফিরে গেছে! ওর উড়োজাহাজের তো বিশেষ কিছু ক্ষতি হয়নি...

শান্তভাবে বুদ্বুদগুলো ঘাঁটির দিকে ভেসে চলল...
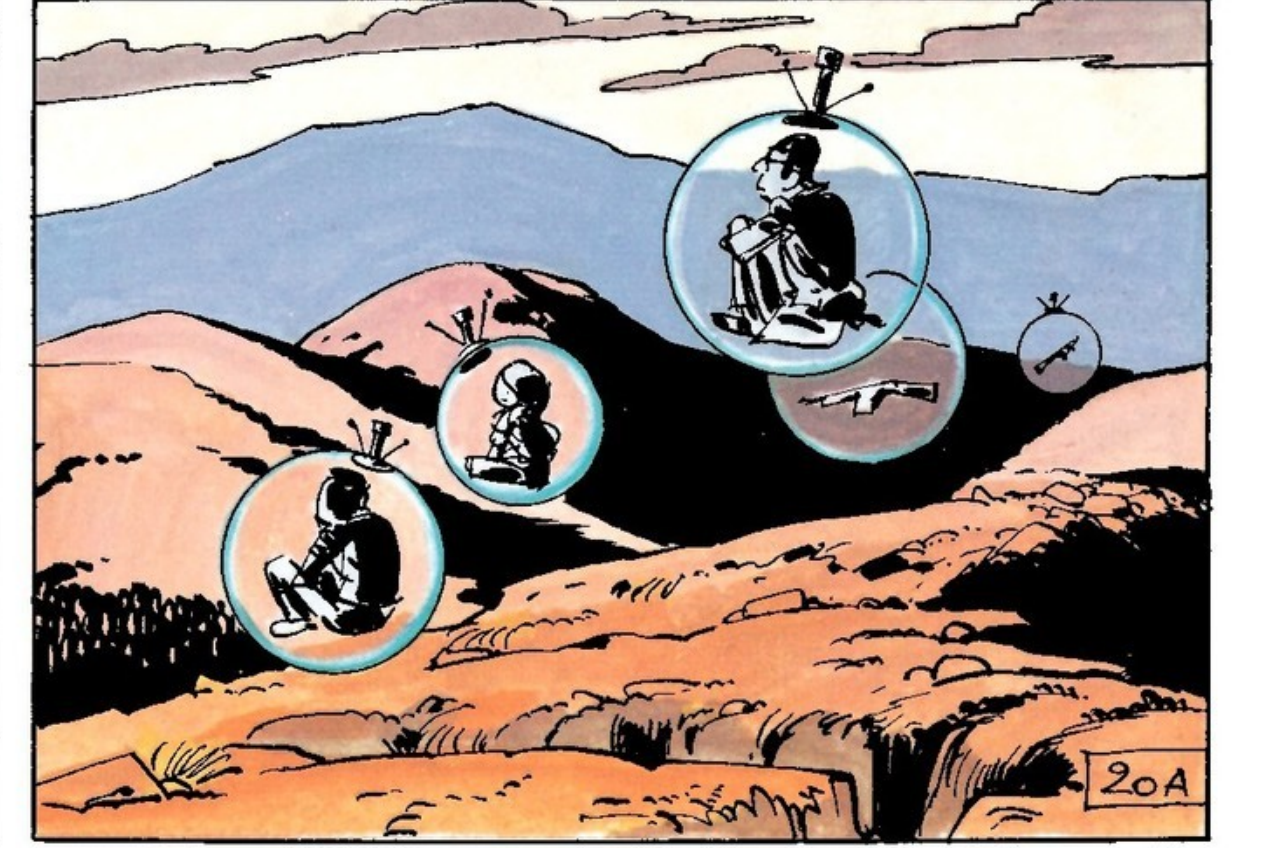
হঠাৎই আলোড়িত হওয়া জানাশোনা মাটির পৃথিবীতে যেন আগুন লেগে গেল...

বুদ্বুদ কয়েদ নিয়ন্ত্রনহীন ভাবে সোজা লাইন বরাবর এগিয়ে চলল আর শীঘ্রই লাভার নদীর স্রোতের টানে ভেসে চলল...
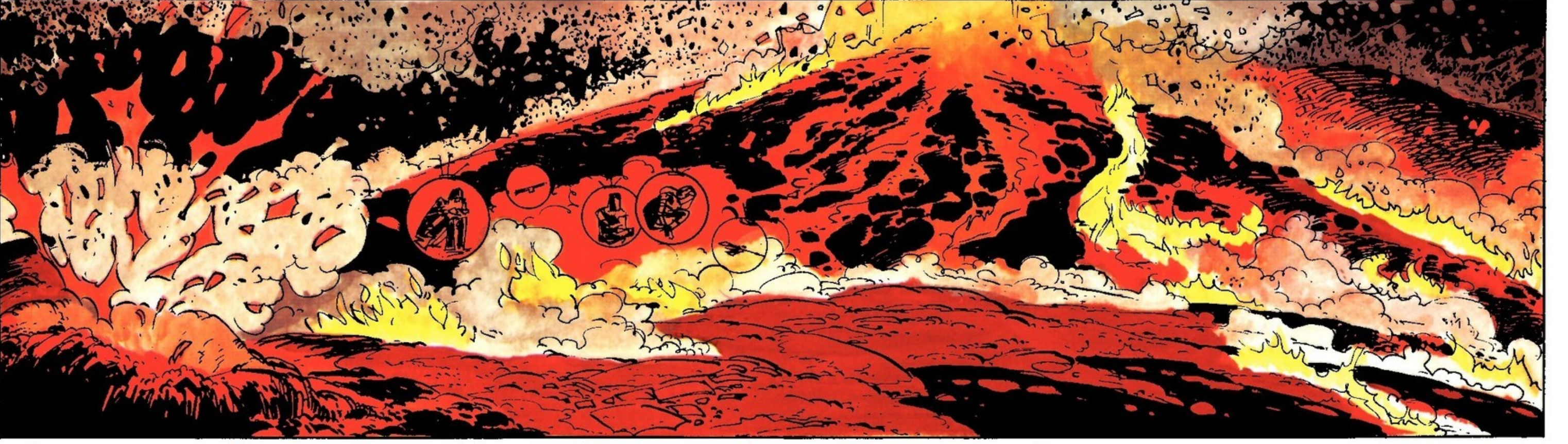
অর্ধসচেতন অবস্থায়, বন্দীরা শ্বাসরোধী আগ্নেয়গিরির ছাই ভর্তি বাতাসের প্রবাহে ধাক্কাধাক্কি করতে করতে এগিয়ে চলল...

এবং, অনেকটা সময় পরে, আগ্নেয়গিরির লাভা উদ্গীরনের প্রকোপ একটু কমে আসতেই বুদ্বুদ-কয়েদগুলি একটা ছোট্ট দিঘির উপর এসে থামল!

হঠাৎ...
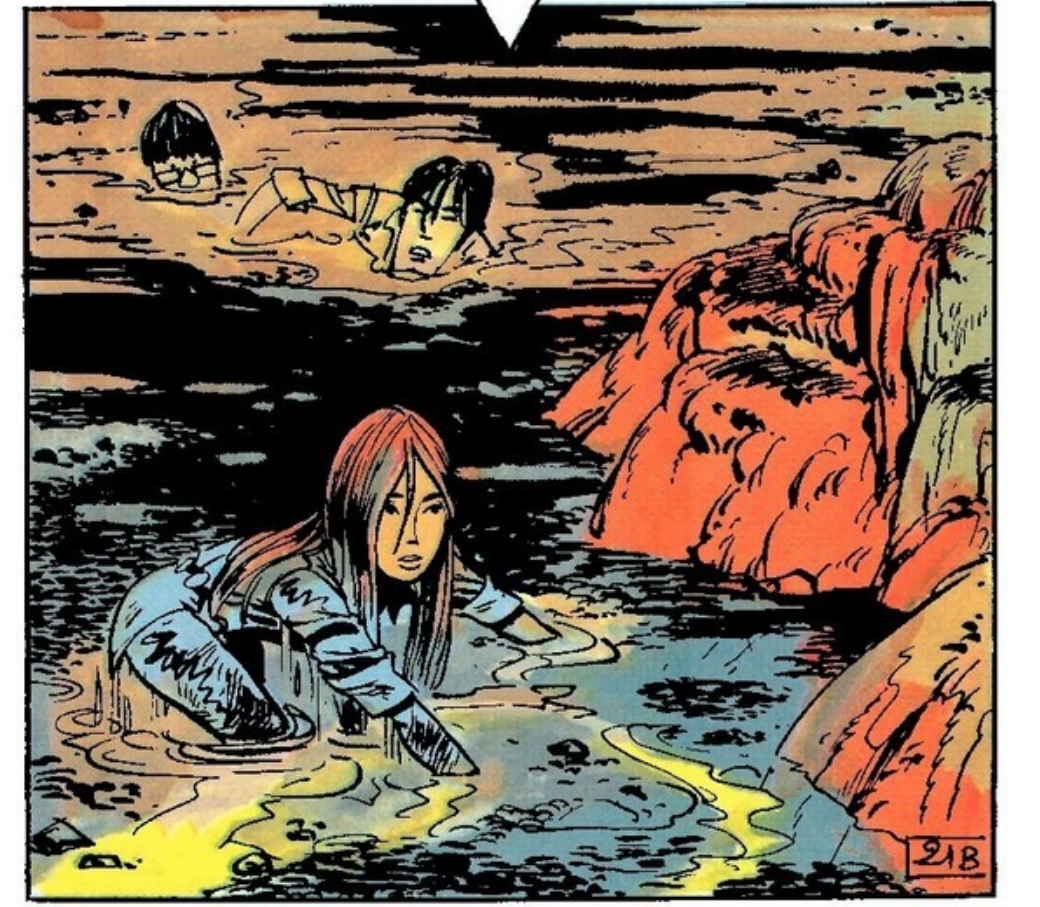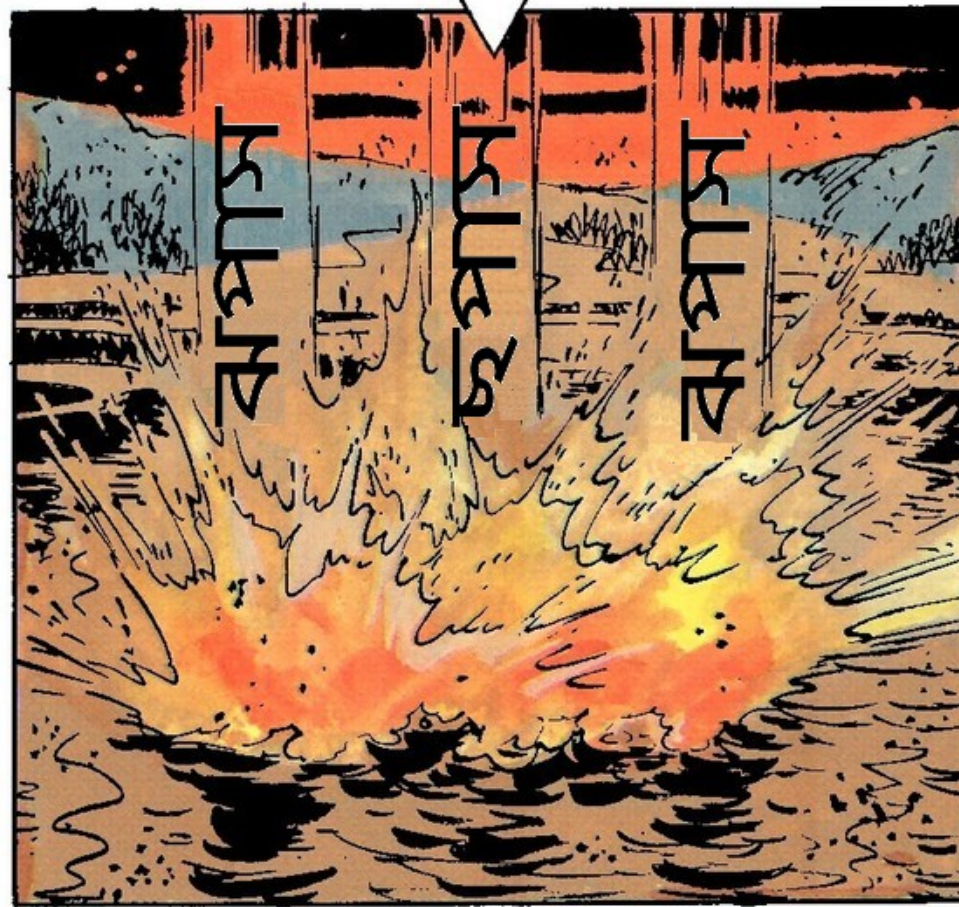
বিপর্যয়-জর্জরিত মাটির বুকে ভোরের আলো নেমে এলো! ভ্যালেরিয়ান, লরেলাইন আর স্ক্রোয়েডার নারকীয় আগুন আর ছাই ভর্তি রাত কাটিয়ে বেঁচে রইল...

শীঘ্রই...

একটু পরে...

এবং আরও অনেক আধ ঘন্টা পরে!!!

ওই
ওখানকার!

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত রকেট! পরমাণু হামলা হলে উনি এখানে পালিয়ে আসবেন আর সব নষ্ট হয়ে গেলে রকেটে চড়ে পৃথিবী ছেড়ে কক্ষপথের স্টেশনে যাবেন!
আর যমবুল শেষে ওটাই ব্যবহার করল!
তা ওই রকেটটা এখন কোথায়?
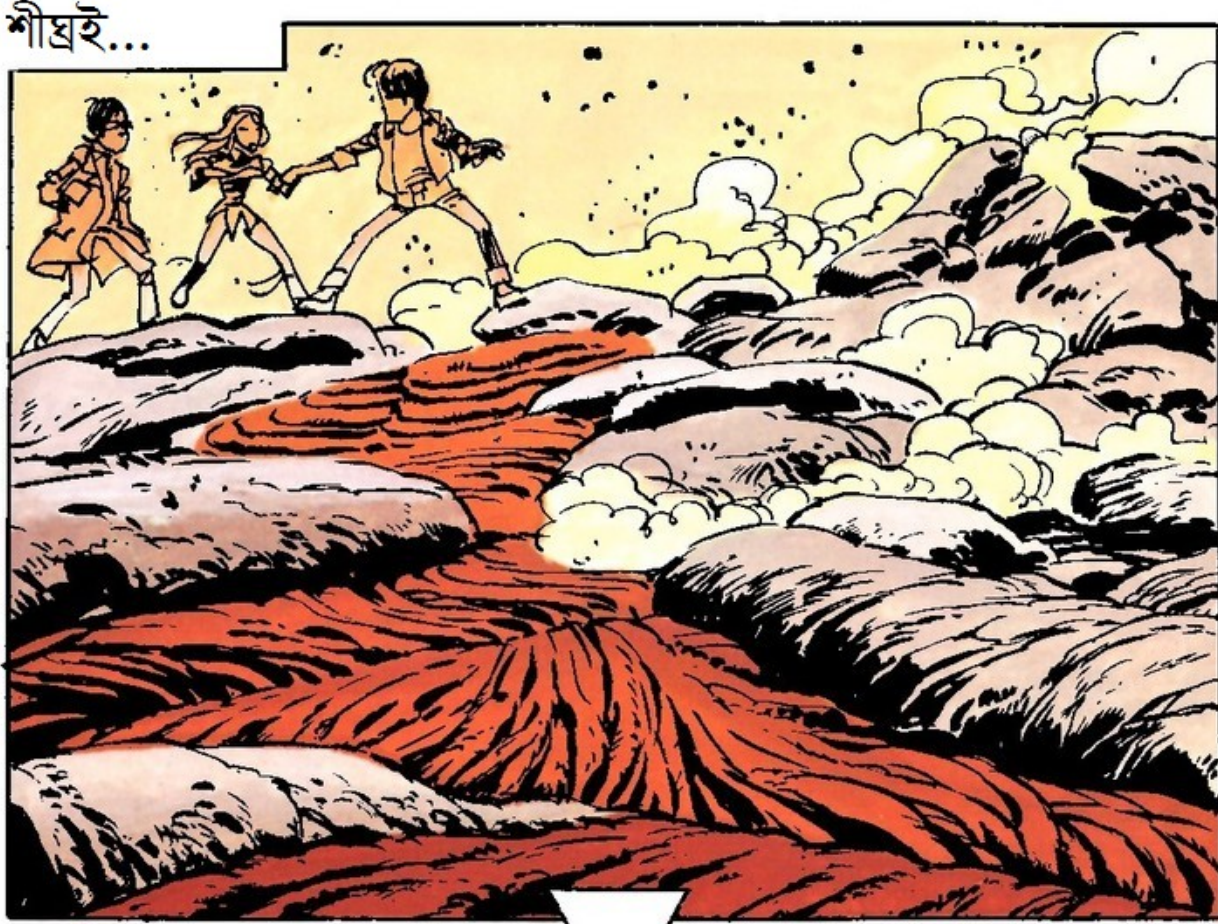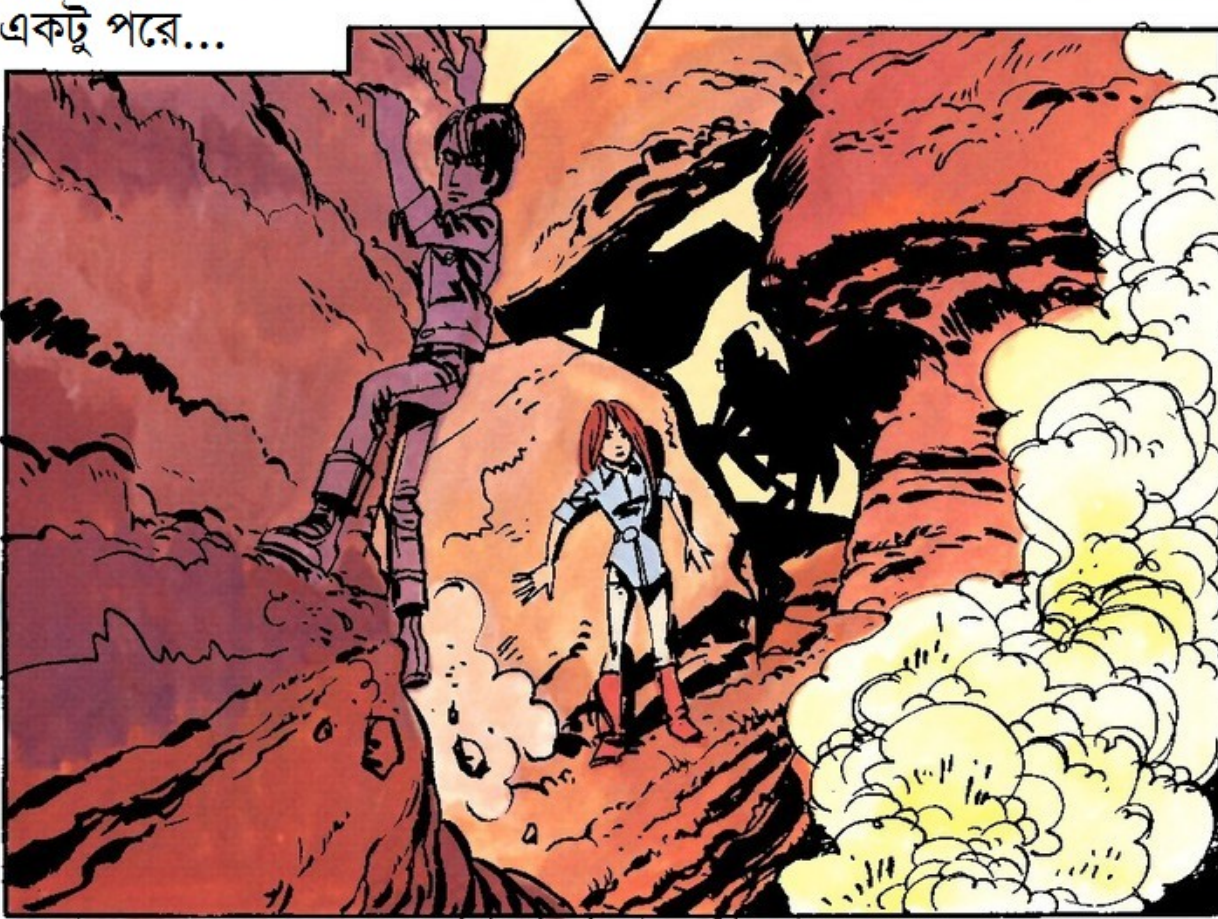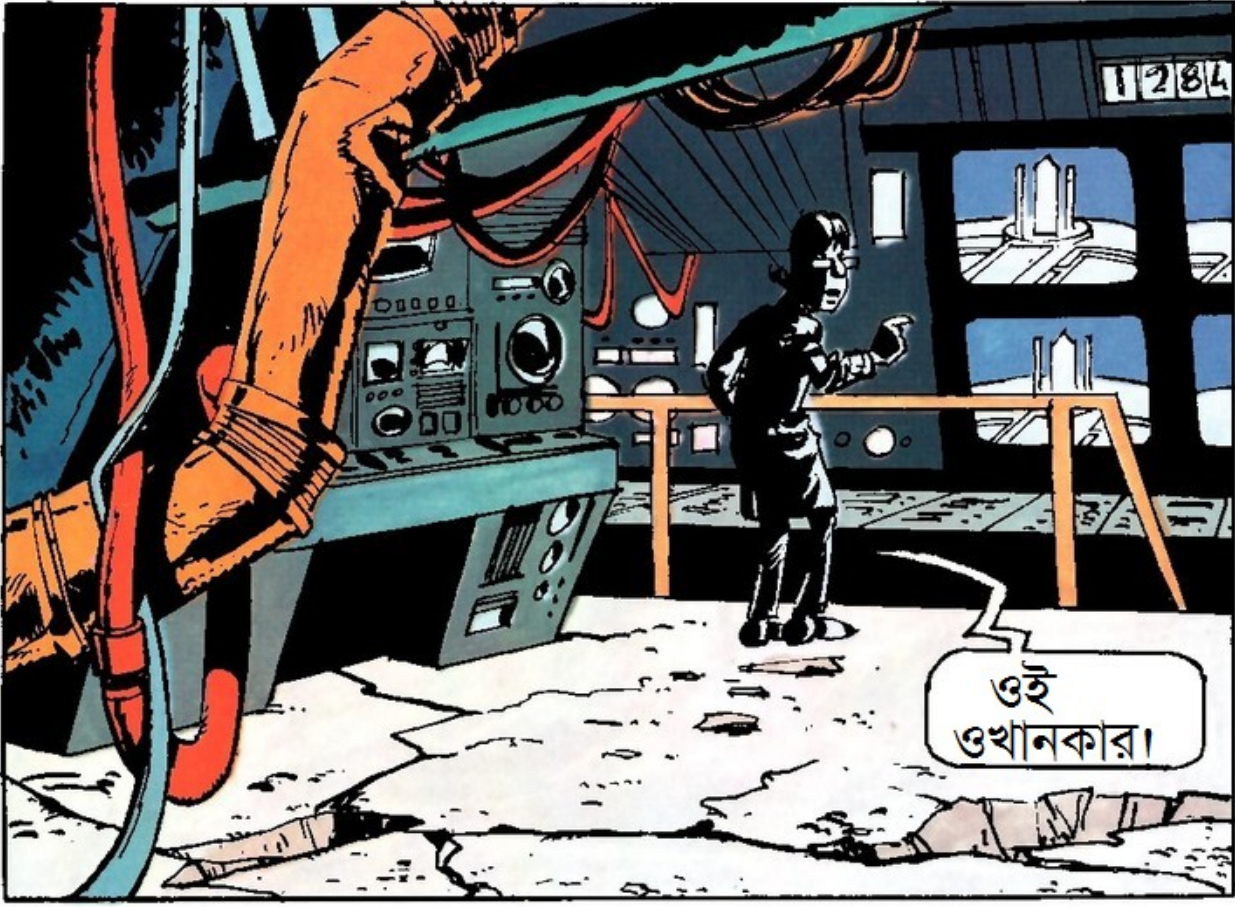
ওটা অটোপাইলটে ছিল! এখন যেটা দেখছ, সেটা ওই কক্ষপথের আশ্রয়ের ক্যামেরা থেকে সরাসরি সম্প্রসারিত হচ্ছে!...
যমবুল ওখানে ঘুরঘুর করে কি সব করে যাচ্ছে!
দেখ! নিউ ইয়র্ক থেকে লুট করে তথ্যাদি ওর কাছে!
ও কিসের উপর কাজ করছে?

আমিও তা জানতে চাই! আমি জানি ওখানেও কিছু যন্ত্রপাতি আছে, কিন্তু তা 'খুব গোপনীয়'! এমনকি আমিও জানি না ওগুলো কি নিয়ে!

কিন্তু আমরা কি করতে পারি? ওকে ধরতে তো হবেই!
ওহ...তাই! তা কিভাবে? ঘুড়ি চড়ে যাব?
ফুঃ... তোমরা কোনো উপায় খুঁজে পেলে আমাকে জানিও!

সকলেই গভীর চিন্তা করতে লাগল! ভুমিকম্পের সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রীণ বার বার ঝাপসা হয়ে গেলেও যমবুলকে কাজ করতে দেখা যাচ্ছে! যদিও সে জানে না!
তুমি কি হাল ছেড়ে দাও, দাও কি?
বাঃ! বাইরের থেকে তো ভালো আছি! তুমি গর্জন শুনছ না?

হঠাৎ...
এখানে এই জিনিসটা কি?

কিছু না...আমি আর আমার সহকর্মীরা মিলে একটা স্থান-কাল যন্ত্রের আদিরূপ তৈরী করছিলাম! কাজ করেনি! অনেকদিন আগেই ওটা বাতিল করেছিলাম!

আমি যা ভাবছি।তুমি কি তাই ভাবছ?
হ্যাঁ, কিন্তু এ অসম্ভব! প্রথম সময়যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছিল ২৩১৪ সালে, এটা ১৯৮৬ সাল! স্ক্রোয়েডার জিনিয়াস হতে পারে , তাই বলে...

এই জিনিসটা অত ভালো করে তৈরী করাও হয়নি! এটার গড়নের নকশা আবার করা দরকার!
চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে...যদি সব সার্কিটগুলো নতুন করে যুক্ত করি!
অ্যাঁ! কি...

তোমরা কি করতে চাইছ? তোমরা তো স্থান-কাল বিদ্যার প্রাথমিক পাঠই জানো না!

হয়ত পৃথিবীর দুই বা তিনজন বিজ্ঞানীই এটা পারবে...
সে যাই ঘটুক, আমি চেষ্টা করব! আমি খুটখাট করতে ভালোবাসি! আমাদের একা ছেড়ে দাও! সান রে, তুমিও যাও!
আচ্ছা, আচ্ছা...

এবং অল্প কিছুক্ষণ পরেই...
ঠিক আছে, ভুল ধরে ফেলেছি! আসলে এটা আমার দ্বৈত-কালীয় পরিসেবার প্রবেশিকার বিষয়ে ছিল! আমাদের পক্ষে সহজ, কিন্তু বিংশশতকের লোকেদের পক্ষে অসম্ভব! নাও, লিখে নাও...
বলে যাও!

একটা অদ্ভুত সমান্তরাল দৌড় শুরু হল...
যমবুল কেমন করছে?
মনে হচ্ছে, ও তথ্যাদি দেখে কোনো কিছুর সুক্ষ্ম সঙ্গতিবিধান করছে!
U.N
24A

আমি স্টেশনের স্থানাঙ্ক মিলিয়ে দেখছি! এরই মধ্যে, তুমি কিছু স্পেসস্যুট খুঁজে দেখ আর অন্যদের নিয়ে এসো!
ঠিক আছে! এইরকম একটা ঘাঁটিতে কিছু স্পেসস্যুট থাকতে বাধ্য!

শীঘ্রই...
সব পেয়ে গেছি... আর তুমি?
হয়ে গেছে! এবার সব তোমার উপর!
তোমরা পাগোল! এটা কাজ করবেই না! এটা গানিতিকভাবে অসম্ভব.
বাপরে! এখানে আর কিছুক্ষন থাকলেই গেছি আর কি!

আমরা তাৎক্ষনিকভাবে মিলিয়ে যাব! আমি তোমাকে সাব... **ইররক্!**

অবশেষে, শেষ মুহূর্তের কিছু চটজলদি প্রস্তুতির পর...
বেচারা স্ক্রোয়েডার, বেচারা সান রে, অপ্রিয় পদ্ধতি, কিন্তু আমরা ওদের এখানে ফেলে রেখে যেতে পারি না!
আমরা কোথায় যাচ্ছি, সেটাও ওদের দেখাতে পারছি না! চল, জলদি! যাবার সময় হয়েছে, সব ভেঙ্গে পড়ছে!

ঠিক আছে! সব সেট করেছি! **ইগনিশন!**
24B

পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথমবার মানব জাতি স্থান-কালের গহ্বরে ঝাঁপ দিল...

ততক্ষণাৎ ভালেরিয়ান ও লরেলাইন নিজেদেরকে মহাশূন্যে ভাসতে দেখতে পেল, ঠিক মহাকাশ স্টেশনের কাছে! পৃথিবী থেকে হাজার মাইল দূরে ওই স্টেশনেই যমবুল আশ্রয় নিয়েছে!

25A

সরাসরি যাওয়া ছাড়া পথ নেই দেখে, ভ্যালেরিয়ান হ্যাচ দিয়ে ভিতরে ঢুকল...
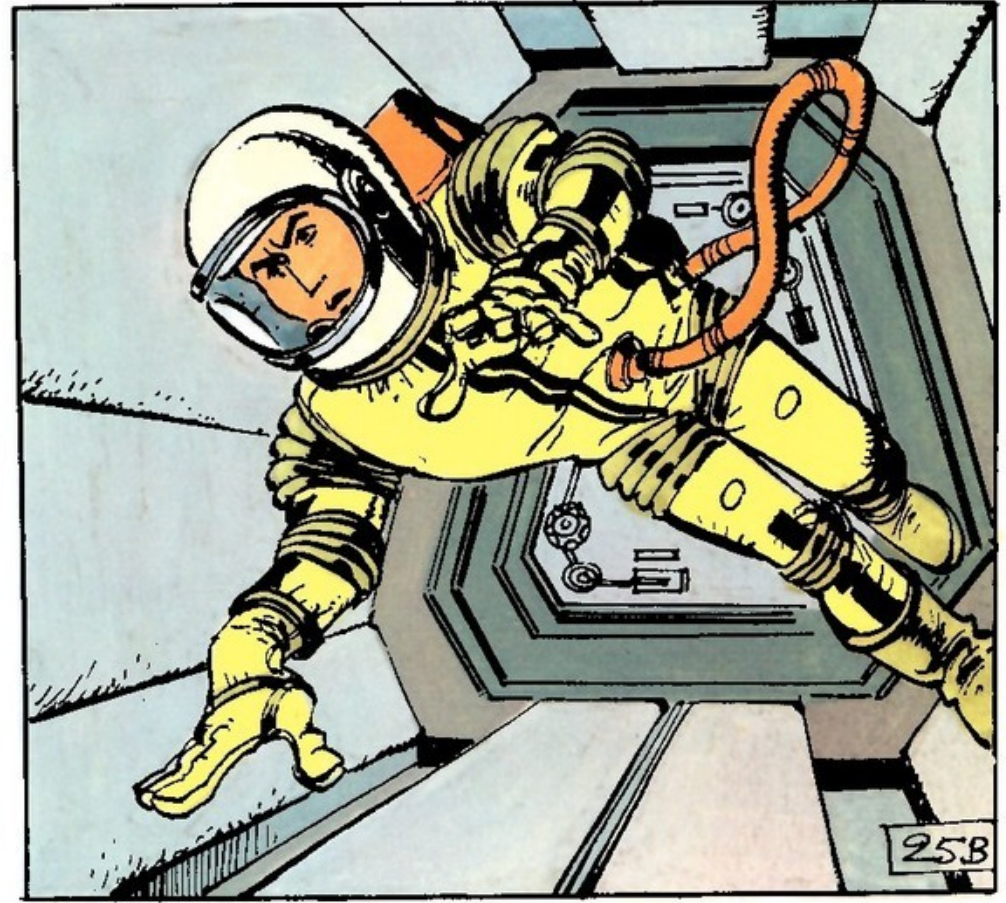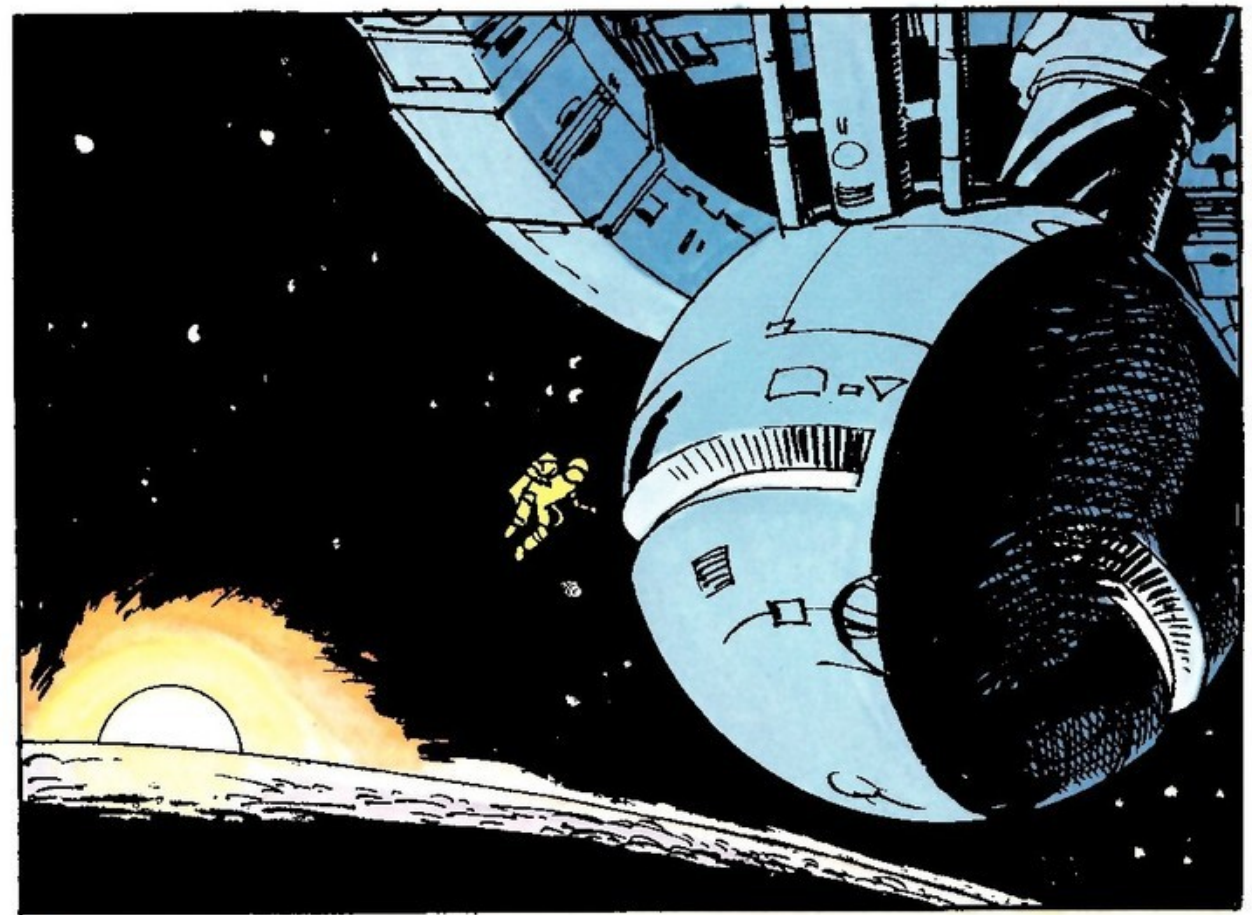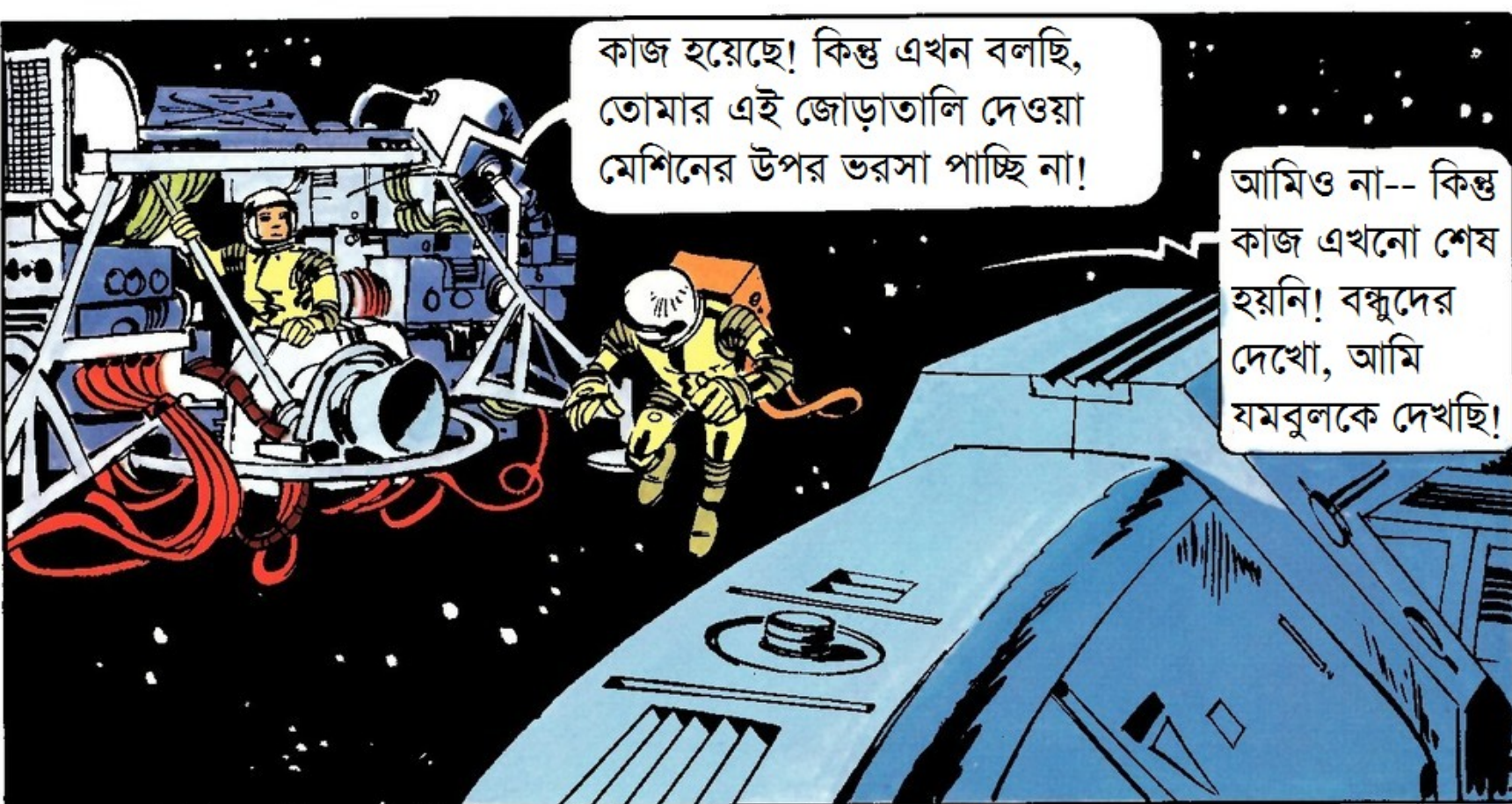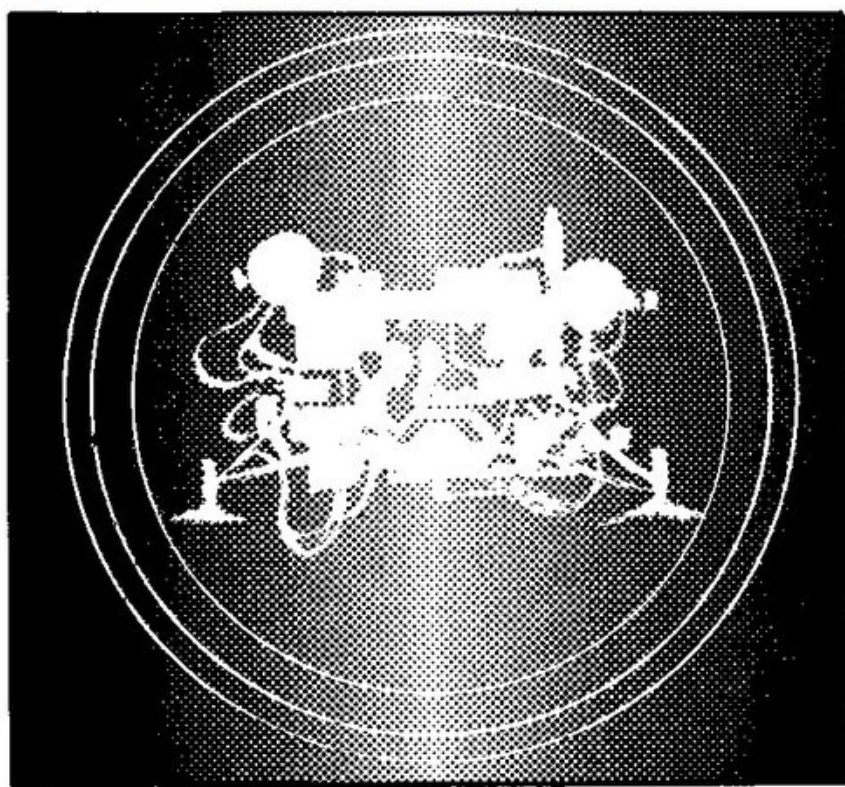
এবং...

আমার মন বলছে, তুমি বিংশ শতাব্দীতে কি খুঁজতে এসেছ, বুঝেছি--প্রথম সময়যন্ত্র! দুর্ভাগ্য! সেটা আমিই পেয়েছি! দেখ, কিভাবে আমি এখানে এসেছি! তুমি স্ত্রোয়েডারের বাতিল স্তুপটা ভালো করে খুঁজলে পারতে! এমনকি, ওর ব্যর্থতাও চমকপ্রদ!

তা সত্য! কিন্তু এখানে আমার কাছে সবই আছে! জাতি সঙ্ঘের থেকে আনা সময়যন্ত্রের সব তথ্য যা বিশ্বের তাবড় বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বের করেছেন! এইমাত্র এটা তৈরী শেষ করলাম...

...আর আমি এক্ষুনি পৃথিবীতে ফিরতাম! আমার যন্ত্র আর অস্ত্র নিয়ে! আমি মানবজাতিকে বাঁচাতে পারতাম! ইচ্ছামত অতীতে যেতাম... যেটা খারাপ মনে হত, বদলাতাম... আদেশ জারি করতাম... আমি একা এই পাগল দুনিয়াকে গৌরবময় ভবিষ্যত দিতাম... আর কখনোও আমার মেশিন ব্যবহার করতে দিতাম না...

হঠাৎই...

হা হা হা! তুমি আমাকে চেনই না!

এরকম কোরো না! তুমি পাগল হলে নাকি?
বিংশ শতাব্দীর মেশিন কাজ করে না!
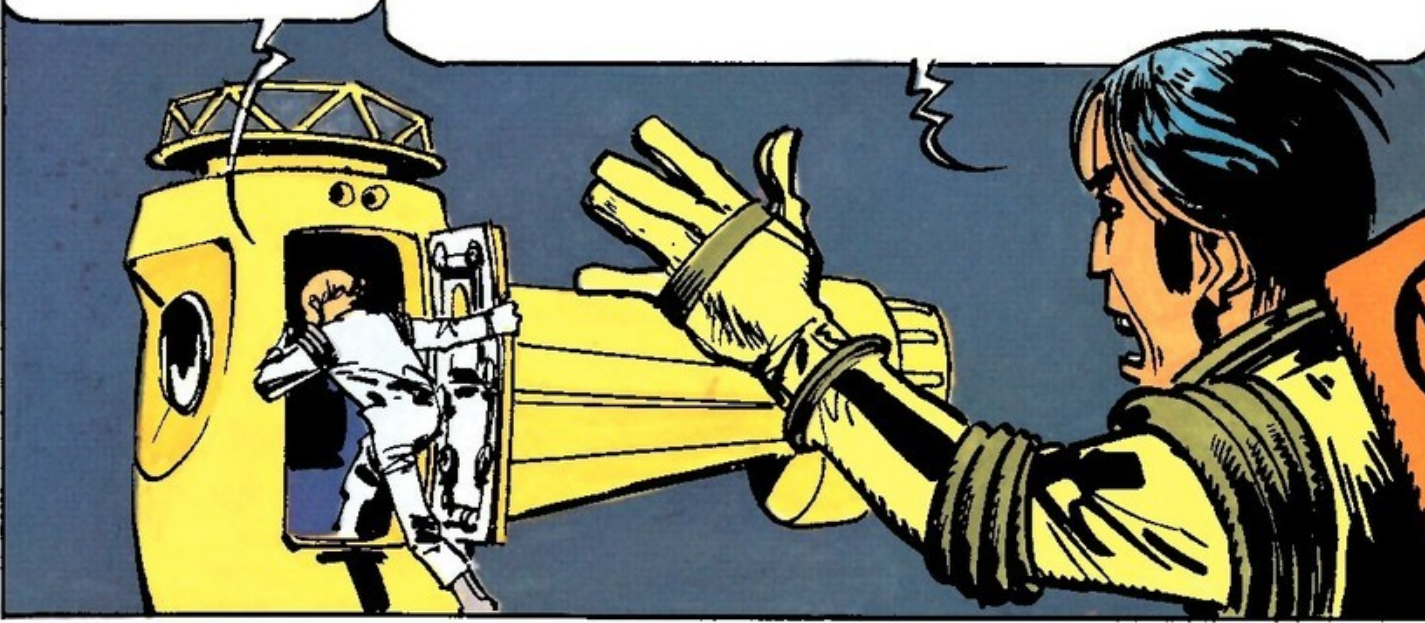
...ভ্যালেরিয়ানের সতর্কবাণী না শুনে, যমবুল স্থান-কালে ঝাঁপ দিতে উদ্যোগী হল...

...মুহুর্তের মধ্যে, ওর মেশিন লাফ দিতে না পেরে স্টেশনের গোলাকার এলাকায় আবির্ভুত হল...

কিন্তু...
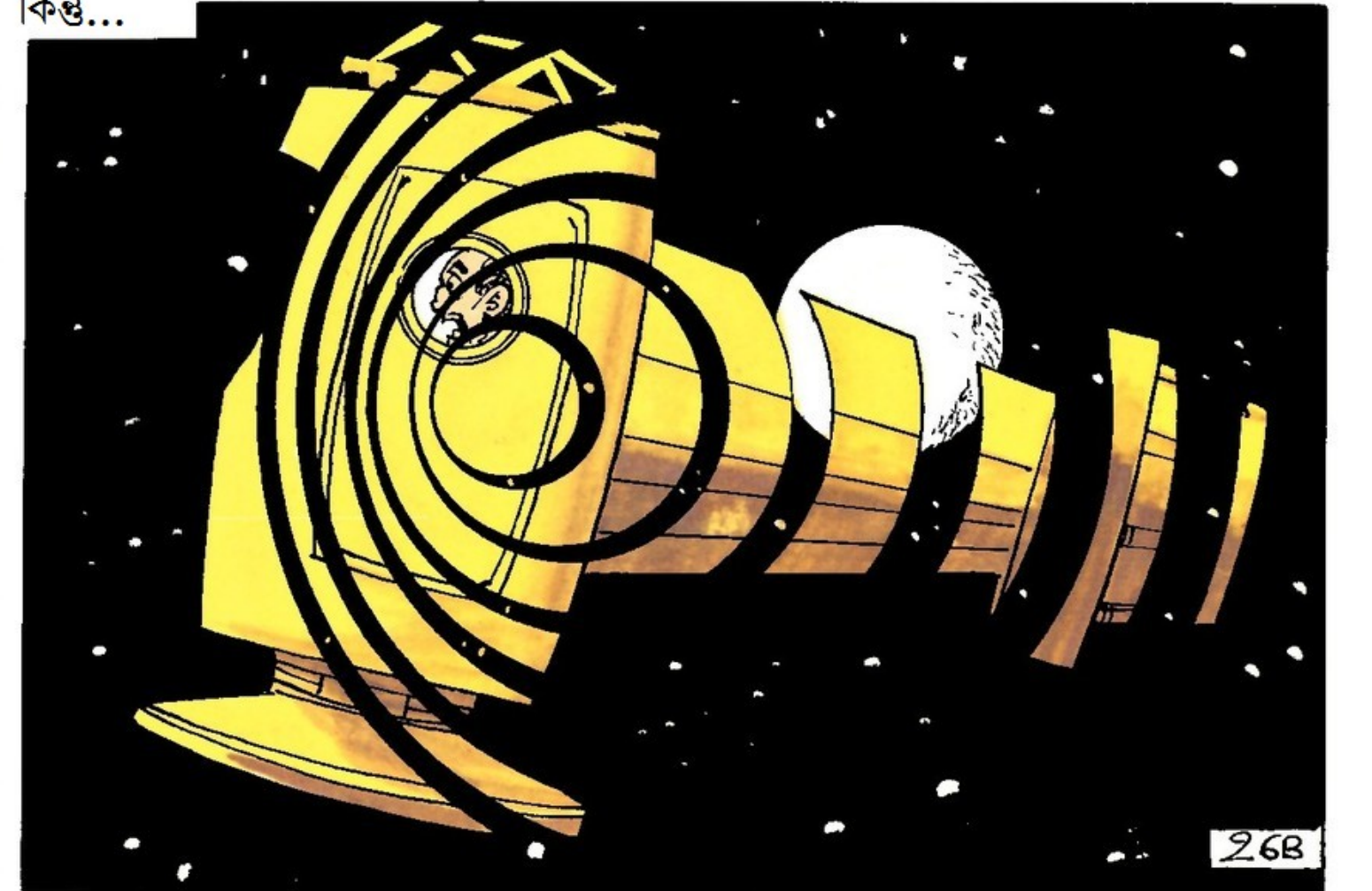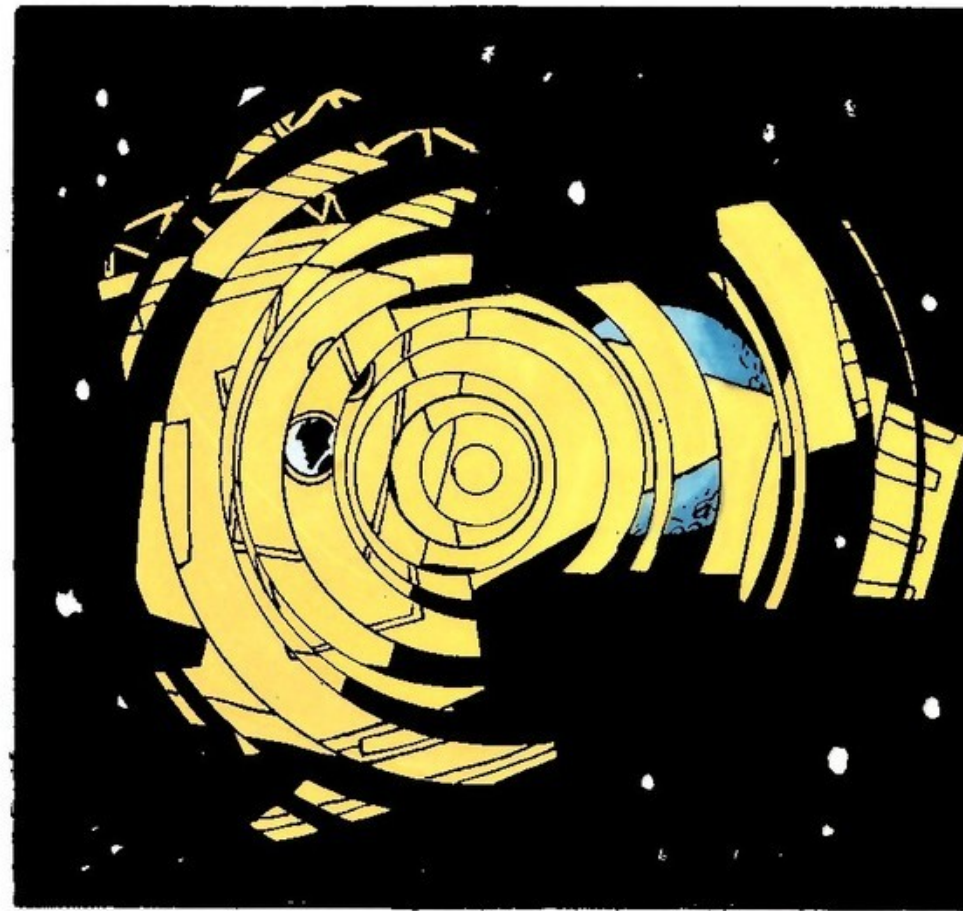
...মহাশূন্যের অসীম নীরবতার মধ্যে ভ্যালেরিয়ানের আতঙ্কিত চোখের সামনেই যাত্রীসহ যান ধ্বংস হয়ে চারিদিকে আবর্জনা হয়ে ছিটিয়ে গেল...

দ্রুত সব কিছু দেখার পর...

একটু পরেই...
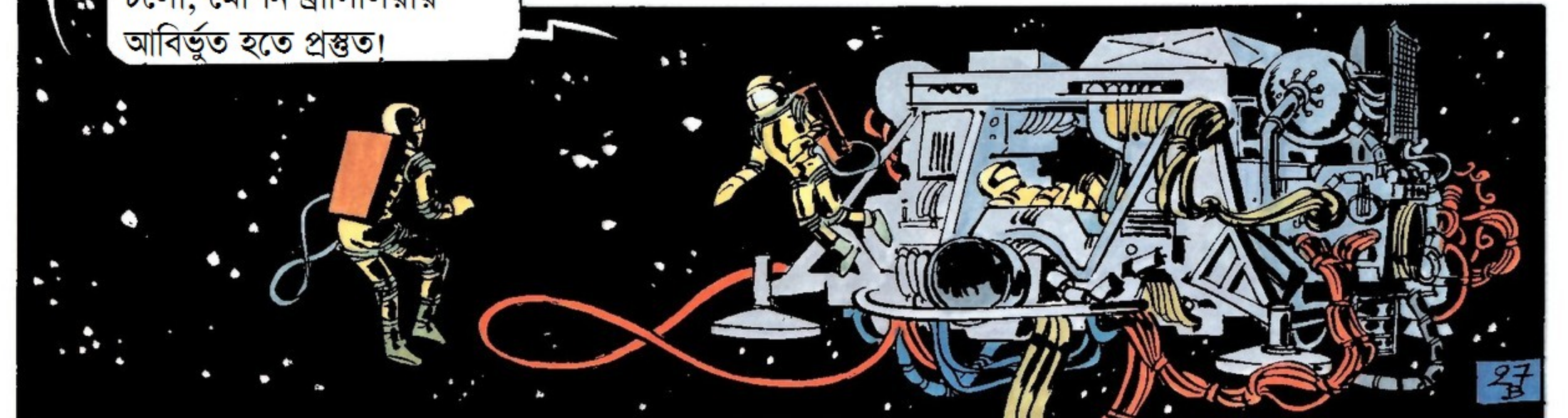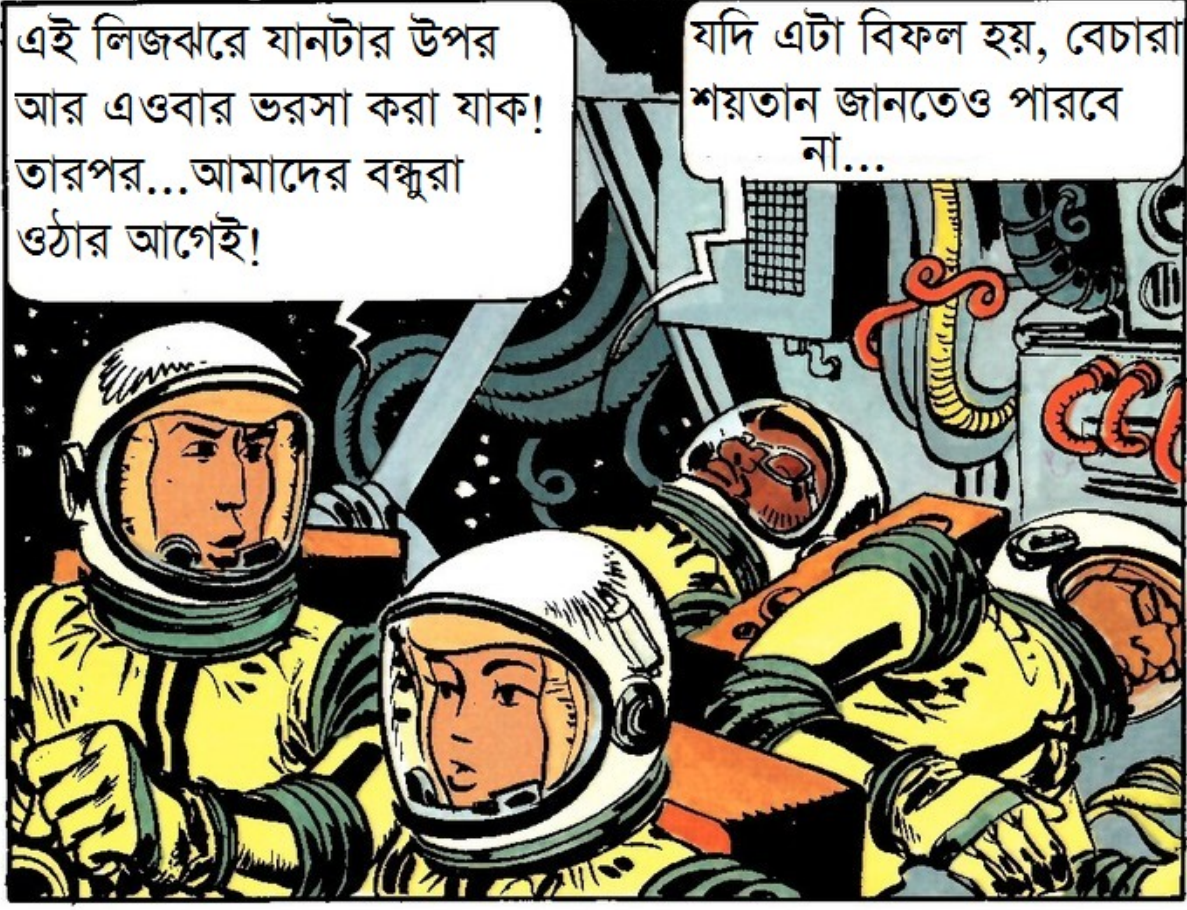
তার পরেই ব্রাসিলিয়ায়...

শোনো স্ক্রোয়েডার, বিংশ শতকে তুমি তাদের একজন, যে আমার কথা বুঝতে পারবে... গোপন রাখতে পারবে! যে মেশিন থেকে আমরা নেমে এলাম, সেটা এইমাত্র স্থান-কাল পেরিয়ে এলো! আর আমি নিজে ভবিষ্যত থেকে এসেছি...

আরে যাও তো! এ অসম্ভব! হিসাব বলছে যে...

ঠিকই...যদি না হিসাব ভুল হয়! আমি এর বেশি কিছুই বলতে পারব না! এই সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব এই সময়ের পৃথিবীর লোকেদের।ব্রাসিলিয়া যাও স্ক্রোয়েডার, সেখানে এই সময়ের বড় বড় বিজ্ঞানীদের সঙ্গে যোগদান কর আর বড় কিছু করো!

নিদেনপক্ষে যন্ত্রটা একটু দেখতে দাও...

যন্ত্রটা দেখতে চাও! যাও দেখো! তুমি যেমন রেখে গেছিলে, আমি তেমনই করে দিয়েছি আবার...

তোমরা বর্বর! পিছিয়ে দিলে তো! এখন কয়েকশো বছর লেগে যাবে ওটা বের...

হয়ত... কিন্তু ভবিষ্যতের লোক হিসাবে অতীত বদলানোর অধিকার নেই আমাদের!
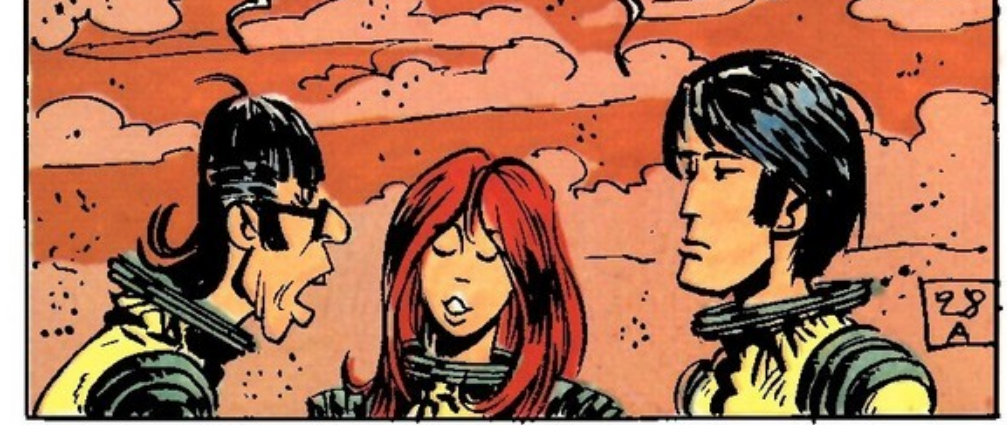
অবশেষে...

ওরা ব্রাসিলিয়া চলে গেল! অবাক হচ্ছি, ওখানে ওরা কি কাজ করবে!

ওহ! ওরা খুবই দক্ষ লোক! আর এসময় পৃথিবীতে দক্ষ লোকের খুব দরকার!

পরে ব্রাসিলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে...

আমাকে স্বাগত জানানোর জন্য আপনাদের ধন্যবাদ! মনে হয় গবেষণা করার জন্য আমার কাছে কিছু ভাল প্রস্তাব আছে! চলুন, কাজটা শুরু করি!

শহরের গোপন ঘাঁটিতে...

বুঝলে তো ছোকরারা? দুদিনেই আমরা শহর দখল করতে পারব! এই আমার পরিকল্পনা...চলো করি!

এবং কাছেই...

রিলেতে ঢোকার পথ ওইদিকে! চলো, গ্যালাক্সিটি যাই?

হুম... ২৮ শতকে ফেরার আগে ছোট্ট একটা সময়ের ভ্রমণ করে নিলে কেমন হয়?... আমি ওদের চিনি! ফেরা এক ঘন্টাও হবে না, আবার আমাদের কাজে পাঠিয়ে দেবে!

সমাপ্ত

SCRIPT: P. CHRISTIN
DRAWING: J.C. MEZIERES
69